NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ভাগবত গীতা নীতি শিক্ষার আধার

খাড়গের কাশ্মীর মন্তব্যের পাল্টা মোদির ৭

কলকাতা ৮ এপ্রিল ২০২৪ ২৫ চৈত্র ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ২৯৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 8.4.2024, Vol.17, Issue No. 296, 8 Pages, Price 3.00

এজেন্সির উপর হামলার ঘটনা

তৃণমূলকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার বার্তা মোদির

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবাসরীয় প্রচারে উত্তরবঙ্গের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ডাক দিলেন, তৃণমূলকে 'উচিত শিক্ষা' দেওয়ার। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় এজেন্সির উপর হামলার ঘটনাতেও একহাত নিলেন বাংলার তৃণমূল শিবিরকে। বললেন, 'তৃণমূল চায় যাতে তাদের তোলাবাজ ও দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের হিংসা-অশান্তির খুল্লামখুল্লা লাইসেন্স থাকে। তাই যখন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আসে, তখন তৃণমূল তাদের উপর হামলা চালায়। অন্যদের দিয়ে হামলা করায়। তৃণমূল হল আইন ও সংবিধানকে ধ্বংসকারী একটি দল।'

পাশাপাশি, কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়কে যে কথা প্রচার করতে বলেছিলেন তিনি, রবিবার বাংলা সফরে এসে সেই ঘোষণা নিজেই করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি জানালেন, বিভিন্ন দুর্নীতি মামলায় মোট সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সেই অর্থ বঞ্চিতদের ফিরিয়ে দেবেন। শুধু তাই নয়, নির্বাচনী সভা থেকে এই প্রথম বার প্রধানমন্ত্রীর মুখে শোনা গেল শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি অভিযোগের কথা। পাশাপাশি, বাংলায় ভোট প্রচারে এসে মোদির মুখে শোনা গেল নতুন গ্যারান্টির কথা।

রবিবার জলপাইগুড়ির সভা থেকে তৃণমূলকে একের পর এক ইস্যুতে নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থ নয়ছয় থেকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার উপর হামলা, মোদির গলায় শোনা গিয়েছে একের পর এক অভিযোগ। তিনি বিজেপি কর্মী এবং সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, 'এক একটি বুথে এ বার তৃণমূলের জামানত জব্দ হওয়া দরকার। আসলে তৃণমূল চায়, ওদের তোলাবাজরা, দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা যেন কুকাজ করার খোলা লাইসেন্স পান। এই জন্য যখন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তদন্তের জন্য যায়, তাদের উপর তৃণমূল হামলা করে। অন্যদের দিয়ে হামলা করায়। তৃণমূল আইন এবং সংবিধানকে তছনছ করার দল।'

সন্দেশখালি থেকে বিভিন্ন ঘটনার তুলনা টেনে মোদি রাজ্যের শাসকদলকে খোঁচা দিয়ে বলেন, 'এখানে একের পর এক ঘটনায় আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হয়।' এর পরই কৃষ্ণনগরের রানিমা অমৃতাকে ফোনে দেওয়া 'পরামর্শ' খোলা সভায় ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আজ বাংলার মাটি থেকে গ্যারান্টি দিয়ে যাচ্ছি, যাঁরা দুর্নীতি করে অর্থ জমা করেছেন, ইডি তাঁদের প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি এবং অন্যান্য জিনিস বাজেয়াপ্ত করে রেখেছে। আমি পরামর্শ দিচ্ছি যে, শিক্ষক নিয়োগের জন্য গরিব মানুষদের যত টাকা গিয়েছে, সরকারি চাকরি পেতে যত গরিবের টাকা গিয়েছে এবং যেখানে পুরোপুরি প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, হ্যাঁ, এখান থেকেই টাকা গিয়েছে, ওই সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা আমি তাঁদের ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করব।'

বাংলায় শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে শাসকদলের একাধিক নেতা এবং ঘনিষ্ঠেরা গ্রেপ্তার হয়েছেন। ওই প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী তৃণমূলকে কটাক্ষ করে বলেন, 'বেচারা শিক্ষকদের চাকরির জন্যও টাকা নিয়েছে। আমি ওঁদের টাকা ফেরত দেব।' এর পর তৃণমূল, বাম এবং কংগ্রেসকে এক পংক্তিতে ফেলে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই তিন রাজনৈতিক দলের নেতারা দুর্নীতি থেকে একে অন্যকে বাঁচাতে 'ইন্ডিয়া' তৈরি করেছেন। আমি বলছি দুর্নীতি সরাও। ওরা বলে দুর্নীতিগ্রস্তদের বাঁচাও! আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, ৪ জুনের পর দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত আরও জোরদার হবে।'

এর আগে গত ২৬ মার্চ কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতাকে ফোন করে প্রধানমন্ত্রী জানান, বাংলায় ইডি যে অর্থ বাজেয়াপ্ত করেছে, সেটা যাতে গরিবদের কাছে যায়, তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি কাজ করছেন। এ জন্য আইনি বিকল্প কী কী রয়েছে, তা দেখছেন। বিজেপি প্রার্থীকে ফোনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এক দিকে বিজেপি দেশে দুর্নীতিকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অন্যদিকে, সমস্ত দুর্নীতিবাজ একে অপরকে বাঁচাতে এক হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী 'আস্থা' প্রকাশ করে বিজেপি প্রার্থীকে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দেবে।'

আবাসের টাকা নিয়ে ব্যাখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত তুঙ্গে। ভোটের প্রচারে আবাসে 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'র অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল। তাদের দাবি, গত দু'টি অর্থবর্ষে আবাসের টাকাই পাঠায়নি কেন্দ্র। পাল্টা বিজেপি দাবি করছে যে, কেন্দ্র প্রকল্পের টাকা দিয়েছে। কিন্তু সেই টাকায় দুর্নীতি হয়েছে। এ নিয়ে টানাপড়েনের আবহে জলপাইগুড়ির সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানালেন, তিনি চান, প্রকল্পের টাকা রাজ্য সরকারের হাতে না দিয়ে, সরাসরি প্রাপকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যাক। তাঁর প্রশ্ন, 'জনতার টাকা কী ভাবে আমি তৃণমূলকে লুট করতে দেব?' মোদির এই মন্তব্য থেকেই প্রশ্ন উঠছে, তা হলে তৃণমূলের 'বঞ্চনা'র অভিযোগকে প্রকারান্তরে মান্যতাই দিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী? তিনি কি আদতে মেনেই নিলেন, কেন্দ্র প্রকল্পের টাকা রাজ্যকে দেয়নি?

পুরুলিয়া থেকে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে তোপ মমতার

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

দেশ বাঁচাব আমরা, দেশ গড়ব আমরা। একশো দিনের কাজ,আবাস যোজনায় কিভাবে এই রাজ্যের মানুষকে বঞ্চনা করেছে কেন্দ্র সেই অভিযোগে ফের সরব হলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার দুপুরে পুরুলিয়ার হুড়ার লধুড়কা শিব মন্দির গ্রাউন্ডে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শান্তিরাম মাহাতর সমর্থনে নির্বাচনী জনসভাতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, '১০০দিনের কাজের টাকা দেয়নি কেন্দ্র। ঝড়ে জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ারে ৫ হাজার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আচরণ বিধি লাগু থাকার কারণে সরাসরি ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায়নি। আমরা তাদের বাড়ি তৈরি করে দিতে চেয়েছিলাম। ৬দিন আগে চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও কমিশন অনুমতি দেয়নি।'

তিনি আরও বলেন, 'মোদিবাবু ৩ বছর ধরে ঘর তৈরির টাকা দেননি। বিজেপি সরকার ৩ বছর ধরে ১০০দিনের কাজের টাকা দেয়নি। আমরা ৫৯লক্ষ জব কার্ড হোল্ডারদের টাকা দিয়েছি। আর মানুষ যখন প্রতিবাদ করছেন তখন এনআইকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। গন্দারের এলাকায় ঘুমন্ত অবস্থায় মধ্য রাতে মহিলাদের বাড়িতে ঢুকে পুলিশের ড্রেস পরে গিয়ে মহিলাদের ওপর হামলা করে অত্যাচার করা হচ্ছে। মা-বোনেরা প্রতিবাদ করায় মামলা করা হচ্ছে। ভয় দেখানো হচ্ছে। বিজেপি কর তাহলেই ছেড়ে দেওয়া হবে। কেন বিজেপি করবে তারা? বিজেপি করলেই সাদা আর তৃণমূল করলেই কালো। কি মজা।'

কেন্দ্রকে এদিন ফের একবার আক্রমণ করে মমতা বলেন, 'দেশের সব নেতাকে গ্রেপ্তার কর। কোনওদিন ভারতবর্ষে এই পরিস্থিতি আপনারা দেখেছেন। একটা স্বৈরাচারি সরকার। একটা দানবীয় সরকার। একটা অত্যাচারি সরকার। সারা ভারতবর্ষে বেকারের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আর মোদিবাবুর গ্যারান্টি আছে। আপনার গ্যারান্টি মানে তো নোটবন্দি। আপনার গ্যারান্টি মানে তো সিবিআই, এনআইএ। আপনার গ্যারান্টি মানে তো ইনকাম ট্যাক্স। আপনার গ্যারান্টি মানে তো গরিব মানুষের টাকা বন্ধ করা। আবার বলছেন দুর্নীতি। দুর্নীতিটা দেখেছেন কি? চ্যালেঞ্জ করছি, ১৩৬টা কমিটি বাংলায় পাঠিয়েছিলেন দুর্নীতি দেখার জন্য বিজেপির গন্দারদের কথায়। বলছে বাংলাকে টাকা দেবে না। তদন্ত কর। তদন্ত করে কি করলেন সেটা ফাঁস করুন। উত্তরপ্রদেশেও তদন্ত করতে গিয়েছিল। রিপোর্টে ৮৫শতাংশ দুর্নীতি আছে। আর বাংলা নিয়ে বড় বড় কথা বলা হচ্ছে।' সভায় আগত কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ওদের ফাঁদে পা দেবেন না, ভোটের পর আমরাই ঘর তৈরির টাকা দেব।'

মমতা বলেন, 'বিজেপি আগেরবারেও মিথ্যে কথা বলে গিয়েছিল পুরুলিয়ায়। পুরুলিয়া থেকে গত নির্বাচনে যাকে আপনারা জিতিয়েছিলেন তিনি কি করেছেন? আজ পর্যন্ত কিছু করতে পেরেছেন? ছবি লাগিয়ে রেখে দিয়েছেন। আমার ছবি সব মুছে দিয়েছি ইলেকশন নিয়ম মেনে। প্রধানমন্ত্রীর ছবি কেন থাকবে? আমি আসতে আসতে দেখলাম প্রধানমন্ত্রী কৃষক বন্ধু সেন্টার। প্রধানমন্ত্রীর ছবিটাতো মোছেনি। এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ-এর দায়িত্ব ছিল মোছার। কিন্তু তারা মোছেনি। আমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম।'

এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এবার রামনবমী আসছে। একটা চকলেট বোম পড়লেও দেখবেন ওই এনআইএ-কে ঢুকিয়ে দেবে। কিন্তু এনআইএ-এর কোন অধিকার আছে? এখানকার পুরুলিয়াতেও আমি শুনেছি। সব হোটেলে গিয়ে গিয়ে খোঁজ নিচ্ছে কোন পার্টির কে কে থাকছে। আমি বলি তোমার কি? তোমার এনআইএ-এর কি এটা কাজ? কোন কোন পার্টি কোন কোন হোটেলে থাকবে। থাকবে কি তোমার মাথায়? ইলেকশনের সময় আমরা গর্ভমেন্টের জায়গায় থাকি না। একদিকে এনআইএ অন্যদিকে সিবিআই, বিজেপির ভাই-ভাই হয়ে কাজ করছে এরা। মানুষ এবারের নির্বাচনে তাদের উপযুক্ত জবাব দেবে। মা-বোনেদের গর্জন, বিজেপির হবে এবার বিসর্জন।'

এরপরেই একদা মাওবাদী নাশকতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বাম আমলের অশান্তি পেরিয়ে পুরুলিয়ায় আজ শান্তির বাতাবরণ।' প্রকাশ্য জনসভায় বিভীষিকার সেইসব দিনগুলি না ফেরানোর বার্তা দিয়ে সরকারের একাধিক জনমুখী প্রকল্পের কথা ও জল সমস্যা দূরীকরণের জন্য জাইকা প্রকল্পের কথা তুলে ধরে ও জেলার রঘুনাথপুরে ৭৪হাজার কোটি টাকার শিল্পে বিনিয়োগ করার কথা ফের তুলে ধরে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বাজুক ধামসা, বাজুক মাদল, শান্ত থাকুক জঙ্গলমহল। ধামসা- মাদলের বোলে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে এবার পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রে শান্তিকে তথা শান্তিরাম মাহাতকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে গেলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজেপির বিরুদ্ধে ফের এজেন্সি রাজনীতির অভিযোগ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপির বিরুদ্ধে ফের অভিযোগ উঠল 'এজেন্সি রাজনীতি'-র। একইসঙ্গে অভিযোগ, লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্রে'র অভিযোগ বিজেপি যোগসাজশেই ভূপতিনগর বিস্ফোরণকাণ্ডে দুই তৃণমূলনেতাকে গ্রেপ্তার করেছে এনআইএ। এবার এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে একাধিক তথ্য, নথি প্রকাশ করে বিজেপির বিরুদ্ধে জোরাল আক্রমণ শানাতে দেখা গেল তৃণমূলকে। রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে এ বিষয়ে নথিপত্র সামনে আনেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এবং মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এরই পাশাপাশি তৃণমূলের তরফ থেকে এও জানানো হয়, 'বাংলা বিরোধী' ষড়যন্ত্র করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, তাতে মূল চক্রান্তকারী ছিলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি, এই দাবিতে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে তৃণমূল।

প্রসঙ্গত, ভূপতিনগর বিস্ফোরণের তদন্তে গিয়ে শনিবার 'আক্রান্ত' হতে হয় এনআইএ-কে। এরপরেই গ্রেপ্তার করা হয় দুই তৃণমূল নেতা বলাইচরণ মাইতি এবং মনোব্রত জানাকে। এরপর থেকেই তপ্ত রাজনৈতিক মহল। ভোটের সময় এজেন্সিগুলিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে দাবি করা হয় তৃণমূলের পক্ষ থেকে। এরপরই রবিবার সাংবাদিক বৈঠক হয় তৃণমূল ভবনে।

এদিনের এই সাংবাদিক বৈঠক থেকে কুণাল ঘোষ জানান, নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি লাগু হওয়ার পর এনআইএ আধিকারিকের বাড়িতে গিয়েছিলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। এর পাশাপাশি কুণালের দাবি, 'মানুষ জেনে গিয়েছে, বিজেপির ক্যাডার হিসেবে এনআইএ-কে ব্যবহার করা হচ্ছে।' এখানেই শেষ নয়, এদিন কুণাল ঘোষ এও বলেন, '২৬ মার্চ ২০২৪, এনআইএ-র এসপি ধনরাম সিংয়ের কলকাতার বাড়িতে যান বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র সিং। সেখানে তাঁরা একটি লিস্ট দিয়ে দেখিয়ে দেন কোন কোন এলাকায় কাকে গ্রেফতার করতে হবে। সেই অনুযায়ী এনআইএ ঠিক করে তল্লাশি করে সেই জায়গায় আতঙ্ক ছড়িয়ে তৃণমূলের বুথ কর্মী নেতাদের আনবে।'

কুণাল এদিন এও বলেন, পুরনো কেস নিয়ে এজেন্সি নাড়াচাড়া করছে। ভয় দেখাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে কুণাল এদিন এও দাবি করেন, 'আমরা অভিযোগ করছি, একটি সাদা প্যাকেটে বিপুল অর্থের লেনদেন হয়েছে। তা সত্যি কিনা তদন্ত হোক। পুলিশকে ধনরাম সিংয়ের বিরুদ্ধে এফআইআর করার আবেদন করব। তাঁদের মোবাইল ফোনের লোকেশন খতিয়ে দেখা হোক। সাড়ে ৬টা থেকে ৭টা ২২, এই সময় তাঁদের ফোন থেকে কোথায় কোথায় ফোন গিয়েছে তা পুলিশকে খুঁজে বার করতে হবে।' এরপর রবিবারই এক পোস্টে অভিষেক লেখেন, 'নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি বহাল থাকার মধ্যেও এনআইএ-র সঙ্গে সাজশ করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে বঙ্গ বিজেপি। এসব সত্ত্বেও চুপ করে রয়েছে নির্বাচন কমিশন।'

'অভিযোগ প্রমাণে ৭ দিন'

নিজস্ব প্রতিবেদন: জিতেন্দ্র তিওয়ারির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ এবার তার বিরুদ্ধে মুখ খুললেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি। জিতেন্দ্র বলেন, 'অভিযোগ ওঁরা করতেই পারেন। কিন্তু আমি শুনেছি, আমার বিরুদ্ধে বেশ কিছু মানহানিকর মন্তব্য করেছেন ওঁরা। আমি ওঁদের সাত দিন সময় দিচ্ছি। সাত দিনের মধ্যে আপত্তিজনক যে সমস্ত কথা বলেছেন, তা ওঁরা প্রত্যাহার করুন। না হলে তাঁদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করব। আদালতে প্রমাণ হবে, কোনটা সত্য।'

অভিযোগ অস্বীকার এনআইএ-র

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভূপতিনগর কাণ্ডে ওঠা সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করল এনআইএ। যে অভিযোগ উঠেছে তা দুর্ভাগ্যজনক বলেই বিবৃতিতে দাবি কেন্দ্রীয় এজেন্সির। এনআইএ-র আরও দাবি, আদালতের নির্দেশে তল্লাশিতে গিয়ে কাউকে হেনস্তা কিংবা প্ররোচনা না দেওয়া সত্ত্বেও ভূপতিনগরে গিয়ে হামলার শিকার হন।

এক নজরে

আবাসের টাকার প্রথম কিস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘাটালে দেবের সমর্থনে সভা করতে গিয়ে দু'টি নতুন ঘোষণা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনাচক্রে দু'টিই কেন্দ্রীয় প্রকল্প সংক্রান্ত। তিনি বলেন, 'যে যে বিধানসভায়, পঞ্চায়েতে বা পুরসভায় আপনারা তৃণমূলের হাত শক্ত করবেন, সেখানে ডিসেম্বরে আবাসের টাকার প্রথম কিস্তির অর্থ পৌঁছে যাবে।' অভিষেকের দ্বিতীয় ঘোষণাটি ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান সংক্রান্ত। সেই ঘোষণায় অভিষেক জানিয়েছেন, 'এ বছর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ঘাটালের মাস্টারপ্ল্যানের কাজ শুধু ঘোষণা নয়, হাতেকলমে শুরু করে দেবে তৃণমূল সরকার।' রবিবার দেবের সমর্থনে ঘাটালে রোড-শো করতে গিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক। শেষে আধ ঘণ্টার বক্তৃতাও করেন। দেবকে কেন ঘাটালের মানুষ ভোট দেবেন, আর কেন দেবের প্রতিপক্ষ হিরণকে ভোট দেবেন না তা নিয়েও ওই সভায় বিস্তারিত বলেন অভিষেক।

বিস্তারিত জেলার পাতায়

স্বস্তির বৃষ্টি, তবে বজ্রপাতে মৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার সকাল থেকেই আকাশের ছিল মুখভার। ঝিরিঝিরি থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলছে পশ্চিম থেকে দক্ষিণের সব জেলায়। এর মধ্যেই আরও সুখবর দিল আলিপুর আবহাওয়া অফিস। সোমবারও দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, বঙ্গোপসাগরের উপর থেকে জলীয় বাষ্প এবং ওড়িশার উপরে থাকা নিম্নচাপ অক্ষরেখার জন্যই বৃষ্টি হচ্ছে জেলায়-জেলায়। পশ্চিমের জেলা ও উপকূলের জেলাগুলিতে বৃষ্টি বেশি হবে। তবে ৯ ও ১০ তারিখ বৃষ্টি কমে যাবে। আবার ১১ তারিখ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই বৃষ্টির ফলে দিনের তাপমাত্রা সব জায়গায় প্রায় ৫থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যাবে। কলকাতার তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছে ছিল। বৃষ্টির জেরে এই তাপমাত্রা নেমে যাবে ৩০ থেকে ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। অপরদিকে, উত্তরবঙ্গে আগামী চার থেকে পাঁচ দিন বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। কলকাতায় সোমবার মেঘলা আকাশ এবং দু-এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এক কথায় বলা যেতে পারে তারপর প্রবাহে পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পাওয়া মিলবে এই বৃষ্টির জেরে। গরম থেকে স্বস্তি দিলেও, ঝড়-বৃষ্টিতে দক্ষিণবঙ্গে প্রাণ গেল ৪ জনের। সূত্রে খবর, হুগলির তারকেশ্বর, উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা, পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে বজ্রপাতে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। হুগলির পুরশুড়ায় ঝড়ের জেরে ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে মৃত্যু হয় একজনের। স্থানীয় সূত্রে খবর, সকালে কাজেকর্মে মাঠেঘাটে অনেকেই ছিলেন। ঝড় বৃষ্টিতে অনেকেই নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে পারেননি। তাতেই বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় তিনজনের। এদিকে এই বজ্রপাত নিয়ে আগেই বিশেষ সতর্কবার্তা দিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর। দুর্যোগের সময় কংক্রিটের ছাদের নীচে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা।

ছবি: অদিতি সাহা

হিন্দিভাষীদের হাতেই আসানসোল কেন্দ্রের জয়ের চাবিকাঠি

শুভাশিস বিশ্বাস

ঝাড়খণ্ড সীমানাবর্তী আসানসোল লোকসভার রাজনীতি নির্ভর করে হিন্দিভাষী ভোটার, সংখ্যালঘু ফ্যাক্টর আর এলাকার উন্নয়ন। এই সব ফ্যাক্টরই পার করতে পারে ভোটের বৈতরণী। আসানসোল এমনই এক লোকসভা যেখানে জনসংখ্যার ৫০ শতাংশই হিন্দিভাষী। যার মধ্যে অবাঙালি ভোটার ৩৬ শতাংশ। এই কেন্দ্রের অধীনে সাতটি বিধানসভা হল পাণ্ডবেশ্বর, রানিগঞ্জ, জামুরিয়া, আসানসোল দক্ষিণ, আসানসোল উত্তর, কুলটি ও বারাবনি। রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, ১৯৮৪ সাল থেকে এই লোকসভা কেন্দ্র সিপিআইএমের গড় ছিল। তবে ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের আঁচ লাগে আসানসোলেও। পতন হয় বাম দুর্গের। একইসঙ্গে বাম ভোটের একটা বিরাট অংশ চলে যায় পদ্ম শিবিরে। অপর অংশ যায় জোড়াফুল শিবিরে। আর ভোটদাতাদের এই পরিবর্তন নজরে আসে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে। কারণ, ২০০৯-এ যেখানে বিজেপি প্রার্থীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল, তারাই জয় পায় ২০১৪-তে। প্রথমবার ভোটে দাঁড়িয়েই ইতিহাস বদলে দিয়ে বাবুল সুপ্রিয় খাদানের মাটিতে ফোটান পদ্ম। এরপর ২০১৯-এ বাড়ান মার্জিন। এরপর চমক অপেক্ষা করেছিল ২০২২-এর উপনির্বাচনে। যেখানে বিজেপির রমরমা ছিল ২০১৯-এর নির্বাচনে, সেখানেই বিজেপিকে তৃণমূল পর্যুদস্ত করে ৩ লক্ষেরও বেশি ভোটে। এর পিছনে অবশ্যই ছিল 'বিহারি বাবুর' ক্যারিশ্মা। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনেও শত্রুঘ্ন সিনহাকেই প্রার্থী করেছে তৃণমূল। অন্যদিকে, বিজেপির প্রথম তালিকাতে এই কেন্দ্রের জন্য ভোজপুরি গায়ক পবন সিংয়ের নাম ঘোষণা করা হলেও আসানসোলের প্রাক্তন সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়-সহ একাধিক তৃণমূল নেতা সমাজ মাধ্যমে পবনের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক পোস্ট করার ঠিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পবন বিজেপি নেতৃত্বের প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রার্থীপদ থেকে সরে দাঁড়ান। অপরদিকে, সিপিএমের তরফ থেকে প্রার্থী করা হয়েছে জামুড়িয়ার ২০১১ এবং ২০১৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী জাহানারা খানকে। পিছনে তাকালে দেখা যাবে, ২০০৯ সালে এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন সিপিআই(এম) প্রার্থী বংশগোপাল চৌধুরী। পেয়েছিলেন ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ১৬১ ভোট।

বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২-এ

‘রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে পড়েনি’

প্রধানমন্ত্রীর দাবি ওড়ালেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রধানমন্ত্রীর দাবিকে নস্যাৎ করলেন রাজ্যপাল। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে বলে কোরাস কণ্ঠে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে বিজেপি নেতারা। কিন্তু তাদের দাবির সঙ্গে সহমত পোষণ করছেন না রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রবিবার এক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান বলেছেন, ‘রাজ্যে পুরোপুরি আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে, এটা সত্যি নয়। হ্যাঁ, তবে বেশ কয়েকটি অঞ্চলে গুন্ডাদের দাপাদাপি রয়েছে।’ আইনশৃঙ্খলার অবনতির পুরো দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের কাঁধেও চাপাতে চাননি রাজ্যপাল। বরং পূর্বসূরি বাম সরকারক্তে এর জন্য কাঠগড়ায় তুলেছে তিনি। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের এমন মন্তব্যে হাড়ে-হাড়ে চটেছে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব।

সন্দেশখালিতে গত জানুয়ারি মাসে ইডি আধিকারিকদের উপরে এবং শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে এনআইএ’র আধিকারিকদের উপরে তথাকথিত হামলা নিয়ে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। লোকসভার ভোট প্রচারে এসেও দুই ঘটনা নিয়ে রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাশাপাশি, বঙ্গ বিজেপির ছোট-বড় নেতা এবং পদ্ম শিবিরের ধামাধরা দালাল সংবাদমাধ্যমের একাংশও ‘গেল গেল’ রব তুলেছে। কিন্তু এদিন অন্য সুর শোনা গেল রাজ্যপালের গলায়।

রাজভবনে বসে এক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সিভি আনন্দ বোস বলেন, ‘আমি সন্দেশখালিতে গিয়েছিলাম। মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তাঁরা শান্তি ও সম্মান নিয়ে বাঁচতে চান বলে জানিয়েছেন। কিন্তু তাদের সেই সম্মান ও শান্তির সঙ্গে বসবাসের আশাকে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। রাজ্যের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। উদ্বেগের বিষয় হলো, এই ধরনের ঘটনা বেড়ে চলেছে। কিছু এলাকায় গুন্ডারা আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু তার মানে মোটেও এটা নয় যে, গোটা রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে।’

রাজ্যের বিক্ষিপ্ত অঞ্চলে গোলমাল ও অশান্তির জন্য তৃণমূল সরকারকে পুরোপুরি দায়ী করতে চাননি সিভি আনন্দ বোস। বরং পূর্বতন বাম সরকারকেও কাঠগড়ায় তুলেছেন। তাঁর কথায়, ‘সন্দেশখালি-সহ বিভিন্ন জায়গায় যে অশান্তির ঘটনা ঘটে চলেছে, তা এই সরকারের (তৃণমূল) সময়েই প্রথম, তা নয়। অতীতেও এমন ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ এটা উত্তরাধিকার সূত্রেই বর্তেছে।’

‘সুবিধা পোর্টালে’ জমা পড়া আবেদনের পরিসংখ্যান দিল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচনের সমস্ত বিষয় স্বচ্ছ রাখা হবে বলে নির্বাচন কমিশন আগেই জানিয়ে দিয়েছিল। নির্বাচন প্রক্রিয়াকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রার্থীরা যাতে সভা করতে পারেন তার জন্য স্বচ্ছ মাধ্যম সুবিধা পোর্টালের লঞ্চ করেছিল। নির্বাচন ঘোষণা হয়েছিল গত ১৬ এপ্রিল এবং সেদিন থেকেই আদর্শ আচরণবিধি লাভ হয়ে গিয়েছিল সারা দেশ জুড়ে। তেমনই সারা দেশ জুড়ে সুবিধা পোর্টালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরা তাদের আবেদন পত্র জমা দিতে থাকে। এবার নির্বাচন কমিশন সেই আবেদন পত্রের পরিসংখ্যান দিল।

নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুসারে, এখনো পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৭৩ হাজারেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে এই পোর্টালে। তার মধ্যে থেকে ৪৪,৬২৬ টি অনুমতি অ্যাপ্রুভ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ আবেদনের ১৫ শতাংশ আবেদনকে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে রিজেক্ট করা হয়েছে, যার সংখ্যা ১১,২০০। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১০, ৮১৯ টি আবেদনকে ডুপলিকেট বা ইনভ্যালিড হিসাবে ধরা হয়ে ক্যানসেল করা হয়েছে।

সারা দেশের নিরিখে আবেদনের শীর্ষে রয়েছে তামিলনাড়ু, তাদের আবেদনের সংখ্যা ২৩,২৩৯। লিস্টে তার পরেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ যেখানে আবেদনের সংখ্যা ১১ হাজার ৯৭৬। অন্যদিকে, চণ্ডীগড়, লাক্ষাদ্বীপ এবং মণিপুর এই লিস্টের সবচেয়ে নিচের দিকে রয়েছে। নির্বাচন কমিশন সুবিধা পোর্টাল লঞ্চ করেছে ‘আগে আসা আগে পাওয়া’র ভিত্তিতে।

যমরাজ ছাড়া কাউকেই ভয় পাই না: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: যমরাজ ছাড়া কাউকেই তিনি ভয় পান না। যমরাজ যেদিন ডাকবেন, সেদিন তিনি চলে যাবেন। রবিবার বিকেলে বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বর্ণাঢ্য পদযাত্রায় পা মিলিয়ে এমনটাই দাবি করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে এদিন তিনি বলেন, বামজমানায় বীজপুরের বুকে তৃণমূলের কারও ক্ষমতা ছিল না মিটিং মিছিল করার। কিন্তু ২০০৪ সালে এই বীজপুরের মাটিতেই তিনি তৃণমূলের হয়ে লড়াই করেছিলেন। বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের দাবি, ব্যারাকপুরের মাটি প্রতিবাদের মাটি।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল এই ব্যারাকপুর থেকেই। তাঁর কথায়, বাংলায় পিসি-ভাইপো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির বিরুদ্ধে নতুন করে একটা লড়াই শুরু হয়েছে। তবে এই লড়াই ব্যারাকপুর থেকেই শুরু হয়েছে। আর এই ব্যারাকপুর ঠিক করবে আগামী দিনে মমতা সরকারের পতন। তৃণমূলকে নিশানা করে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, তৃণমূল বুঝে গেছে ওদের হার নিশ্চিত। তাই ওরা তাদের ব্যানার, পোস্টার ছিঁড়ছে। মদ্যপদের পাঠিয়ে দলীয় কর্মীদের মারধর করাচ্ছে। তাঁর হুঁশিয়ারি, ক্ষমতা থাকলে দিনের বেলায় পোস্টার, ব্যানার ছিঁড়ে দেখাও। রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে চুরিয়ে কেন পোস্টার, ব্যানার ছেঁড়া হচ্ছে। বিজেপি প্রার্থীর দাবি, ওরা যতই পোস্টার, ব্যানার ছিঁড়বে। বিজেপির ভোট ততই বাড়বে। এদিন বীজপুর কেন্দ্রের ব্রতচারী পার্কের কাছ থেকে পদযাত্রা শুরু হয়। সেই পদযাত্রা থানা মোড় ও গান্ধি মোড় অতিক্রম করে মিলন নগর বাস স্ট্যান্ডের কাছে শেষ হয়। তবে উক্ত পদযাত্রায় এদিন জনসমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো।

ভূপতিনগরে এনআইএর উপর কোনো হামলা হয়নি, দাবি মন্ত্রী শশী পাঁজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রবিবার হাওড়ার শরৎ সদনে দলীয় কর্মী সভাতে এসে এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের শিল্প মন্ত্রী শশী পাঁজা। এদিন তিনি স্পষ্ট ভাষাতে দাবি করেন ওইদিন রাতে ভূপতিনগরে এনআইএর উপর কোনো হামলা চালানোর ঘটনা ঘটেনি। শুধু তাই নয়, মন্ত্রীর পালটা দাবি এনআইএ রাতের অন্ধকারে গেছে, বাড়ির মহিলারা বুঝতে পারেননি তারা এনআইএ না চোর, এমনটাই রবিবার বলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। তার আরও দাবি করে বলেন, ‘মহিলারা নিজেরাই বলছেন আমরা চিৎকার, চেঁচামেচি করেছি কিন্তু আধিকারিকদের স্পর্শ করেননি। আর সংবাদমাধ্যমের খবরও বলছে অধিকারিকরা একটু আহত হয়েছেন, যেন জোর করে তাদের আহত করার খবর করা হয়েছে। এটাই সত্যি কোনো আধিকারিক ওইদিন আহত হয়নি।’

পাশাপাশি মন্ত্রীর আরও দাবি রাত দুপুরে কেন, দিনের আলোতে কেন এল না এনআইএ! এর পিছনে রাজনৈতিক কারণ রয়েছে বলে বাড়ির মহিলারা বুঝতে পারছে বলেই মন্ত্রীর দাবি। যদিও কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের গাড়ি ভাঙচুর কারা করলো সেই প্রশ্নে একটু থমকে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘ আমরা তো বলছি তদন্ত হোক। যাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছিল তারা আসেনি। ওইদিন মহিলাদের ক্ষোভ ছিল। এগুলোও দেখতে হবে। ২০২২ সালের ঘটনার প্রেক্ষিতে আপনি ২০২৪ সালে ভোটের মধ্যে আসছেন। জনসাধারণ এত বোকা নয় তারাও বুঝতে পারছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮ই এপ্রিল ২৫শে চৈত্র, সোমবার। অমাবস্যা তিথি, জন্মে মীন রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : অর্থ বিষয়ক শুভ। ভাবনা নেই, অর্থ বিষয়ক দুঃশ্চিন্তা মুক্তি। পরিবারে খুশীর বাতাবরন। বিদ্যার্থীদের জন্যে শুভ। যারা কর্মপ্রার্থী আবেদন করেন-নৈরাশ্য হতাশায় পড়েছেন-উঠুন আবার সুসময় এসেছে, ইদ্যোগে নিলেই সফলতা প্রাপ্তি। শিবলিঙ্গে মধু সহ ঘৃত প্রদানে শুভ।

বৃষ রাশি : শান্তির বাতাবরনে ছোট ভ্রমণ সম্ভব। প্রেমিকযুগল কোন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, আজ। যারা বেতনভুক কর্মে অশান্তির কালো মেঘ দেখেছিলেন, আজ নতুন করে সম্মানপ্রাপ্তি। বিদ্যার্থী ও গৃহবধুদের মনোবাঞ্ছা পুরনের দিন। মন্ত্রঃ শ্রীনারায়ণ মন্ত্র।

মিথুন রাশি : সুসংবাদ প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর দ্বারা, প্রতিবেশীর সহায়তাতে সমস্যা মুক্তি। আইনি জটিলতা কাটছে। বিরুদ্ধ পত্র ঈর্ষান্বিত হয়েও কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বিক্রয় প্রতিনিধি, সাংবাদিক, লেখকদের সম্মানপ্রাপ্তি অর্থপ্রাথি। মন্ত্রঃ দেবদেব রুদ্র শিব ভগবান।

কর্কট রাশি : সাময়িক বিতর্ক বিবাদ, শুরু হবে। যাকে কেন্দ্র করে হঠাৎ তর্ক, তাকে তো এতদিন বান্ধব বলে মেনেনিয়েলেন। প্রেমে আঘাত। আপনার ঐ খুত ধরতে গিয়েই মতো বিপত্তি-দাম্পত্য, পরিবারে। তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র। কষ্ট তো লাঘব হবে। ধৈর্য্য ধরা শুভ। দেবী কাত্যয়নী।

সিংহ রাশি : ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। কোনও ধর্মস্থানে পূজাকরানোর ইচ্ছা পূর্ণ হবে। আপনার পরিবারে যে প্রভাবশালী মানুষটি আছেন, আজ তার কোনও সহযোগিতা আপনার স্বপ্নপূরণে-কিছুটা এগিয়ে দেবে। মাছ-মাংস হোটেল রেস্তোরা-ইনস্টিউটশন ব্যবসায়ীদের আর্থিক সফলতা প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ আখের রস শিবলিঙ্গ প্রদানে সুখবৃদ্ধি।

কন্যা রাশি : গবেষক অধ্যাপক, শিক্ষকদের শুভদিন, সম্মানপ্রাপ্তি, পরিবারে আনন্দবৃদ্ধি। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা যারা কৃষিজমি বিষয়ে কর্মে যুক্ত, দোকানদার, বিশেষত যারা সব্জী বা ফলের দোকান করছেন তাদের জন্যে। কথা কম বলা ভাল, শত্রু সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি আদ্যামা।

তুলা রাশি : উৎকণ্ঠা দূর হবে। মানষিক শক্তি বৃদ্ধি হবে, যাকে অবহেলা করেছিলেন, তিনি কোন সহযোগ করে, আপনার আটকে থাকা কাজটি এগিয়ে নিয়ে যাবেন। বিদ্যার্থীদের শুভ। কোন প্রতিবেশী স্বজন বান্ধবের নিমন্ত্রণ আসবে। ধৈর্য্য ধরলে, বিতর্কিত কথা না বললে-অনেক শুভ হবে। মন্ত্রঃ শ্রী গণেশ ভগবান স্ত্রোত্র পাঠ।

বৃশ্চিক রাশি : ভ্রমণের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি ইন্সুরেন্স ব্যাংক থেকে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। গৃহনারী যা সহধর্মিনির দেওয়া বুদ্ধিতে জটিলতা কাটবে। দাম্পত্য সুখে যিনি কাঁটা আজ তাকে বুঝতে পারবেন। আপনি ভাই ভরতের মতোন, অনেক কিছুই ঘটবে-আপনি জানতে পারবেন না। প্রেমে সতর্কতা। মন্ত্রঃ শনিমন্ত্র / শিবমন্ত্র শুভ।

ধনু রাশি : স্ত্রীর সহযোগিতায় প্রতিযোগিতায় সেরা হওয়া যাবে। উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া সম্মানটি আজ প্রাপ্ত হবে। যারা কাজ খুজছেন-তাদের কোন সুখবর প্রাপ্তি। প্রতিবেশী যাকে কাজটি করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি করবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। মন্ত্রঃ জয় তারা।

মকর রাশি : বিদ্যার্থী, শিক্ষার্থী, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যারা বসেছেন, আজ কোন আনন্দ সংবাদ প্রাপ্তি। শুধু সতর্কতা প্রতিবেশীর রূঢ় আচরণ থেকে আজ বুদ্ধির দ্বারা-আপনাকে জয়ী হতে হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরন। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য ক্রয়ে আনন্দবৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কার্য রয়েছেন-তারা বিশেষ সম্মানের অধিকারী হবেন। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : অর্থনৈতিক সমস্যা বৃদ্ধি হবে। অর্থ ব্যায়ের কারনে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যাকে আপন ভেবে গুপ্ত কথা বলেছিলেন-তিনি হয়তো সেই কথা দ্বারা আপনাকে বিপদে ফেলতে পারেন। স্বজনের কোন আত্মিয় দ্বারা বৃথা তর্ক। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য্য ধরা শুভ। মন্ত্রঃ প্রতিদিন ঘৃত ও মধু ও শ্বেতচন্দন শিবপূজা।

মীন রাশি : সম্মান প্রাপ্তি। অর্থ প্রাপ্তি। সমস্যা সমাধান। পরিবারে শান্তির বার্তা। বান্ধব সহ ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। নেশা দ্রব্য থেকে সতর্কতা। কোনও হারিয়ে যাওয়া বান্ধব, পুনরায় মিল। মাতৃ আজ্ঞা পালনে শুভ। মন্ত্রঃ মহাশক্তী মন্ত্র পাঠ।

(আজ অমাবস্যা তিথি, পূর্নগ্রাস সূর্য গ্রহণ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

অভিযোগ প্রমাণ করে দেখানোর দায়িত্ব তৃণমূলের, জানালেন জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: জিতেন্দ্র তিওয়ারির বিরুদ্ধে যে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ এবার তার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে দেখা গেল জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে। জিতেন্দ্র তিওয়ারি জানান, ‘এর আগেও অনেক অভিযোগ ওঁরা এনেছেন। যাঁরা অভিযোগ এনেছেন আমাদের আইন মোতাবেক প্রমাণ করার দায়িত্ব তাঁদের। খাম বলতে তৃণমূল কংগ্রেস পয়সার কথা ভাবে। তাঁরা কোন খামের কথা বলছে জানি না। টাকা পয়সার লেনদেন, এই সমস্ত কাজে তাঁরাই অভ্যস্ত। ওরা এই সমস্ত কাজেই ব্যস্ত থাকে। যাঁরা অভিযোগ আনছে আমাদের দেশের আইন মোতাবেক সেই অভিযোগ প্রমাণ করার দায়িত্ব তাঁদের।’ এদিকে রবিবারের সাংবাদিক বৈঠকে একটি রেজিস্ট্রার সামনে রেখে সেখানে লেখা ঠিকানা পড়ে শোনান কুণাল ঘোষ, তা জিতেন্দ্র তিওয়ারির মেয়ের বাড়ির ঠিকানা বলেও দাবি করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, ‘আমি আমার নাম কোথাও লিখেছি তা প্রমাণ করে দেখাক। তৃণমূল কংগ্রেস কোনওদিন বলবে বিজেপির লোকরা ভালো? রোজ একটা করে অভিযোগ আনলে আমার পক্ষে তো তা সত্যি কি মিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভব নয়!’ অর্থাৎ জিতেন্দ্রর এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে কুণাল ঘোষ তথা তৃণমূলের তোলা যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, জিতেন্দ্র তিওয়ারি ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে যোগদান করেছিলেন বিজেপিতে। আসানসোলের প্রাক্তন মেয়রের বিজেপিতে যোগদান নিয়ে বিস্তর সরগরম হয়েছিল রাজ্য রাজনৈতিক মহল। এরপর গেরুয়া শিবিরের টিকিটে তিনি ভোটে লড়লেও শেষমেশ জয়ী হতে পারেননি। এদিকে এখনও পর্যন্ত আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে কাকে প্রার্থী করবে বিজেপি, তাও স্পষ্ট নয়। এর আগে ভোজপুরী গায়ক পবন সিংকে প্রার্থী করা হলেও তিনি শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে চাননি। এই প্রসঙ্গেই নাম উঠে আসছিল জিতেন্দ্র তিওয়ারির। কয়েকটি জায়গায় দেওয়াল লিখনের ছবিও সামনে আসে। যদিও উচ্চ নেতৃত্বের নজরে গোটা বিষয়টি আসায় তড়িঘড়ি তা মুছে দেওয়া হয়। এরই মধ্যে জিতেন্দ্র তিওয়ারির নামে নয়া অভিযোগ তুলল তৃণমূল। এবার লোকসভার প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে এই অভিযোগই অন্তরায় হয়ে ওঠে কি না সেটাই দেখার।

অগুনতি ভক্তের সমাবেশে বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হল ভাণ্ডারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষোড়শ অধ্যক্ষ স্বামী প্রয়াত স্বামী স্মরণানন্দের মহাসমাধি উপলক্ষ্যে রবিবার ৭ এপ্রিল বিশেষ পুজো ভজন ও স্মরণসভার আয়োজন করা হয় বেলুড় মঠে। রবিবার ভোর থেকে মঠে অবস্থিত ঠাকুরের মন্দিরে মঙ্গলারতি দিয়ে নিজস্ব চিরাচরিত প্রথায় অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। একইসঙ্গে বিশেষ পূজা এবং হোম অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এরপর অস্থায়ীভাবে নির্মিত সভামঞ্চত্মণ্ডপে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন হয়। যার মধ্যে বৈদিক মন্ত্রপাঠ, ভক্তিগীতি, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, পদাবলী কীর্তন বাউল গান সহ একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিকাল সাড়ে তিনটা থেকে প্রয়াত স্বামী স্মরণানন্দর স্মরণে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত মহারাজের স্মৃতিচারণা করেন অস্থায়ীভাবে নির্বাচিত মঠাধ্যক্ষ স্বামী গৌতমানন্দ সহ স্বামী সুহিতানন্দ, স্বামী ভজনানন্দ, আমি সুবীরানন্দ ও অন্যান্য মহারাজেরা। এরই মাঝে আগত ভক্ত এবং দর্শকদের জন্য হাতে হাতে ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। রবিবারের অনুষ্ঠান উপলক্ষে দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর মানুষ সকাল থেকেই সমবেত হয়েছে বেলুড়মঠে। প্রয়াত স্বামী স্মরণানন্দের সমাধিস্থলে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় পুষ্প সহযোগে শ্রদ্ধা জানান অগুনিত ভক্তেরা।

উল্লেখ্য, গত ২৬ মার্চ মঙ্গলবার রাত ৮ টা ১৪ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে বেলুড় মঠের ষোড়শ অধ্যক্ষ স্বামী শরণানন্দ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেলুড় মঠের নিজস্ব নিয়মমতো ১৩ দিনে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠাকে মঠের পরিভাষায় ভাণ্ডারা বলে উল্লেখ করা হয়। রবিবার সারাদিন ধরে চলে এই অনুষ্ঠান। সন্ধ্যায় মূল মন্দিরে সন্ধ্যারতি দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এই উপলক্ষ্যে রবিবার সারাদিন মঠ খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মঠ কর্তৃপক্ষ।

১২ লাখ উন্নত প্রজাতির আমের চারা চাষিদের দিতে উদ্যোগী রাজ্য

সুবীর মুখোপাধ্যায়

চলতি মরসুমে রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন দপ্তর আটটি উন্নত প্রজাতির সুস্বাদু আমের চারা চাষিদের মধ্যে বিলি করবে। প্রায় ১২ লাখ এই আমের চারা বিলি করা হবে। আগামী জুন মাসে বর্ষার শুরুতে এই চারা বিলি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দপ্তরের তরফে সাধারণত ৬ প্রজাতির আমের চারা চাষিদের মধ্যে বিলি করা হয়ে থাকে। এগুলি হল ল্যাংড়া, হিমসাগর, আলফানসো, দোফলা, গোলাপখাস এবং কাটিমুন। দপ্তরের কর্তারা বলেন, এই সমস্ত গাছের চারা বিলি করা হলে আম চাষিদের মধ্যে বাড়তি একটা উৎসাহ জোগাবে। আর সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত।

গত মরসুমে আমের ভালো ফলন হওয়ায় চাষিদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছিল। এবার শেষ মুহূর্তে প্রকৃতি থাবা না বসালে আমের উৎপাদন ভালো হবে বলে আশা প্রকাশ করছেন কৃষি দপ্তরের কর্তারা। অধিক ফলনে চাষিদের দুশ্চিন্তা কাটতে একাধিক রপ্তানিকারক সংস্থার সঙ্গে কথাবার্তা বলে রেখেছেন দপ্তরের কর্তারা।

রাজ্যে ৪০০ প্রজাতির আমের উৎপাদন হয়ে থাকে। একাধিক প্রজাতির সুস্বাদু আম বিদেশে রপ্তানি হয়। এর মধ্যে কলকাতার বাজারে ১০টি প্রজাতির আম পাওয়া যায়। কৃষি বিশেষজ্ঞরা আশা প্রকাশ করছেন, এই বছরও একাধিক জেলায় ব্যাপক আমের ফলন হবে। এবং একাধিক দেশে রাজ্য থেকে আম রপ্তানি করা যাবে। গত তিন - চার বছরে মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলি, উত্তর চব্বিশ পরগনা ,বাঁকুড়া জেলায় সব থেকে বেশি আমের ফলন হয়েছিল। মল্লিকা এবং আম্রপালি হাইব্রিড প্রজাতির। এই প্রজাতির আম মানুষ কম পছন্দ করে থাকে। রাজ্যে এই ধরনের আম চাষের জন্য বেশি জায়গার প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং আম্রপালী, মল্লিকার মতো গাছের আমের ফলন আসতে ৪ বছর সময় লেগে যায়। কিন্তু অন্য প্রজাতির আমের ফলন হতে কম সময় লাগে। আর তাই আম চাষিদের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নিতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার

ভারতীয় ফুটবলার সৈয়দ আব্দুল রহিমের অনবদ্য জীবনকাহিনির উপর তৈরি হচ্ছে ‘ময়দান’, তারই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডিরেক্টর বনি কাপুর, অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ ও অমিত শর্মা। ছবি- অদিতি সাহা

হিন্দিভাষীদের হাতেই আসানসোল কেন্দ্রের জয়ের চাবিকাঠি

প্রথম পাতার পর...

অন্যদিকে তৃণমূলের প্রার্থী মলয় ঘটক পেয়েছিলেন ৩ লক্ষ ৬২ হাজার ২০৫ ভোট। বিজেপির পক্ষে ভোট পড়ে ৪৮.৬৯ শতাংশ আর তৃণমূলের পক্ষে ৪০.৫৩ শতাংশ। বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন সূর্য রায়। মাত্র ৪৯ হাজার ৬৪৬ ভোট পান। বংশগোপাল জয়ী হন ৭২,৯৫৬ ভোটে। এরপরই ২০১৪-তে এই আসানসোলে বিজেপির উত্থান হয় রকেট গতিতে। বিজেপির ভোট বৃদ্ধি হয় ৩৬ শতাংশ। তারই জেরে জয়ী হন বিজেপি প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়। তিনি ভোট পেয়েছিলেন ৪ লক্ষ ১৯ হাজার ৯৮৩। শতাংশের নিরিণে যন্ত্রা ৩৬.৭৫। সেণানে তৃণমূলের প্রার্থী দোলা সেন পান ৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫০৩টি ভোট। প্রাপ্ত ভোটের হার ৩০.৫৮ শতাংশ। অন্যদিকে দেওয়ালে পিঠ ঠেকতে থাকে বামেদের। সিপিআই(এম) প্রার্থী বংশগোপাল চৌধুরী পান ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮২৯। প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার ২২.৩৯ শতাংশ। এরপর ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে ফের বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন বাবুল। পান ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৭৮ ভোট। তৃণমূল প্রার্থী রুপোলি পর্দার নায়িকা মুনমুন সেন পান ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭৪১ ভোট। এদিকে সিপিএমের গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে পড়ে ৮৭, ৬০৮ ভোট। শতাংশর বিচারে বাবুল পান ৫১.১৬ আর মুনমুন পান ৩৫.১৯ শতাংশ ভোট। একদা বামদুর্গ বলে পরিচিত আসানসোলে অস্তিত্বের সংকটে পড়ে সিপিএম। তাদের ঝুলিতে আসে মাত্র ৭.০৮ শতাংশ ভোট। এরপর যেন বদলাতে থাকে আসানসোলের রাজনৈতিক চেহারা। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটেও বিজেপি তার কাঙ্খিত জয় পায়নি। শুধুমাত্র আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে অগ্নিমিত্রা পল এবং কুলটি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির হয়ে ডাক্তার অজয় পোদ্দার জয় পান। বাকি পাঁচটি আসন ধরে রাখে তৃণমূল। ২০১৪ এবং ২০১৯ এর লোকসভা ভোটের নিরিখে যদি ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রে আলাদা করে পরিসংখ্যান নেওয়া যায় তাহলে ৭ টি বিধানসভা কেন্দ্রতেই এগিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়। কিন্তু ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে তা প্রতিফলিত হয়নি।

এদিকে, ২০২১ সালে বাবুল সুপ্রিয় সাংসদ পদে ইস্তফা দেওয়ায় উপনির্বাচন হয়। ২০২২-এর উপনির্বাচনে তৃণমূলের তরফে প্রার্থী করা হয় শত্রুঘ্ন সিন্‌হাকে। বাংলায় ‘বিহারি বাবুর’ জনপ্রিয়তা কোন উচ্চতায় তা মালুম হয় এই নির্বাচনেই। ২০১৪ থেকে যেখানে দাপট দেখাচ্ছিল বিজেপি, সেখানেই তৃণমূলের হয় স্যাফ্রন ব্রিগেডকে চুরমার করে দেন শত্রুঘ্ন। তাঁর পকেটে আসে ৬ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩৫৮ ভোট। ভোটের হার ছিল ৫৬.৬২ শতাংশ। ভোটে পরাজিত হন বিজেপির প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল। তিনি পান ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ১৪৯টি ভোট। শতাংশের নিরিখে ৩০.৪৬ শতাংশ। অন্যদিকে সিপিআইএমের হয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন পার্থ মুখোপাধ্যায়। তিনি পান ৯০ হাজার ৪১২ ভোট। এদিকে ২০২৪-এর নির্বাচন নিঃসন্দেহে প্রেস্টিজ ফাইট বিজেপির কাছে। কারণ, উপনির্বাচনের ফল বলছে, ৩ লক্ষ ভোটে হারের অর্থ বিজেপির এই কেন্দ্রে ৫ লক্ষ ভোটে পিছিয়ে যাওয়া। বাবুল দলবদলের পর এমন ঘটনা মোটেই কাক্ষিত নয় পদ্ম শিবিরের কাছে। তবে প্রার্থী চয়নেই যেখানে এত সমস্যা সেখানে বিজেপির জয় পাওয়া যে মোটেই সহজ নয়, তা বলাই বাহুল্য। তবে বঙ্গ বিজেপির দাবি, প্রার্থী যে-ই হোক না কেন, এটা মোদির ভোট। তাই অ্যাডভান্টেজ বিজেপির। এদিকে হারানো ভোটব্যাংক ফিরে পেতে মরিয়া বামেরাও। সেই কারণেই সংখ্যালঘু মুখকে প্রার্থী করেছে তাঁরা। আর সিপিএম যদি হারানো ভোটার ফেরাতে পারে তবে ভোট কমতে পারে তৃণমূলের। সেখানে এবারও বিহারি বাবুর ক্যারিশ্মা কাজ করে কি না সেটাই দেখার।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৮ এপ্রিল ২০২৪ ২৫ চৈত্র ১৪৩০ সোমবার

স্বামীর মৃত্যুতে সুবিধা পাবেন স্ত্রীয়ের সঙ্গে মাও, নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল ব্রজদুলাল মণ্ডলের। এরপর সরকারি নিয়ম অনুসারে তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণা পাত্র মণ্ডল সেই চাকরি পান। শাশুড়িকে দেখভালের শর্তও মেনে নেন। চাকরির পাশাপাশি নিচ্ছিলেন স্বামীর পেনশনও। এদিকে চাকরি পেয়েই ওই মহিলা চলে যান বাপের বাড়ি এবং দ্বিতীয় বিয়েও করেন। আর্থিক সাহায্যের রাস্তাও বন্ধ হয়ে যায়। এরপরই বউমার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুলে আদালতের দরজায় কড়া নাড়েন প্রবীণা। আর সেই মামলার প্রেক্ষিতেই এবার উল্লেখযোগ্য নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মামলাটির প্রেক্ষিতে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা নির্দেশ দেন, স্বামীর মৃত্যু মানেই সমস্ত অধিকার বা সুবিধা কেবলমাত্র স্ত্রী পেতে পারেন না, তাতে প্রাপ্য রয়েছে মায়েরও।

প্রসঙ্গত, পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলায় একটি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন বজ্রদুলাল মণ্ডল। ২০১৪ সালে কর্মরত অবস্থাতে বজ্রাঘাতে মারা যান। এরপর তাঁর স্ত্রী সরকারি নিয়মানুসারে গ্রুপ-সি কর্মীর চাকরি পান। সেই সময় তিনি মেনে নিয়েছিলেন যে শাশুড়ি মাকে তিনি আর্থিকভাবে দেখাশোনা

করবেন। তবে বাস্তবে তা হয়নি। ব্রজদুলালের মায়ের অভিযোগ, চাকরি পাওয়ার পরেই শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়িতে চলে যান বউমা। সেখানে গিয়ে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। এরপর শাশুড়ির সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন তিনি। চাকরির পাশাপাশি স্বামীর মৃত্যুর পর পেনশনও পাচ্ছিলেন তিনি। ওই প্রবীণার আইনজীবী এই পুরো বিষয়টি বেআইনি বলে আদালতকে জানায়।

এরই প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা স্পষ্ট জানিয়েছেন, স্বামীর মৃত্যুর পর চাকরি এবং পেনশন দুই ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র স্ত্রীর অধিকার থাকতে পারে না। মায়েরও প্রাপ্য রয়েছে। মৃত ব্যক্তির মাকেই প্রাপ্য পেনশন দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি। এরই পাশপাশি ২০১৫ সালের পুরনো নির্দেশ বদল করে পেনশন ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের অধিকর্তা এবং গ্রুপ ইনস্যুরেন্স সংস্থাকে ওই প্রয়াত শিক্ষকের মাকে পেনশন দেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত। সঙ্গে আদালতের তরফ থেকে এ নির্দেশও দেওয়া হয়, যাবতীয় নির্দেশ আগামী ছয় সপ্তাহের মধ্যে কার্যকর করতে হবে। এই নির্দেশের ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তিতে ওই প্রবীণা।

কর্মীদের গায়ে হাত পড়লে ছেড়ে কথা বলব না, হুঁশিয়ারি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দলীয় কর্মীদের গায়ে হাত পড়লে তিনি ছেড়ে কথা বলবেন না। ব্যারাকপুরে আক্রান্ত দলীয় কর্মীর পাশে দাঁড়িয়ে রবিবার এমনই হুঙ্কার দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, শনিবার রাতে ব্যারাকপুর পুররসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ধনিয়াপাড়ায় ৭৬ বছর বয়সি বিজেপি কর্মী কিরণ শঙ্কর দে'কে মারধোর করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর কেকা মুখার্জির স্বামী সুব্রত মুখার্জির বিরুদ্ধে। আক্রান্ত বিজেপি কর্মী কিরণ শঙ্কর দে জানান, ওইদিন রাতে তিনি বাড়ির সামনে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করছিলেন। সেই সময় স্থানীয় কাউন্সিলরের স্বামী সুব্রত মুখার্জি এসে তাঁকে মারধর করে। প্রবীণ বিজেপি কর্মীর অভিযোগ, বিজেপি

করার অপরাধে তাঁকে মারধর করা হয়েছে। তিনি টিটাগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও তৃণমূল কাউন্সিলারের স্বামী সুব্রত মুখার্জির দাবি, মারধরের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও বচসা হয়েছে মাত্র। অথচ উনি তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছেন। এদিকে রবিবার বেলায় আক্রান্ত বিজেপি কর্মীকে দেখতে আসেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, পার্থ ভৌমিককে বলছি মারধর করে ভয় দেখানোর খেলা বন্ধ করা হোক। নতুবা সম্পূর্ণ দায় কিন্তু আপনার ওপর বর্তাবে। বিজেপি প্রার্থীর হুঁশিয়ারি, কর্মীদের গায়ে হাত পড়লে তিনি ছেড়ে কথা বলবেন না। তাঁর কথায়, মানুষকে ভয় দেখানোর খেলা খেলছে তৃণমূল। যাতে ভোটের সময় মানুষজন বাইরে না বেরোয়। তাঁর দাবি, তৃণমূলের পায়ের তলা মাটি পুরো ধসে গিয়েছে। তাই ওরা দলীয় কর্মীদের ধমকাচ্ছে, চমকাচ্ছে। আর রাতের অন্ধকারে ওরা ফ্লেক, ব্যানার ছিঁড়ে দিচ্ছে।

ঝড়ে উড়ল শ্যামনগর কাউগাছিতে সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ের টিনের চাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সাময়িক ঝড়ের দাপটে লন্ডভন্ড রাজ্যের একাধিক জেলা। কয়েক সেকেন্ডের তাণ্ডবে কোথাও উপড়ে গিয়েছে গাছপালা কিংবা বিদ্যুতের খুঁটি। কোথাও উড়ে গিয়েছে বাড়ির চাল। তবে নির্বাচনের মুখে রবিবার সকালের সাময়িক ঝড়ের দাপটে উড়ে গেল জগদ্দল বিধানসভার শ্যামনগর ফিডার রোডের ধারে দোল মাঠের কাছে কাউগাছি ১/৩ শাখা অফিসের টিনের চাল। তীব্র বেগে ধেয়ে আসা এই সিপিএমের দলীয় কার্যালয়টি সম্পূর্ণ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই কার্যালয়ের ভেতরে আসবাবপত্র, টিভি-সহ সিলিং ফ্যান ও মনীষীদের ছবি ঝড় বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে নির্বাচনের মুখে কার্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় মাথায় হাত দলীয় কর্মীদের। সিপিএমের কাউগাছি ১/৩ শাখা সম্পাদক সুকান্ত দাস বলেন, কয়েক সেকেন্ডের প্রবল ঝড়ে পার্টি অফিসের টিনের ছাউনি উড়ে গেছে। তাছাড়া অফিসের বৈদ্যুতিক সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আসবাবপত্র-সহ অফিসে থাকা অনেক জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভোটের মুখে অফিসটি, সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তারা এখন বেকায়দায় পড়েছেন। সুকান্ত বাবু জানান, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তারা দলের যাবতীয় কাজকর্ম করে থাকেন। গত বছর তারা এই অফিসটিকে মেরামতি করেছিলেন। কিন্তু ঝড়ে ফের ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই কার্যালয়। তিনি বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত কার্যালয়ের বিষয়ে দলীয় প্রার্থীকে জানানো হয়েছে।

পোষ্যকে মেরে ঘরের তালা ভেঙে লুট নিউ আলিপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউ আলিপুর: ফাঁকা বাড়ি রাখার সুযোগ নিয়ে পোষ্যকে মেরে ঘরের তালা ভেঙে লুট করল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাস্থল নিউ আলিপুর এলাকার সাহাপুর। বাড়ির মালিক রোহন কুণ্ডু সকালে গিয়েছিলেন বাইরে। ঘরে থাকার মধ্যে ছিল শুধু পোষ্য কুকুরটি। কিন্তু এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে তা কল্পনাতেও আনতে পারেনি তিনি।

সূত্রে খবর, বাড়ির মালিক শনিবার সকালে এসে দেখেন বারান্দায় থাকা পোষ্য কুকুরটি মরে পড়ে রয়েছে রাস্তায়। তখনই সন্দেহ দানা বাধে। এরপরই বাড়িতে গিয়ে দেখেন মেইন দরজার তালা ভাঙা। ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র সব ছড়িয়ে আছে। খোলা অবস্থায় রয়েছে আলমারি। ফোন থেকে শুরু করে সব টাকা পয়সা নিয়ে চলে গিয়েছে। এরপরই এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করেন নিউ আলিপুর থানায়।

এই ঘটনায় বাড়ির মালিক রোহন কুণ্ডু জানান, তিনি ও তাঁর মা এখানে থাকেন। তবে সকালবেলা বাবা এসে দেখেন বাড়ি ঘরের তালা ভাঙা।

জিনিসপত্র কিছুই নেই। সোনার জিনিস, টাকা পয়সা কিছুই নেই। একটি পোষ্য কুকুর বারান্দায় ঘুমোয় তাকেও মেরে ফেলেছে। এক সপ্তাহে চারবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। রোহনের কথায় শিলমোহর দেন এলাকার বাসিন্দারাও। তাঁরাও জানান, এর আগেও একাধিকবার এই পাড়ায় চুরির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু পুলিশের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না।

প্রচার নামা...

১. বউবাজারে প্রচারে কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ ভট্টাচার্য।

২. নাকতলায় জনসংযোগে বাম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য।

রবিবাসরীয় সকালে পার্কস্ট্রিটে কাজল, সারলেন শ্যুটিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার বিকেল ৩টেয় মা তনুজা ও ছেলেকে যুগকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়েছিলেন অভিনেত্রী কাজল। আর রবিবার মেঘলা দিনে পার্কস্ট্রিট পৌঁছে গেলেন অজয় দেবগণ ঘরনী ও অভিনেত্রী কাজল। রবিবার ভোর থেকেই আকাশ মেঘলা। এই বৃষ্টিভেজা দিনে সকাল সকাল পার্কস্ট্রিটে দেখা মিলল অভিনেত্রী কাজলের।

প্রসঙ্গেত, গত কয়েকদিন ধরে আউশগ্রাম, শান্তিনিকেতনে 'মা' ছবির শুটিং সেরে কলকাতায় পা রেখেই দক্ষিণেশ্বরে ছুটে ছিলেন অভিনেত্রী। পরিচালক বিশাল ফুরিয়ার নির্দেশনায় শট দিতে দেখা গেল কাজলকে। পরনে গোলাপি জাম্পস্যুট। চোখে সানগ্লাস। পার্কস্ট্রিটের একটি ক্যাফেতেও করলেন শ্যুটিং।

কাজলের সঙ্গে এদিন ছিলেন বাঙালি আরও এক অভিনেতা ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত। সম্প্রতি তাকে ডিজনি হটস্টারের 'আর্য' সিরিজে সূর্যের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখেছি। ইন্দ্রনীল ছাড়াও এই ছবিতে

কাজলের সঙ্গে দেখা যাবে রণিত রায়কে। শ্যুটিং পর্ব প্রায় শেষ। জানা যাচ্ছে, ৮ এপ্রিল মুম্বই ফিরে যাবেন অভিনেত্রী।

বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে লাগানো ফ্লেক্স ব্লেড দিয়ে কেটে দেওয়ার অভিযোগ জগদ্দলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে লাগানো ফ্লেক্স ব্লেড দিয়ে কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। জগদ্দল থানার ভাটপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের গোলঘর রবীন্দ্রপল্লি এলাকার ঘটনা।

অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে লাগানো ফ্লেক্সগুলো রাতের অন্ধকারে কে বা কারা ব্লেড দিয়ে কেটে দিয়েছে। রবিবার সকালে বিষয়টি নজরে আসে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। বিজেপি কর্মী রাজু শ্রীবাস্তবের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে নেশাখোড়রা এসব কাজ করেছে। পাঁচ-ছয়টি ফ্লেক্স ব্লেড দিয়ে কাটা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন ও জগদ্দল থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে।

রাজু বাবুর দাবি, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নিক।

তৃণমূল ছাত্র নেতা যোগ দিলেন বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূলের ভাঙন অব্যাহত। ব্যারাকপুরে তৃণমূল-সহ বিভিন্ন দল থেকে কর্মীরা প্রতিদিন বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। রবিবার পদযাত্রা কাঁচড়াপাড়ার মিলন নগরে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় তৃণমূল ছাত্র নেতা বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী-সহ মোট ২৮ জন বিজেপিতে যোগ দিলেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং ও ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি। এদিন ব্যারাকপুর সেন্ট্রাল রোডের আনন্দপুরীতে একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে আয়োজিত সভায় বিভিন্ন দল থেকে শতাধিক কর্মী বিজেপিতে যোগ দিলেন। বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি।

সৌগত রায়ের গাড়িতে বড় দুর্ঘটনা, অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সৌগত রায়ের গাড়িতে বড় দুর্ঘটনা ঘটায় রবিবার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পানিহাটিতে সৌগত রায়ের গাড়ি দুর্ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে খড়দা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। শনিবার সন্ধ্যায় পানিহাটি এইচবি টাউন মোড়ে প্রচার সেরে ফেরার সময় দমদম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সৌগত রায়ের গাড়ির পেছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি ম্যাটাডোর ভ্যান। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খড়দা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থল থেকে ম্যাটাডোর ভ্যান সহ চালক ও খালাসিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রার্থী সৌগত রায়ের গাড়িতে ম্যাটাডোর

ভ্যানের ধাক্কার ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে খড়দা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষ থেকে। গোটা ঘটনায় তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ করছে খড়দা থানার পুলিশ।

ধর্মতলায় শপিং মলে বাজ পড়ে ভাঙল পিলার, দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা কলকাতাবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এক বহুতল শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্সের বিল্ডিংয়ে বাজ পড়ে বড়সড় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল খাস কলকাতায়। রবিবার বেলা ১ টা নাগাদ আচমকা বীভৎস শধে বাজ পড়ে। এই তীব্র শধে কেঁপে ওঠে ধর্মতলা চত্বর। শধ পৌঁছে যায় চাঁদনি চক পর্যন্তও। কিন্তু তখনই বোঝা যায়নি, কত বড় বিপদ হতে পারত কলকাতা শহরের এই প্রাণকেন্দ্রে। ধর্মতলার একটি মলের পাশ থেকে পিলার ভেঙে পাথর ছিটকে আসে রাস্তায়। মলের কর্মীরাও ভয় পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। বাজ পড়ার ঘটনায় পথচলতি মানুষজন দৌড়ে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেন। তখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। তবে এদিনের এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয় পড়েন পথচারীরা। নিমেষে কলকাতার ব্যস্ত রাস্তা শুনশান হয়ে যায়।

এদিকে এদিনের এই ঘটনায় স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, বাজ পড়ে বহুতলের পিলার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং তার থেকে পাথর ছিটকে গিয়ে পড়ার ঘটনায় অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন পথচারীরা। রবিবার, ছুটির দিন হওয়ায় খুব বেশি মানুষজন সেখানে ছিলেন না। তাই বড়সড় ক্ষতি হয়নি। অন্যদিন হলে কলকাতার এই ব্যস্ততম চত্বরে বড় বিপদ হতো বলেই ধারনা স্থানীয়দের।

এদিকে সূত্রে খবর, এদিনের ওই বজ্রপাতে মলের পিলারের অংশ ভেঙে প্রায় ১০০ মিটার দূরে ছিটকে পড়ে। বজ্রপাতের ফলে দেওয়ালে ফাটল ধরেছে বলে খবর। ক্ষতি হয়েছে পিলারের। মলের উপরে সিমেন্টের গার্ড দেওয়া যে পিলার ছিল, সেটাও ভেঙে পড়েছে। ওই পিলার মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে বলে খবর।

কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই, জানালেন শাহজাহান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একেবারে ১৮০ ডিগ্রি অবস্থান বদল শেখ শাহজাহানের। সন্দেশখালির ঘটনায় সেখানকার স্বঘোষিত 'বাঘ' শেখ শাহজাহান দাবি করেছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে। এরই সূত্রে সামনে আনেন বিজেপি-র কথা। ঠিক একদিনের ব্যবধানেই ইউটার্ন তাঁর। জানিয়ে দিলেন তাঁর কোনও অভিযোগ নেই। প্রসঙ্গত, রবিবার শাহজাহানকে নিয়ে মেডিক্যাল পরীক্ষা করাতে যাচ্ছিলেন ইডি আধিকারিকরা। সেই সময় তাঁকে প্রশ্ন করা হয় বিজেপি-র কে বা কারা তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন তা নিয়েই। নামও জিজ্ঞাসা করা হয় তাঁকে। কিন্তু সন্দেশখালির বাঘ কারোর নাম বলা তো দূর, উল্টে বলে দিলেন, কোনও অভিযোগই নেই। একদিনের ব্যবধানে এই পাল্টি খাওয়ার কারণ নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারনা, দল যে দূরত্ব তৈরি করেছে শাহজাহানের সঙ্গে সেই বার্তা

হয়তো পৌঁছে গিয়েছে তাঁর কাছে। আগেই তৃণমূল শাহজাহানকে ছ'বছরের জন্য সাসপেন্ড করেছিল। শুধু তাই নয়, শিবু-উত্তম-শাহজাহানরা সন্দেশখালিতে না থাকার কারণে ইতিমধ্যেই দলের রাশ তাঁদের বিরোধীদের হাতেও চলে যাচ্ছে। এদিকে ২০২০ সালের ১৪ অগস্ট থেকে নিখোঁজ ছিলেন ভোলা ঘোষ। কানাঘুষো শোনা গিয়েছিল, শাহজাহানদের 'অত্যাচারেই' ঘরছাড়া হতে হয় তাঁকে। সেই ভোলাই আবার ফিরেছেন দলে। শনিবার রাজবাড়ির সভায় দলীয় পতাকা হাতে তুলে নিয়ে ফিরেছেন তৃণমূলে। একই সঙ্গে ভোটপ্রচারের মঞ্চ থেকে রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসুও সেদিন যে বার্তা দিয়েছেন তাতে শাহজাহান-শিবু এখন অতীত। এমনকী বসিরহাটের তৃণমূল প্রার্থী হাজি নরুলও বলে দিয়েছেন শাহজাহান চ্যাপ্টার ক্লোজড। এই সবে মিলেই বিশ্লেষকদের মত যে, সন্দেশখালিতে হয়তো দাপট শেষ হতে চলেছে শাহজাহানের। আর তা বুঝতে পেরেই সেফ সাইডে যতটুকু থাকা যায় সেই চেষ্টাই চালাচ্ছে শেখ শাহজাহান।

ঠাকুর বিসর্জন দিতে গিয়ে পড়ে মৃত্যু ২ জনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঠাকুর বিসর্জন দিতে যাওয়া কাল হল পুরুলিয়ার দুই যুবকের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে দমদমের নাথেরবাগানে। ঠাকুর বিসর্জন দিতে গিয়ে ঘাটে পা পিছলে পড়ে মৃত্যু হল দুই বন্ধুর। মৃতদের নাম সৌম্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশাল বিশ্বাস। সৌম্যজিৎ ও বিশাল দু'জনেই পুরুলিয়ার বাসিন্দা, কিন্তু কাজের সূত্রে তারা কলকাতা নিবাসী। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, তার তদন্ত নেমেছে পুলিশ।

ঘটনাটি ঘটেছে, শনিবার রাত ৩টে নাগাদ। দমদমের এক বন্ধুর বাড়িতে শিবপুজোর নিমন্ত্রণে গিয়েছিল সৌমজিৎ ও বিশাল। রাতেই ছিল বিসর্জন পর্ব। নাথেরবাগান ঘাটে রাতে বিসর্জন দিতে গিয়েছিলেন বিশাল, সৌম্যজিৎরা। বিসর্জনের পর দুই বন্ধু ঘাটের ধারে বসেছিলেন। কিন্তু আচমকাই পা পিছলে গঙ্গায় তলিয়ে যেতে থাকেন সৌম্যজিৎ। বন্ধু বিশাল তাঁকে বাঁচানোর জন্য গঙ্গায় নামেন। কিন্তু উদ্ধারের বদলে তলিয়ে যান দু'জনেই। পরে তাঁদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গিয়েছে, দু'জনেরই বয়স ২৫'র কাছাকাছি, পুরুলিয়ার বাসিন্দা হলেও তারা কলকাতায় থাকতেন। পুলিশ সূত্রে খবর, দেহ ময়নাতদন্তের পর পাঠানো হবে পুরুলিয়ায়।

সম্পাদকীয়

বাম শাসন কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন শেখালেও কর্তব্যের পাঠ শেখাতে পারেনি

তরজা বাংলার প্রাচীন লোকসঙ্গীত বিশেষ। আজ আর তরজা গানের আসর বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু একদা গ্রামাঞ্চলে দুই কবি দলের মধ্যে তৎক্ষণাৎ গান রচনা করে উত্তর-প্রত্যুত্তরের লড়াই হত, যা তরজা গান নামে পরিচিত। এন্টনী ফিরিঙ্গী চলচ্চিত্রে তরজা গানের আসরের নিদর্শন আছে। বেতারে তরজা গানের আসর এখনও প্রচারিত হয়। পৌরাণিক বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও কবিত্বশক্তি থাকলে তবেই তরজা গানে অংশগ্রহণ করা যায়। বর্তমানে টিভি চ্যানেলে ও সভা মঞ্চে যে 'কুতর্ক' চলে, তার সঙ্গে তরজার কোনও তুলনাই হয় না। প্রসঙ্গত, অমর্ত্য সেন তাঁর তর্কপ্রিয় ভারতীয় বইতে লিখেছেন, কী ভাবে সেই প্রাচীনকাল থেকে মূলধারাকে প্রশ্ন করতে করতে এ দেশের সমাজ এগিয়েছে। সুতরাং, সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের ডিএ বিষয়ে যদি শালীনতা বজায় রেখে পক্ষে ও বিপক্ষে প্রশ্ন ওঠে, তা কেন কুতর্ক হবে? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তথ্য ও তত্ত্ব সহযোগে বিতর্ক থেকেই সমস্যার সমাধান তৈরি হতে পারে। যথার্থই প্রশ্ন করা যায়, কোন যুক্তিতে সরকারি কর্মীরা দেশের আটানব্বই ভাগ কর্মীর চেয়ে আলাদা হবেন, কেন তাঁদের কাজের পরিমাণ ও গুণগত মানের সঙ্গে বেতনের ন্যূনতম সম্পর্কটুকুও থাকবে না? এ দেশে কর্মদক্ষতার সঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধির যেমন কোনও সাযুজ্য নেই, অনুরূপ ভাবেই ছাত্রদের কৃতকার্যতা বা অকৃতকার্যতার সঙ্গে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনেরও পরিমাপ হয় না। এক বার সরকারি কোনও পেশায় প্রবেশ করতে পারলেই কেল্লা ফতে। তখন কাজের প্রতি দায়বদ্ধতার সঙ্গে কর্মীর সংযোগও থাকে না। দীর্ঘ দিন বাম শাসন কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন শেখালেও কর্তব্যের পাঠ শেখাতে পারেনি। দুর্ভাগ্যবশত বাম সংস্কৃতির সেই ধারা এখনও বহমান।

চুপ! রাজনীতি চলছে

তন্ময় কবিরাজ

লোকসভা ভোটের আগে রাজনীতিতে চমকের অভাব নেই। কেউ রাজ্যপালকে কুকথা বলছে, তো কেউ নির্বাচন কমিশনকে মেসো, আম্পায়ার, উদ্ধত বলে সম্বোধন করছে। আবোল তাবোলের ছড়াছড়ি। আইপিএলের দোসর হিসেবে তাই নাগরিক সমাজ মজা নিচ্ছে আর নিজেরাই অবাক হয়ে ভ্রান্তিবিলাসের সিক্যুয়েল তৈরি করছে। যে সব প্রার্থী আজ ভোটে লড়ছে তারাই ভোটে জিতলে সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করবে। অথচ ভোটের আগে তাঁদের বেশিরভাগকেই দেখা যাচ্ছে সংবিধানকে অমান্য করতে। অনন্ত হেগরের মত নেতা তো সংবিধান বদলের পক্ষেই মত দিয়েছেন। পরিস্থিতি এমন জায়গায় গেছে যে রাষ্ট্রপতিকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আর শাসক চেয়ারে বসে থাকে। মানুষের মন জয় করার কতো রকম আইডিয়া, কেউ সাধারণ মানুষের সঙ্গে মাঠের আলে বসছে, কেউ রিয়্যালিটি শোতে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, কেউ গরীবের বাড়িতে খাচ্ছে, কেউ তেলেভাজা দোকানে বেগুনি ভাজছে, আরো কত কি! নির্বাচন কমিশন এবার খুব কড়া, অনেকেই সেটা বলছেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে ফোর এম থিওরি তুলে ধরেছে সুষ্ঠ ভাবে নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য। অথচ সেই নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ সঠিকভাবে হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত। রাজনীতিই এখন শেষ কথা। নেতারা প্রকাশ্যেই বলছে, তারা টিকিট পাবার জন্যই রাজনীতিতে এসেছে। তাই ভোটের টিকিট না পেলে কেউ অভিমানী হয়ে মিডিয়ার সামনে মুখ খোলে তো কেউ দল পাল্টে রাতারাতি ভোটের টিকিট পেয়ে প্রার্থী হয়ে যায়। গার্ডেনরিচ থেকে উত্তরবঙ্গের ঝড়ের ব্যাপক ক্ষতি, প্রাণহানি হবার পরেও রাজনীতি কিন্তু থামেনি। দিলীপ ঘোষ যখন প্রাকৃতিক ঝড়কে বিজেপির ঝড় হিসাবে দেখছেন তখন অভিষেক বন্দোপাধ্যায় বলছেন, আবাসের টাকা পেলে এতো ক্ষয়ক্ষতি হত না। ত্রাণ নিয়েও চলছে রাজনীতির তরজা। সেই কবে কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক লিখেছিলেন, '...রিলিফ আসিছে ভিক্ষা আলিছে কম্বল পিছু পিছু।' ব্যক্তি আক্রমণ, শরীর নিয়ে আক্রমণ সব চলছে দেদার। এখন আর ইস্যু, আদর্শ দিয়ে ভোট হয়না। মানুষকে বিভ্রান্ত করে ভোটটা আদায় করতে পারলেই কেল্লা ফতে। নির্বাচনী বন্ড নিয়ে যখন চারদিকে এতো হইচই, এমনকি পরকলা প্রভাকর বলছেন, এটা বিশ্বের বৃহত্তম দুর্নীতি, তখন মোদি বলছেন, যারা আজ নির্বাচনী বন্ড বন্ধ করা নিয়ে গর্ব করছে, তারাই কাল অনুতপ্ত হবে। আর গড়করি তো পরিষ্কার করে বলেই দিয়েছেন, যাদের টিআরপি বেশি তাদের অনুদানও বেশি। এখন ভোটের ইস্যু হলো রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বা কচ্ছতিবু দ্বীপ। এসব ভোটের এজেন্ডা হওয়ার অর্থ ভোটের পরে এসবই চলবে। সৌগত রায় বলছেন, সুজন চক্রবর্তীর সব চুল কার্বাইডে পাকানো। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি রাজনীতির ভাষাটা ভালোই রপ্ত করছেন। তাই লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে শুরু করে চন্দ্রবোরা — বিভিন্ন সময়ের তাঁর রাজনৈতিক উপমা বেশ চলছে! পীযুষ গোয়েল যতোই বলুক না কেন, তাঁর দল জাতপাত বা বিভাজনের রাজনীতি করে না, কেরলে গিয়ে মোদি যেভাবে ধর্মের উস্কানি দিয়েছেন বা বাংলার জঙ্গলমহলেও যে বিভাজনের রাজনীতি চলছে তাতে পীযুষ গোয়েলের যুক্তি কতটা টিকবে সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। রাজ্যপালদের অন্তত রাজনীতির বাইরে থাকা উচিত। কিন্তু সেটাও বা হচ্ছে কোথায়? কিছু বিল আটকে রাখার জন্য রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি বি ডি নাগারত্ন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যখন মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে প্রচার করছেন, তখন দিলীপ ঘোষ বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী কপালের স্টিকার কবে খুলবে? অবাককান্ড, তদন্তকারি সংস্থার উপর কারো আর আস্থা থাকছে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন তাঁর প্রার্থীদের বলছেন, এজেন্সি ডাকলে বলুন ভোটের কাজে ব্যস্ত। গত পাঁচ বছরের অনেক মহিলা নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে সেটা মণিপুর হোক বা সন্দেশখালি। ভোটের আগে তাই সেই মহিলাদের মন পেতে কেউ প্রকল্পের টাকা দ্বিগুণ করছে, তো কেউ গ্যাসের দাম কমাচ্ছে বা শক্তিস্বরুপা সম্মান দিচ্ছে। কংগ্রেস তো বলছে ক্ষমতায় এলে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ হবে মহিলাদের। চারদিকে এখন গ্যারেন্টি চলছে। কেউ বলছে, শাজাহান এখন ক্লোজড চ্যাপ্টার। কিন্তু এই শাহাজান যে আবার আসবে না তার গ্যারেন্টি কিন্তু কোনো দলই দিতে পারছে না। তাই ভোটের স্লোগানে ডেডলাইন, হেডলাইন যতোই থাকুক, আসলে কিন্তু মানুষের যে দুর্গতি সেই দুর্গতিই থাকবে। তাই একজন নাগরিক এক ভোট প্রার্থীকে প্রশ্ন করে, 'ভোটের পর আপনাকে এলাকাতে দেখতে পাবো তো?' এতটাই অবিশ্বাস জন্মেছে নাগরিক মনে, তার দায় কিন্তু রাজনীতিকেই নিতে হবে। অন্যদিকে, একদল আইনজীবি রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রচার করছে, আবার আর একদল আইনজীবি সেই দলের বিরুদ্ধেই দেশের প্রধান বিচারপতির কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। ভোটের সময় কে কার পাশে বোঝা মুশকিল। এমনিতেই নেতারা যেকোনো সময়েই ডিগবাজি খেতে পারে, বিক্রি হয়ে যেতে পারে। সিবিআই তৃণমূলের ঘরে হানা দিলে কংগ্রেস সিবিআইকে সমর্থন করে কিন্তু সিবিআই ভোটের আগে তৃণমূলের নেতা নেত্রীকে ডেকে পাঠালে কংগ্রেস তৃণমূলের পাশে দাঁড়ায়। কেউ কাউকে মানছে না এখন। আগে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরা দেখে তাও ভয় পেত, এখন তাও পায় না। কারন নেতাদের কাছে সংবাদমাধ্যম 'দু পয়সার'। তাই সুযোগ পেলেই সাংবাদিককে মিথ্যা মামলায় জেলে ভরে দেয় শাসক। যে কেজরিওয়াল একদিন বলেছিলেন, 'স্বামী মোদি ভক্ত হলে স্বামীর সঙ্গে রাতে খাবেন না', আজ সেই কেজরিওয়াল জেলে। কেজরিওয়াল বলেছিলেন, 'আমরা যদি কোনোদিন দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে যাই, তাহলে আদর্শ নষ্ট হয়ে যাবে।' আজ সেই কথাগুলো খুব ভাইরাল হচ্ছে। গ্রেফতারিতে রাজনীতি আছে কিনা সেটা বলা ঠিক নয়, কারন মিডিয়া ট্রায়ালে অংশ না নিয়ে আইনের উপর ভরসা রাখাই উচিত, যদিও জার্মানি থেকে আমেরিকা সবাই এই গ্রেফতারির পরে সরকারের উপর বিরক্ত প্রকাশ করেছে। রাজনীতি এমনই একটা শিল্প, এখানে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যাবে না। তাই আগে সেটিং শোনা যেতো, এখন শোনা যায় ম্যাচ ফিক্সিং। রাজনীতিতে কেউ আদর্শ নিয়ে হয়তো ভাবে না, ভাবলে মানুষের মনের খবর রাখতো। ইস্ফলে সবাই একজোট হচ্ছে, ভোট দিলে নোটায় ভোট দেবে তারা। জনগন জানে এভাবেই চলছে, এভাবেই চলবে। তারা যতোই শিক্ষিত হোক, ভোটের পরে তারাই বোকা হয়ে যাবে। শাসক যেই আসুক অবস্থার পরিবর্তন হবে না। ভারত পঞ্চম থেকে তৃতীয় অর্থনীতির দেশ হবে আগামীতে, দেশের বেশির ভাগই থাকবে উচ্চ মধ্যবিত্ত। কিন্তু তাতে কি বেকারত্ব কমবে? অনাহার কমবে? শিক্ষা স্বাস্থের হাল ফিরবে? তথ্য বলছে, ২০৫০সালের মধ্যে ভারতে প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন হবে প্রবীন যার বয়স হবে ৬০। অপরদিকে, ল্যানসেট বলছে ২১০০ সালের মধ্যেই ফাঁকা হয়ে যাবে পৃথিবী। মাঝের এই কটা বছর মানুষকে কি একটু ভালো রাখতে পারেনা শাসক?

ভাগবত গীতা নীতি শিক্ষার আধার

প্রদীপ মারিক

ভারতীয় সংবিধানে ৩০ নম্বর ধারায় সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক অধিকার বজায় রাখার একটি বিধান। এবং এটি সংখ্যালঘুদের ভাষাগত এবং ধর্মীয় উভয় অধিকারকে তাদের নিজস্ব পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সংবিধানের ৩০ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংখ্যালঘুদের তাদের ধর্মীয় শিক্ষার অধিকার বজায় রাখার অনুমতি দেওয়া হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এ সম্পর্কে কোন কিছুর উল্লেখ নেই। সংবিধানের ৩০ নং ধারায় দেশের নাগরিকদের সংবিধানে বর্ণিত সমানাধিকারে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় শিক্ষার অধিকার থাকলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কোন লিপিবদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষার অনুমতি নেই। এই অনুচ্ছদে সংখ্যালঘুদের নিজস্ব ধর্ম ও ধর্মভিত্তিক শিক্ষা প্রচারের সুযোগ রয়েছে, যদিও অন্য সব ধর্মের এই অনুমতি নেই। কিন্তু ভারতবর্ষ হল ঋষি মুনির দেশ। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত হ'ল 'বৈজ্ঞানিক সত্যের আধার', মূল্যবোধের আকর হিসেবেও সেই প্রাচীন সাহিত্যেই এ দেশের অঙ্গ। দেশকে 'সাংস্কৃতিক দূষণ' থেকে মুক্ত করতে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে নীতিশিক্ষা দিয়ে তাদের মধ্যে মূল্যবোধ তৈরি করতে রামায়ণ-মহাভারত-গীতা অবশ্যই গ্রহণীয় ভগবতগীতার অর্থ হলো ঈশ্বরের গান এবং শ্রীমদ্ হলো এর বিশেষণ। ভগবদ্গীতা বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সাতশত শ্লোকের ধর্মগ্রন্থ। তাই একে সপ্তশতী বলা হয়। এটি সংস্কৃত মহাকাব্য মহাভারত-এর অংশ। হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থে শ্রীমদ্ভগবতের বিশেষ মাহাত্ম্য স্বীকৃত। কথিত আছে যে গীতা পাঠ করলে ব্যক্তি পুণ্য ফল লাভ করে ও তাঁদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী প্রতিদিন শ্রীমদ্ভগবত গীতা পাঠ করলে ব্যক্তি সমস্ত সমস্যা মোকাবিলা করার শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। পাশাপাশি ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। বর্তমান সময়ে প্রতিটি মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবদ্ধ। ভগবদ গীতার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মনুষ্য সমাজকে সেই অন্ধকার থেকে মুক্ত করা। প্রতিটি মানুষই নানা কারণে দুঃখ ভোগ করছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে মোহাচ্ছন্ন হওয়ার জন্য আমরা বুঝতেই পারি না কেন আমরা দুঃখ কষ্ট ভোগ করছি।সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভগবত গীতাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এতে জীবনের সার নিহিত রয়েছে। আবার দ্বাপর যুগে কৃষ্ণের সমস্ত লীলার বর্ণনাও পাওয়া যায় গীতায়। অর্জুন ও কৃষ্ণ সম্বাদ গীতায় স্থান পেয়েছে। গীতায় জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ বলতে গেলে সবকটা অধ্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম ভক্ত অর্জুনকে বলে সমগ্র বিশ্বের সমস্ত প্রাণীকূলকে বলেছেন। ব্যক্তিকে কর্মের গুরুত্ব বোঝায় গীতা। এমনকি শ্রেষ্ঠ মানব জীবনের সার রয়েছে এই গীতার মধ্যে। এতে ১৮টি অধ্যায় রয়েছে, যাতে জীবনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ও সমস্যার সমাধান পাওয়া যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, একমাত্র সময়ই ঠিক করে দেয় মানুষের জীবনে সুখ আসবে না দুঃখ। জীবন কেমন কাটবে, সেই সংকেত মানুষ তার কার্য থেকেই বুঝতে পারবেন। এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। পশু-পাখিদের থেকেও সেই সংকেত অনেক সময় পাওয়া যায়। কিন্তু অজ্ঞতার কারণে সেই সংকেতগুলো বোঝা হয়তো সম্ভব হয়নি। 'গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ / যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিসৃতা।' ভগবদ্ গীতার বাণী স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী, তাই এই গ্রন্থ পাঠ করলে আর অন্য কোন বৈদিক সাহিত্য পড়বার দরকার হয় না। গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে নিয়মিতভাবে ভগবদ্ গীতা শ্রবণও কীর্তন করলে আমাদের অন্তর্নিহিত ভগবদ্ভক্তির স্বাভাবিক বিকাশ হয়। বর্তমান জগতে মানুষের নানা রকম কাজে এতই ব্যস্ত থাকে যে, তাদের পক্ষে সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পাঠ করা সম্ভব নয়। সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পড়বার প্রয়োজনও নেই। এই একটি গ্রন্থ ভগবদ্ গীতা পাঠ করলেই মানুষ সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম উপলব্দি করতে পারবে, কারণ ভগবদ্ গীতা হচ্ছে বেদের সার এবং এই গীতা স্বয়ং ভগবানের মুখনিঃসৃত উপদেশ বাণী। মানুষ নিজেদের ধর্মকে অনুসরণ করে আসে, পৌরাণিক তাৎপর্য গুলি তাদের হৃদয়ে একটি অতি বিশেষ স্থান দখল করে থাকে। হিন্দু ধর্মেরও কিছু পৌরাণিক সাহিত্য রয়েছে যেগুলি শিক্ষা ও প্রচারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শীর্ষ স্থানীয় গুলির মধ্যে হিন্দুরা শ্রীমৎ ভাগবত গীতার প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। এই শ্রদ্ধা এবং ন্যায় নীতির শিক্ষার জন্য ভাগবত গীতা শ্রবণ এবং পঠনের প্রয়োজনীয়তা বেশি হয়ে পড়েছে।

বাঙালির বর্ষবরণ উৎসব

রথীন কুমার চন্দ

বাঙালির বর্ষবরণ উৎসব সাজো সাজো রব, ধর্মীয় ব্যাস্ততা, প্রকৃতির সাজে বাঙালির নিজের সেজে ওঠার ঢক্কানিনাদের কাঁসর ঘণ্টা বেজে ওঠে। ধর্মীয় ব্যাস্ততা আস্টে পিষ্টে সাড়াশি ও জাঁতাকলের সাজসজ্জায়, ধর্মীয় ব্যাপার খানা হাঁস ফাঁস করতে থাকে। ইতিহাসের পাতায় বা টাইম মেশিনে আমাদের মোঘল রাজত্বে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে চলে যেতে হবে। হিজরি সনের প্রবর্তন ও পবিত্র বছর, বা ৩৬৫ দিনের হিসেবে জমিদারদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের বছরটির প্রথম দিন ও মাস থেকেই বাংলার নববর্ষের চাকা ঘুরতে শুরু করে। সবটাই আর্থিক লেনদেনের খেরোর খাতা বা হালখাতা নামে প্রবর্তিত। সিদ্ধিদাতা গণেশ এই সময় ফোকাসের আলোয় চলে আসেন, অন্তরালে লক্ষ্মী থাকেন, 'বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মী'। এই সময় রসেবসে থাকেন বাঙালি সম্প্রদায়। সর্বত্র উৎসবের ঘণ্টা। চত্তির মাসের 'সেল', পুজোর কেনাকাটার সুচনা, সেলের পর্ব কাটতে না কাটতে বোশেখ মাসের পয়লায় বর্ষবরণের পার্বণ।

সবকিছুতেই সুগার লেভেল ছুই ছুই করলেও, তাকে বিপদ মাত্রার দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আমন্ত্রণ করে ডেকে নিয়ে আসার রসেবসে অনুষ্ঠান সুচীর অভাব নেই, বাঙালীর সমাজ তথা সাংস্কৃতিক জীবনে। বাঙালির বর্ষবরণ উৎসব পয়লা বৈশাখে। ঐদিন নতুন বাঙলা বছরের শুরুতেই নতুন জামাকাপড় পরিধানের রীতি বাঙালি সমাজে প্রচলিত। শুভ নববর্ষ তিথিতে ব্যবসায়ী কল্যাণে ও অর্থভাগ্য সুনিশ্চিত করতে দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, তারাপীঠ প্রভৃতি মন্দিরে ডালা সজ্জিত পূজার সামগ্রী সহ ভক্তদের জনজোয়ারে ভেসে যায়।

যাত্রাপাড়ায় নতুন যাত্রাপালার অগ্রিম বুকিং ও যাত্রা মহরত সুচনা ঘটে। কলেজ ষ্ট্রিট বই পাড়ায় নতুন বই প্রকাশনা ও সাহিত্য আসর সরগরম থাকত, সেই ব্যস্ততা আজ নেই। নামমাত্র বই প্রকাশনা ইন্টারনেটের যুগে ও পাঠকের বই পড়ার আগ্রহ হারাতে বসেছে, এমতাবস্থায় বই পাড়া হাহাকার পরিস্থিতিতে।

কলকাতার বড় ক্লাবগুলো খুটি পুজো করে নববর্ষের দিন। সদস্য সমর্থকদের সমাগমে জমজমাট পরিবেশ তৈরি হয় ক্লাব প্রাঙ্গণ।

দোকানীরা দোকান সজ্জিত করেন হালখাতার অনুষ্ঠানে আপ্যায়ন করতে, বৈকালিক আড্ডায় ঠান্ডা পানীয় ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে।

আসামে রঙ্গলি বিহু নববর্ষ উদযাপিত হয়, পান্‌জাবে বৈশাখী অনুষ্ঠিত হয় নববর্ষ উপলক্ষ্যে।

আনন্দকথা

আখেরে এ-দীনে, ন তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী।।
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ-সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি।।
নরেন্দ্র — হোমাপাখি

"এই ছেলেটিক দেখছ, এখানে একরকম। দুরন্ত ছেল বাবার কাছে যখ ন বসে, যেমন জুজুটি, আবার চাঁদনিতে যখন খেলে, তখন আর এক মুর্তি এরা নিত্যসিদ্ধের থাক। রা সংসারে কখনও বন্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীবশিক্ষার জন্য।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

আল্লু অর্জুন

১৯২৪ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কুমার গন্ধর্ভের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সি বিজয়ভাস্করের জন্মদিন।*
১৯৮২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা আল্লু অর্জুনের জন্মদিন।*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রাস্তা না হওয়ার দাবি, প্রতিবাদে ভোট বয়কটের ডাক গ্রামবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা না হওয়া দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক গ্রামবাসীরা। আর কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে লোকসভা ভোট। তারই মধ্যে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন গ্রামবাসীরা। বর্ধমান ১ নম্বর ব্লকে মণ্ডল এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নারাগোহালিয়া গ্রামে ঘোষ পাড়া ১৯ নম্বর বুথে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন গ্রামবাসীরা।

শুধু তাই নয়, বড় বড় পোস্টার, ব্যানার বিভিন্ন জায়গায় টাঙিয়ে দিলেন ও রাস্তার ধারে দেওয়ালগুলোতে ব্যানার ও পোস্টার মারতে দেখা গেল মণ্ডল ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নারাগোহালিয়া ১৯ নম্বর বুথের ভোটারদের। তাঁদের দাবি, ছোট থেকে বড় সব নেতাদেরকে বার বার আবেদন করে মেলেনি রাস্তা। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে এই গ্রামের রাস্তা। এমনকি বারবার প্রশাসনে কাছে দরবার করেও এখনও পর্যন্ত হয়নি রাস্তা। তারই প্রতিবাদে নারাগোহালিয়া ১৯ নম্বর বুথের ভোটাররা জোটবদ্ধ হয়ে কঠোর ভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন আগে রাস্তা পরে ভোট। যদি রাস্তা না হয়, তা হলে তারা ভোট দেবেন না বলে সরাসরি জানিয়ে দিলেন।

১৯ নম্বর বুথের ভোটারদের দাবি, ভোট এলেই নেতারা বলেন ভোটের পর রাস্তা করে দেবেন। যতবার ভোট আসে ততবারই প্রতিশ্রুতি দেন নেতারা। আজও পর্যন্ত মেলেনি ১৯ নম্বর বুথের এই রাস্তা। বার বার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও এখনও পর্যন্ত এক দানা কাঁকর পর্যন্ত মেলেনি। ১৯ নম্বর বুথের ভোটারদের অতি বর্ষায় প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে জুতো নিয়ে কাদা পায়ে যেতে হয় স্কুল। শুধু তাই নয়, এমনকি কোনও দলের নেতাদের প্রচার করতে ঢুকতে দেবেন না বলে দাবি করেন ১৯ নম্বর বুথের ভোটাররা।

বনগাঁ খানকাহে ৩ দিনের ঐতিহাসিক ঈসালে সওয়াবে সম্প্রীতির বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: ফুরফুরা শরিফের পীর পরতাবে কাইয়ুমুজ্জামান হযরত বড় হুজুরের প্রতিষ্ঠিত বনগাঁ খানকাহ শরিফের তিনদিনব্যাপী ঐতিহাসিক ঈসালে সওয়াব মাহফিল রবিবার সকালে শেষ হল। ২১, ২২ ও ২৩ চৈত্রর এই প্রসিদ্ধ মাহফিলে রমজান মাসেও সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল দেখার মতো। এলাকার জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় এই সভায় আশপাশ অঞ্চলের সর্বধর্মের মানুষের উপস্থিতি সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি করেছে। এই সভাকে কেন্দ্র করে ফি বছর বহু দূর দুরান্ত পর্যন্ত একটি উৎসবের সৃষ্টি হয়। একদিকে ইফতার করা অন্যদিকে ইসলামি জলসার পাশাপাশি ভোরের সাহরি খাওয়ার মতো পবিত্র দৃশ্য বিরল ঘটনার সাক্ষী হইল। ফুরফুরা শরিফের পীর হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ সিদ্দিকি সাহেব ওয়াজ নসিহত করেন। শেষ দোয়া করে পীরসাহেব জানান, সমগ্র বিশ্বের মানুষের কল্যাণ হোক, সম্প্রীতি বজায় রাখতে আহ্বান জানান তিনি। পীরজাদা মাওলানা মুজাহিদ সিদ্দিকি, পীরজাদা মাওলানা সওবান সিদ্দিকি জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। বিশেষ আকর্ষণীয় জেকেরের মজলিস পরিচালনা করেছেন পীরজাদা সওবান সিদ্দিকি সাহেব।

আলি ইউসুফ মহম্মদ সামবিল ও মাওলানা ইব্রাহিম সাহেব ছাড়াও বিশিষ্ট আলেমরা ওয়াজ করেছিলেন। খানকাহয়ে একটি অনাথ মাদ্রাসা পরিচালিত হয় পীরসাহেবদের উদ্যোগে ও এলাকার মানুষের সহযোগিতায়।

আচমকা ঝড়ে ব্রিজ সেতু গাড়ি দামোদরে, আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: রবিবার সকালে আচমকা ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের মাঠ শিয়ালী এলাকার একটি বাড়ির চাল উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঝোড়ো হওয়ার দাপটে অমরপুর, শিয়ালী, মাঠ শিয়ালী, কোঁড়া প্রভৃতি এলাকায় প্রচুর গাছ ভেঙে পড়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এছাড়াও আকাশ সাময়িক ভাবে অন্ধকার করে আসে সঙ্গে চলে মেঘের গর্জন। এদিনের এই ঝড়ের প্রকোপে পড়ে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন জোৎশ্রীরাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি তপন কুমার দে।

এদিন সকালে তপনবাবু যখন দামোদর নদের ওপর অমরপুরের অস্থায়ী কাঠের সেতু দিয়ে চার চাকা নিয়ে পার হচ্ছিলেন, সেই সময় আচমকা ঝোড়ো হাওয়ার ধাক্কায় সেতু থেকে গাড়ি সহ পড়ে যান দামোদরের জলে। স্থানীয় মানুষ দেখতে পেয়ে ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় পাঠানো হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

রবি ও সোমবার দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা আগাম জানিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর। উত্তর বাংলাদেশের উপর তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত ও বঙ্গোপসাগর থেকে বেশি মাত্রায় জলীয় বাষ্প ঢোকার কারণেই আবহাওয়ার এই পরিবর্তন বলে হওয়া অফিস জানিয়েছিল। শনিবার সন্ধ্যার পর থেকেই উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চার হতে শুরু করে। আর রবিবার সাতসকালে জামালপুরে ঝড়ের দাপট শুরু হয়ে যায়। যদিও বৃষ্টি সামান্যই হয়েছে। রবিবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, দুই মেদিনীপুর জেলায় ঝড়বৃষ্টির কমলা সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। এই জেলাগুলির কোথাও কোথাও বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

রবি ও সোমবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির কোথাও কোথাও বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০-৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। আপাতত তাপপ্রবাহের কোনও সতর্কবার্তা নেই। তবে এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বিশেষ একটা কমবে না। তবে দু'-তিনদিন পর তাপমাত্রা ৩-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে বলে হওয়া অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে কয়েকদিন হাঁসফাস গরমের থেকে তাপমাত্রা কিছুটা কমাতে স্বস্তি পাবে বলে মনে করছে সাধারণ মানুষ।

IDBI BANK

(CIN NO:L65190MH2004GOI148838)

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ, এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ

আইডিবিআই টাওয়ার, ৭ম ফ্লোর, ডব্লিউটিসি কমপ্লেক্স , কাফে প্যারেড, মুম্বাইক ৪০০০০৫

কারণ দর্শানোর নোটিশ

ঋণগ্রহীতা- পাথব্রেকিং প্রজেক্টস লিমিটেড,
(পূর্বতন অভিজিৎ প্রজেক্টস লিঃ) ইন লিকুইডেশন
(রেজিঃ অফিস- নলেজ হাব, ৫ম ফ্লোর, ডিএন ২৩, সেক্টর-৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৯১)

এতদ্বারা নীচে উল্লিখিত ব্যক্তিদের নোটিশ দেওয়া হল যে প্রতারণার বিষয়ে আরবিআই মাস্টার নির্দেশনা অনুযায়ী জালিয়াতি হিসাবে শ্রেণীবিভাগের প্রক্রিয়া - বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা শ্রেণিবিন্যাস এবং প্রতিবেদন এবং নির্বাচিত এফআই'এস তারিখ জুলাই ০১, ২০১৬ ('মাস্টার ডিরেকশন') শুরু করা হয়েছে এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃক জারি করা কারণ দর্শানো নোটিশ ফেরত দেওয়া হয়েছে/আন-সার্ভ করা হয়েছে।

নাম	ঠিকানা	পদাধিকার
শ্রী মনোজ জয়সওয়াল	শিবলোক, ৮০১, বি-উইং, জে.পি. হাইট আরবিআই অফিসার কলোনির কাছে, গন্ডওয়ানা চক বাইরামজি টাউন, জরিপটকা, নাগপুর-৪৪০০১৪	প্রোমোটার ও জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রী অভিষেক মনোজ জয়সওয়াল	২৪৬, উষা সদন, পন্ডিত আর.এস.এস. মার্গ সিভিল লাইনস, নাগপুর মহারাষ্ট্র- ৪৪০০০১	প্রোমোটার ও জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রী অরুণকুমার ইকবালশঙ্কর শ্রীবাস্তব	১০২, অ্যাপুর্ভা অ্যাপার্টমেন্ট, জরিপটকা থানার কাছে রিং রোড নাগপুর মহারাষ্ট্র- ৪৪০০১৪	প্রোমোটার - প্রফেসনাল ডিরেক্টর
শ্রী রবীন্দ্র জয়সওয়াল	৪, মানিকতলা বাজার লেন পোস্ট- বিডন স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৬	অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর
পাথব্রেকিং প্রজেক্টস লিমিটেড, (পূর্বতন অভিজিৎ প্রজেক্টস লিমিটেড) ইন লিকুইডেশন	নলেজ হাব, ৫ম ফ্লোর, ডিএন২৩, সেক্টর- ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৯১	ঋণগ্রহীতা

উপরোক্ত ব্যক্তিরা, যদি তারা চান, (ক) অবিলম্বে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে অনুমোদিত ব্যক্তি দ্বারা পরিচয়ের প্রমাণ উপস্থাপন করে, উপরে দেওয়া ঠিকানায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশের কপি সংগ্রহ করতে পারেন। (খ) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে পারে কেন তাদের নাম মাস্টার নির্দেশাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে জালিয়াতি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে না এবং পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না ।

স্থান: মুম্বই
তারিখ: এপ্রিল ০৮, ২০২৪

স্বা/-
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার,
এনএমজি, মুম্বই

NOTICE

In the Court of the District Judge, Paschim Medinipur
Act VIII Case No. 09/2023
Sri B. Maheswar Hansda ...Petitioner

Notice is hereby given to the general public that the Petitioner has filed the above noted case for appointment of Guardian of minor **Subhajit Murmu** S/O - Late Subal Murmu of Vill - Niranjanbarh, P.O- Rakhajungle, P.S- Kharagpur (Local), Dist- Paschim Medinipur in respect of his person and property described in the schedule below.

If anybody has any objection in this regard, he / she may file the same within 30 days from the date of publication, failing which the case will proceed according to law.

SCHEDULE OF PROPERTY
(i) 50% of Family Pension
(ii) 50% [1/4th of the minor + 1/4th of Bimala Murmu (Das)] Of Settlement Dues (P.F. D CRG, CGIS).

By Order,
Bibhas Mondal:
Sheristadar
District Judge's Court
Paschim Medinipur, 4.4.24

বিজ্ঞপ্তি

দেওয়ানী কাঃ বিধির অর্ডার ৫, রুল ২০ মতে দরখাস্ত
জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, দ্বিতীয় সিভিল জজ (উচ্চ বিভাগ) আদালত,
২০২২ সালের ১৬৫নেং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা
সেখ আসাহাব আলি দিং............ বাদীগন।
বনাম
সেখ সোহরাব আলি দিং........ ... বিবাদীগন

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- মেদিনীপুর, পোষ্ট-অযোধ্যানগর এর অন্তর্গত বনপুরা সাকিনের সেখ আসাহাব আলি পিতা মৃত সেখ সওকৎ আলি দিগর বাদীগন নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি লইয়া মোকর্দ্দমা দায়ের হইয়াছে যতা নিম্নরূপ,

১) জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, মৌজা বনপুরা, জে.এল নং-২৩৬, এল. আর খতিয়ান নং ৪১৯ এবং ৪৬৪,

দাগ নং-৮১০	ডোবা	০.০২ একর,
দাগ নং- ৮১১,	ডোবা	০.১৬ একর,
দাগ নং ৮১২	বাস্তু	০.২৫ একর,

মোট ০.৪৩ একর।

২) জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, মৌজা অযোধ্যানগর, জেএল নং- ২৩৭, থানা- মেদিনীপুর, এল আর খতিয়ান নং ৫৬৫, ৫১১ এবং ৪৯৬,

দাগ নং-৩৪৩,	কালা,	০.২৮ একর,
দাগ নং-৩৪৯,	জল,	০.০৬ একর,
দাগ নং-৩৭৫	ধানী চাহারাম,	০.২৭ একর,
দাগ নং-৩৮৭,	কালা,	০.২০ একর,
দাগ নং-৩৮৮	ধানী চাহারাম	০.১৯ একর,
দাগ নং-৪৪৭	ধানী চাহারাম	০.২৬ একর
দাগ নং-৬৩২	ধানী চাহারাম	০.৮৯ একর
দাগ নং-৬৩৪	ধানী চাহারাম	১.০১ একর
দাগ নং-৬৫০	ধানী চাহারাম	০.৮৫ একর
দাগ নং-৬৫২	ধানী চাহারাম	০.২৩ একর
দাগ নং- ৬০৮/৮২৯	ধানী চাহারাম	০.৬৩ একর
দাগ নং-৬৪৫/৮৩০	ধানী চাহারাম	০.৫৬ একর

মোট ৫.৪৩ একর

৩) মৌজা- খঙ্গারডিহি, জে.এল নং-২৫৪, থানা- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, এল আর খতিয়ান নং-৬২৯, ৬৬৮ এবং ৬৬৯

দাগ নং-১৬	ধানী সায়েম	০.৯১ একর
দাগ নং-৯০	পুকুর	০.১৭ একর
দাগ নং-৯১	পুকুর	০.৬৪ একর
দাগ নং-৯৩	ধানী সোয়েম	০.৬৩ একর
দাগ নং-৯৭	ধানী সোয়েম	২.২২ একর
দাগ নং-৯৮	ডাঙ্গা	০.০১ একর
দাগ নং-১০৬	ধানী সোয়েম	১.৭৪ একর
দাগ নং-১০৬/১৮৯৯	ধানী সোয়েম	০.৯৯ একর

মোট ৭.৩১ একর

৪) মৌজা- বিরামপুর, জে. এল নং- ২৩৮, থানা- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, এল আর খতিয়ান নং-১০১ এবং ১০৬

দাগ নং-৮৫	জল	০.৬২ একর
দাগ নং-১২৫	জল	০.৩৯ একর
দাগ নং-১৬৯	জল	০.৭১ একর
দাগ নং-১৭১	জল	০.৯৪ একর
দাগ নং-১৮৫	জল	২.৬৩ একর
দাগ নং-২১০	জল	১.১৪ একর

মোট ৬.৪৩ একর

সম্পত্তির Partition ও Separate possession এর দাবীতে অত্র মোকর্দ্দমা দায়ের হইয়াছে।

৩) সেখ হাসিবুল রহমান, সাং- বনপুরা, পোঃ- অযোধ্যানগর, থানা- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর
৭) রহিমা বিবি, স্বামী- মৃত জান মহম্মদ, গ্রাম- বীরসিংহপুর, পোঃ- হরিশপুর, থানা- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর
৮) হালিমা বিবি, স্বামী- তামিজুদ্দিন, গ্রাম- বজুয়ারা, পোঃ- মুগবসন, থানা- কেশপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর
৯) ওলিমা বিবি, স্বামী- সেরাজুল, গ্রাম- বলবান দিঘি, পোঃ- কিসমত আঙ্গুয়া, থানা- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর
১০) তাসলিমা বিবি, স্বামী- নাজমুদ্দিন, গ্রাম- দোগেছিয়া, পোঃ- কেশপুর, থানা- কেশপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর।

উক্তব্যাক্তিগনের বিরুদ্ধে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের হইয়াছে। এক্ষনে উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়ে কাহারও কোনোরূপ বক্তব্য থাকিলে আগামী ইং - **05/06/2024** তারিখে স্বয়ং অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত এ্যাডভোকেট মহাশয়ের দ্বারা অত্র মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া লিখিত বক্তব্য রাখিবেন । অন্যথায় আইন অনুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

ইতি
অনুমত্যানুসারে-
অয়ন চক্রবর্ত্তী
সেরেস্তাদার (ভারপ্রাপ্ত)
দ্বিতীয় সিভিল জজ (নিম্ন বিভাগ)
পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৬/০৩/২০২৪

বैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda (विजया VIJAYA | देना DENA)

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা বিজয় নগরী শাখা
দোকান নং ১৩ থেকে ১৮, গ্রীন একরস ফেজ-১, ওয়াঘবিল নাকা, ঘোড়বন্দর রোড
থানে ওয়েস্ট -৪০০৬১৫

রেফা: BOB/GHODBA/NOVATECH/SARFAESI/2023-24 **তারিখ: ১৯.০৩.২০২৪**

গ্যারান্টরের প্রতি নোটিশ
(সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (২) এর অধীনে)

প্রতি,
১. মেসার্স নোভাটেক প্রজেক্টস (ইন্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ
এর ডিরেক্টরদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়

২. শ্রী সুকুমার ঘোষ
মেসার্স নোভাটেক প্রজেক্টস (ইন্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ এর ডিরেক্টর
ফ্ল্যাট নং ৯০৩, ৯ম ফ্লোর , এ উইং, বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধানচল ফেজ ৬/১ সিএইচএসএল , অফ পোখরান রোড নং ৩ বন্ধ, গ্রাম মাজিওয়াদে, জেলা থানে -৪০০৬১০
এবং ফ্ল্যাট ৬০১, ৬ষ্ঠ ফ্লোর , বিল্ডিং নং ১, পুষ্পমঙ্গল কমপ্লেক্স, পাঁচপাখাদি, বাবুসেঠ পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন, এলবিএস মার্গ, থানে (পশ্চিম) , ৪০০৬০১
এবং ফ্ল্যাট নং ১৭/১০৩, ফেজ ৩, সিদ্ধানচল কমপ্লেক্স, অফ পোখরান রোড নং ২, গ্রাম মাজিওয়াদে, তালুকা ও জেলা থানে - ৪০০৬১০।

৩. শ্রী সৌম্যদীপ ঘোষ
মেসার্স নোভাটেক প্রজেক্টস (ইন্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ এর ডিরেক্টর
ফ্ল্যাট নং ১০০৩, ১০ তম ফ্লোর , এ উইং, বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধানচল ফেজ ৬/১ সিএইচএসএল, অফ পোখরান রোড নং ৩, গ্রাম মাজিওয়াদে, জেলা থানে-৪০০৬১০
এবং ফ্ল্যাট নং ৯০৩, ১০ ফ্লোর , এ উইং, বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধানচল ফেজ ৬/১ সিএইচএসএল, অফ পোখরান রোড নং ৩ বন্ধ, গ্রাম মাজিওয়াদে, জেলা থানে -৪০০৬১০
এবং ৩০২, গোদাবরী সঙ্গম গার্ডেনস, তাঁতিগেরিয়া, মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১১০২।

প্রিয় মহাশয়,
রেফা.: আমাদের বিজয়নগরী, জিবি রোড শাখায় আপনার ক্রেডিট সুবিধা।

১) আমরা আমাদের চিঠিগুলি উল্লেখ করি অর্থাৎ অনুমোদন তারিখ **১৬-০১-২০১৬, সংশোধিত অনুমোদন তারিখ ০৪-১১- ২০১৬,** অনুমোদন রেফা নং **BOB/GHODBA/NOVATECH/BGECLS-TL তারিখ ৩১-১০-২০২০,** অনুমোদন রেফা নং **BOB /GHODBA/ADV/2021-22 তারিখ ২৩-০৩-২০২২** অনুমোদনের মাধ্যমে সংশোধিত সীমা পর্যালোচনা রেফা নং **BOB/GHODBA/ADV/2022-23 তারিখ ০৪-০৫-২০২৩** বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধার অনুমোদন এবং অনুমোদনের শর্তাবলী। উপরোক্ত অনুমোদন অনুসারে আপনি ক্রেডিট সুবিধাগুলি গ্রহণ করেছেন এবং এর জন্য নিরাপত্তা প্রদানের পরে ব্যবহার করা শুরু করেছেন, যেমনটি এখানে পরবর্তিতে বলা হয়েছে। বিভিন্ন লোন/ক্রেডিট সুবিধা অ্যাকাউন্টে বর্তমান বকেয়া এবং এই ধরনের দায়বদ্ধতার জন্য তৈরি নিরাপত্তা স্বার্থ নিম্নরূপ:

প্রকৃতি এবং সুবিধার ধরন	সীমা	সুদের হার	বকেয়া পরিমান ১৭-০৩-২০২৪ অনুযায়ী (১৭-০৩-২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ)
ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপো)	১,৫০,০০,০০০.০০/- টাকা	১৫.৫০	৮,৯২,৮০,০৩৪.৮৭/- টাকা
টার্ম লোন ১ (BGECL 1)	২,৩০,০০,০০০.০০/- টাকা	৯.২৫	১,১৪,৩৮,১২৩.৯০/- টাকা
টার্ম লোন ২ (BGECL 2)	২,৬০,০০,০০০.০০/- টাকা	৯.২৫	২,৬৩,৩৪,৯৮০.৯৬/- টাকা
মোট তহবিল ভিত্তিক সীমা	৬,৪০,০০,০০০.০০/- টাকা		১২,৭০,৫৩১,৩৯.৭৩/- টাকা
ব্যাংক গ্যারান্টি (কর্মক্ষমতা)	১৭,০০,০০,০০০.০০/- টাকা		১,০৬,৭৮,৮৩৮.০০/- টাকা
সাবলিমিট: ক্রেডিট চিঠি (ডিপি/ডিএ - ১৮০ দিন)	১০,০০,০০,০০০.০০/- টাকা		৩,২৬,২২,২১৬.৯৩/- টাকা
ফিনান্সিয়াল বিজি	৬,০০,০০,০০০.০০/- টাকা		১৭,০০,০০০.০০/- টাকা
মোট অ-তহবিল ভিত্তিক সীমা	১৭,০০,০০,০০০.০০/- টাকা		৪,৫০,০১,০৫৪.৯৩/- টাকা
মোট এক্সপোজার	২৩,৪০,০০,০০০.০০/- টাকা (তেইশ কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র)		১৭,২০,৫৪,১৯৪.৬৬/- (সতেরো কোটি কুড়ি লক্ষ চুয়ান্ন হাজার একশো চুরানব্বই টাকা ছেষট্টি পয়সা মাত্র) + আদায়ের তারিখ পর্যন্ত অপ্রয়োগিত সুদ এবং অন্যান্য চার্জ যদি থাকে।

সিকিউরিটিজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ নিরাপত্তা চুক্তি:
প্রাথমিক নিরাপত্তা-
১. স্টক এবং বই ঋণের হাইপোথেকেশনে ২৬.৬৭% এর মাধ্যমে পারি পাসু চার্জ
২. বিজি এবং এলসি জন্য ১০% মার্জিন-
জামানত নিরাপত্তা:-
১. জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধকের উপর ২৬.৬৭% পারিপাসু চার্জ, প্লট নং ডব্লিউ-৮৪, ডব্লিউ-৮৫ এবং ডব্লিউ -৯৬-এ পিএন্ডএম, অতিরিক্ত অম্বরনাথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গ্রাম জাম্বিভালি, তালুকা উলহাসনগর, থানে মেসার্স নোভাটেক প্রজেক্টস (ইন্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ এর মালিকানাধীন , জমির পরিমাপ ২৪০০ বর্গমিটার (৮০০ ৩ একসাথে একত্রিত করা হয়েছে), বিল্ডিং ১৭৬৫ বর্গ. মিটার
প্লট নং ডব্লিউ-৮৪-এর সীমানা নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে :-
উত্তর- শেড নং ডব্লিউ-৮৩ — দক্ষিণ- শেড নম্বর ডব্লিউ-৮৫
পূর্ব- এমআইডিসি রোড — পশ্চিম- শেড নম্বর- ডব্লিউ-৯৭
প্লট নম্বর ডব্লিউ-৮৫-এর সীমানা নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে-
উত্তর- শেড নং ডব্লিউ-৮৪ — দক্ষিণ- শেড নং ডব্লিউ-৮৬
পূর্ব- এমআইডিসি রোড — পশ্চিম- শেড নং- ডব্লিউ-৯৬
প্লট নং ডব্লিউ-৯৬ এর সীমানা নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে :-
উত্তর - শেড নম্বর ডব্লিউ-৯৭ — দক্ষিণ - শেড নম্বর ডব্লিউ-৯৫
পূর্ব- শেড নং ডব্লিউ-৮৫ — পশ্চিম- এস্টেট রোড
২. প্লট নং- এ-৪০, তালোজা শিল্প এলাকা, পেনধার গ্রাম তালুকা পানভেল, জেলা- রায়গড় এ ডরভ প্রসেস ইকুইপমেন্টস প্রাঃলিঃ -এর মালিকানাধীন এ জমি ও বিল্ডিং, পি এন্ড এম-এর উপর ন্যায়সঙ্গত বন্ধকের উপর ২৬.৬৭% এর মাধ্যমে পারি পাসু চার্জ। জমির পরিমাপ ১৬১৯ বর্গমিটার, বিল্ডিং- ১০৮০ বর্গমিটার ।
প্লট নং-এ-৪০-এর সীমানা নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে:-
উত্তর- এস্টেট রোড — দক্ষিণ- এমআইডিসি সীমানা
পূর্ব- প্লট নম্বর এ-৩৯ — পশ্চিম- প্লট নম্বর-এ-৪১
৩. ভাটপাড়া পৌরসভা ওয়ার্ড নং ৩২, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআরও নৈহাটি এর অধীনে, মৌজা মাদ্রাইলের অধীনে হাবালী সহর এর অধীন সম্পত্তির সমস্ত সুবিধা এবং অন্যান্য অনুষঙ্গীর অধিকার সহ ছায়াযুক্ত কাঠামো সহ জমির সম্পত্তির উপর ন্যায়সঙ্গত বন্ধকের উপর ২৬.৬৭% পারিপাসু চার্জ এবং তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা বিল্ডিং কাঠামো। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ স্বার্থের অধীনে সম্পত্তি এর অধীনে থাকা সম্পত্তির উপর রাজকীয়, জেএল নং ২ রেসা নং.১৪, তৌজি নং.১১৯৩, এবং পি এন্ড এম সুকুমার ঘোষের মালিকানাধীন। জমি- ৯৩৯১ বর্গ. মিটার, বিল্ডিং ৩৫২০০ বর্গ. ফুট
উপরোক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে :-
উত্তর- কানু পাল চৌধুরী — দক্ষিণ- মাদ্রাল পাম্প হাউস
পূর্ব- ২০' চওড়া রাস্তা — পশ্চিম- দাগ নং ১১৭৯ ও ১১৮৩
৪. ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট নং এ/৯০৩, সিদ্ধাচল, ফেজ-৬, অফ পোখরান রোড নং ২ থানে, গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ, এ-উইং, বিল্ডিং নম্বর ৩, মাজিওয়াদা গ্রাম, সুপার বিল্ট-আপ এলাকা ১০৪৭ বর্গ. ফুট, সম্মিলিত কার্পেট এলাকা ২০৯৪ বর্গফুট ফ্ল্যাট নং.৯০৩ সুকুমার ঘোষ ও রাজদীপ ঘোষের মালিকানাধীন এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধকের মাধ্যমে এর উপর ২৬.৬৭% এর পারি পাসু চার্জ ।
৫. ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট নং ৩এ/১০০৩, সিদ্ধাচল, ফেজ-৬, অফ পোখরান রোড নং ২ থানে, গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ, এ-উইং, বিল্ডিং নম্বর ৩ , মাজিওয়াদা গ্রাম, সুপার বিল্ট-আপ এলাকা ১০৪৭ বর্গ. ফুট, সৌমদীপ ঘোষ এবং মাধুরী ঘোষের মালিকানাধীন এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধকের মাধ্যমে এর উপর ২৬.৬৭% এর পারি পাসু চার্জ।
৬. ফ্ল্যাট নং ৬০১, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, বিল্ডিং নং ১, পুষামঙ্গল কমপ্লেক্স, বাবুশেঠ পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন পঞ্চপাখাদি, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ, থানে পশ্চিমে ১৮২০ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ১৩৪৮ বর্গফুট সুকুমার ঘোষ এবং মাধুরী ঘোষ মালিকানাধীন এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধকের উপর ২৬.৬৭% হারে পারিপাসু চার্জ।
৭. প্লট নং ৩ থেকে ৪৯, ৩/৮৭, ৫০/৮৮, ২৭/৯১, ৩৭/৯২, ৫০/৯৪, ৫০/৯৫, ৫০/৯৬, ৫০/৯৭, ৫০/৯৮, ৫০/৯৯, ৫০/১০০, ৫০/১০১, মৌজা , নিশ্চিন্তপুর, জেএল নং ৫১৬, আরএস খতিয়ান ৪, ২৮, ২৯ (এলআর খতিয়ান নং ৪৮) সংশোধিত এলআর খতিয়ান নং ৬৭ থানা- শালবনি, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলআর এবং আরএস প্লট নং (এনএ রূপান্তরিত) কলকাতা- এ অবস্থিত শিল্প জমি ও ভবন এবং কারখানার শেডের উপর ন্যায়সঙ্গত বন্ধকের উপর ২৬.৬৭% পারিপাসু চার্জ। মেসার্স নোভাটেক প্রজেক্টস (ইন্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ এর নামে
৮. পি এন্ড এম-এর হাইপোথেকেশনে ২৬.৬৭% এর মাধ্যমে পারি পাসু চার্জ।

ব্যক্তিগত গ্যারান্টি দিয়েছেন
শ্রী সুকুমার ঘোষ
শ্রী সৌম্যদীপ ঘোষ
শ্রী রাজদীপ ঘোষ
শ্রী মাধুরী ঘোষ
মেসার্স ডরভ প্রসেস ইকুইপমেন্টস প্রাঃ লিঃ

২) ২৯-১০-২০২১ তারিখের ঋণের স্বীকৃতির চিঠিতে এবং পরবর্তীতে ২৪-০৩-২০২২ তারিখে বর্ধিত BGECL সুবিধার অনুমোদনে আপনি ২১,৩৬,৬৮,০০০.০০/- টাকা এবং ২,৬০,০০,০০০.০০/- টাকা যথাক্রমে ২৯-১০-২০২১ এবং ২৪-০৩-২০২২ তারিখে রুপি ব্যাঙ্কের কাছে আপনার দায় স্বীকার করেছেন । উপরে উল্লিখিত বকেয়া ২৯-০২-২০২৪ পর্যন্ত আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক অন্তর্ভুক্ত। অ্যাকাউন্টে ডেবিট করা অন্যান্য চার্জ শূন্য। প্রকৃত খরচ এবং ভবিষ্যতের কোনো আইনি চার্জ অনুযায়ী।
৩) আপনি জানেন যে, আপনি ডিসেম্বর ২০২৩-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের উপরোক্ত লোন/বকেয়া সুদ পরিশোধে ডিফল্ট করেছেন। আপনি কিস্তি/নগদ ক্রেডিট/ওভার ড্রাফ্টের সুদ পরিশোধের ক্ষেত্রেও ডিফল্ট করেছেন যা পেমেন্টের জন্য বকেয়া পড়েছে ০১-১০-২০২৩ এবং তারপরে।
৪) আপনার দ্বারা সংঘটিত ডিফল্টের ফলে, আপনার লোন অ্যাকাউন্টটি ২৮-০১-২০২৪ তারিখে ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলী এবং নির্দেশিকা অনুসারে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের বারংবার অনুরোধ ও দাবি সত্ত্বেও আপনি সুদসহ ওভারডিউ ঋণ পরিশোধ করেননি।
৫) উপরে অনুচ্ছেদ ১ -এ উল্লিখিত বিভিন্ন সিকিউরিটিজ দ্বারা যথাযথভাবে সুরক্ষিত ক্রেডিট সুবিধাগুলির ক্ষেত্রে আপনার দায় মেটাতে আপনার অক্ষমতা এবং আপনার অ্যাকাউন্টকে একটি অ-পারফর্মিং সম্পদ হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করার বিষয়ে, আমরা এতদ্বারা আপনাকে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ এর (২) উপ-ধারার অধীনে নোটিশ দিই, এবং আপনাকে ১৭,২০,৫৪,১৯৪.৬৬/- টাকা (সতেরো কোটি কুড়ি লক্ষ চুয়ান্ন হাজার একশো চুরানব্বই টাকা ছেষট্টি পয়সা মাত্র) + অপ্রয়োগিত সুদ এবং আদায়ের তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য চার্জ যদি থাকে পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ হয়েছেন এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অনুচ্ছেদ ১ -এ বর্ণিত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত অপ্রয়োগিত সুদ এবং অন্যান্য চার্জ। আমরা আপনাকে আরও নোটিশ দিচ্ছি যে পেমেন্টের তারিখ পর্যন্ত সুদের সাথে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে, আমরা উল্লিখিত আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে সমস্ত বা যেকোনো অধিকার প্রয়োগ করতে মুক্ত যা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন।
৬) অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি ক্রেডিট সুবিধার জন্য উপরে অনুচ্ছেদ ১-এ নির্দিষ্ট হারে সুদ জমা হতে থাকবে।
৭) আমরা উল্লিখিত আইনের এর উপ-ধারা (১৩) এর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার শর্তে আপনি বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় (অন্যান্য ব্যবসার সাধারণ কোর্সের চেয়ে), আমাদের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই করতে পারবেন না। আমরা যোগ করতে পারি যে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(১৩) এ থাকা উপরোক্ত বিধানের সাথে অ-সম্মতি, আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
৮) আমরা উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮) এর প্রতি আরও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার শর্তে আপনি সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করতে পারেন, যদি ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ বকেয়া পরিমাণ টেন্ডার করা হয় আপনার দ্বারা, সর্বজনীন নিলাম/আমন্ত্রণ কোটেশন/দরপত্র/ব্যক্তিগত চুক্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে যেকোনো সময়ে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরের মত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে, আপনার সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার অধিকার পাওয়া যাবে না।
৯. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই ডিমান্ড নোটিশটি আমাদের কাছে বকেয়া অর্থের বিষয়ে আরও দাবি করার অধিকার সহ, সীমাবদ্ধতা ছাড়াই আমাদের থাকতে পারে এমন অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের মওকুফ হিসাবে বিবেচিত হবে না এবং এটিকে বিবেচিত করা হবে না।

আপনার বিশ্বস্ত,
স্বা/-
চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত অফিসার

NOTICE

BEFORE THE LD CIVIL JUDGE (JR. DIVN), SADAR COURT, AT SURI BIRBHUM.
T.S. Case No- 123/2021

বাদী—১) প্রসেনজিৎ চন্দ্র, ২) ইন্দ্রনীল চন্দ্র, উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় নির্মল কুমার চন্দ্র, উভয়ের সাকিম- সাঁইথিয়া, পোঃ ও থানা- সাঁইথিয়া, জেলা- বীরভূম।

-বনাম-

বিবাদী—১) মৃনাল কান্তি মুখার্জ্জী, ২) শ্রী তপন মুখার্জ্জী, উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় তারাশঙ্কর মুখার্জ্জী, ৩) রুমা ব্যানার্জ্জী, পিতা- জিতেন্দ্র কুমার মুখার্জ্জী, স্বামী- সৌম্য ব্যানার্জ্জী, সর্ব সাকিম ও পোঃ- কুন্ডলা, থানা- ময়ূরেশ্বর, চৌকি- রামপুরহাট, জেলা- বীরভূম, ৪) রুনা রায়, পিতা- জিতেন্দ্র কুমার মুখার্জ্জী, স্বামী- কল্লোল রায়, সাকিম ও পোঃ- কুন্ডলা, থানা- ময়ূরেশ্বর, চৌকি- রামপুরহাট, জেলা- বীরভূম, হাল সাং- বি.বি. ৬/২ রেলপুকুর রোড, পোঃ- দেশবন্ধুনগর, ১৫৩, থানা- বাগুইআটি, কোলকাতা-৭০০০৫৯, ৫) কল্পনা মুখার্জ্জী, পিতা- জিতেন্দ্র কুমার মুখার্জ্জী, সাকিম ও পোঃ- কুন্ডলা, থানা- ময়ূরেশ্বর, চৌকি- রামপুরহাট, জেলা- বীরভূম, ৬) দিপালী চট্টোপাধ্যায়, পিতা- স্বর্গীয় তারাশঙ্কর মুখার্জ্জী, স্বামী- দেবকিনন্দন চট্টোপাধ্যায়, সাকিম ও পোঃ- কুন্ডলা, থানা- ময়ূরেশ্বর, চৌকি- রামপুরহাট, জেলা- বীরভূম, হাল সাং- ৯৭/১ সেন রেলিক রোড, উপকার গার্ডেন, আসানসোল, এমকর্ণ, আপার চেলিডাঙ্গা, ৭) শ্রীমতি লিপিকা মুখার্জ্জী, স্বামী- সাধন কুমার মুখার্জ্জী, ৮) অদিতি মুখার্জ্জী, পিতা- সাধন কুমার মুখার্জ্জী, স্বামী চম্পক ব্যানার্জ্জী, সাকিম ও পোঃ কুন্ডলা, থানা- ময়ূরেশ্বর, চৌকি- রামপুরহাট, জেলা-বীরভূম।

এতদ্বারা উপরিল্লিখিত ১ নং হইতে ৮ নং বিবাদীগণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, বাদীপক্ষ যথা ১) প্রসেনজিৎ চন্দ্র, ২) ইন্দ্রনীল চন্দ্র, উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় নির্মল কুমার চন্দ্র, উভয়ের সাকিম- সাঁইথিয়া, পোঃ ও থানা- সাঁথিয়া, জেলা-বীরভূম, নিজ তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন এবং আপনাদের গড় হাজিরার কারনে অত্র প্রকাশনার দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আপনারা স্বয়ং অথবা নিযুক্ত প্রতিনিধি মারফৎ অত্র আদালতে হাজির হইবেন নচেৎ আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইবে।

Schedule-A

District- Birbhum, P.S.- Sainthia, Moujo Monai, J.L. No. 8, R.S. Kh no- 443 & 445. **Schedule B** in accordance with the Title Deed I-184 of 1968. District Birbhum P.S.-Sainthia, Chouki, Sub Registry offices Suri, Pargana- Dori Moreswar, Touzi No- 449, R. Survey No- 226. J.L. No- 8341, Mouja- Monai, R.S. Kh. No- 443 & 445,

PLOT NO.	CLASS	AREA	PLOT NO.	CLASS	AREA
2109	BAID/ DANGA	39 Decimal	1830/2216	Do	35 Decimals
2144	DO	18 Decimals	1830/2217	Do	31 Decimals
2156	TORI	32 Decimals	1830/2218	Do	15 Decimals
1872	BAID/ DANGA	69 Decimals	2145	Do	34 Decimals
2117	Do	36 Decimals	2145/2227	Do	28 Decimals
1830	Tori	61 Decimals	2145/2884	Do	04 Decimals
1830/2207	Do	12 Decimals	2146/2225	Do	22 Decimals
1830/2208	Do	35 Decimals	2148	Do	27 Decimals
1830/2209	Do	15 Decimals	2148/2237	Do	25 Decimals
1830/2210	Do	34 Decimals	2148/2239	Do	22 Decimals
1830/2212	Do	28 Decimals	2158/2241	Do	18 Decimals
1830/2213	Tori	20 Decimals	2164/2245	Do	31 Decimals
1830/2214	Tori	13 Decimals	2164/2246	Do	27 Decimals
2830/2215	Do	07 Decimals	2164/2248	Do	20 Decimals
			2164/2247	Do	24 Decimals
			2164	Do	32 Decimals
			2158	Do	21 Decimals

আদেশানুসারে
সুদীপ কুমার মুখোপাধ্যায়
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশন),
সিউড়ী, বীরভূম। ২২/১২/২০২২

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda (विजया VIJAYA | देना DENA)

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা বিজয় নগরী শাখা
দোকান নং ১৩ থেকে ১৮, গ্রীন একরস ফেজ-১, ওয়াঘবিল নাকা, ঘোড়বন্দর রোড
থানে ওয়েস্ট -৪০০৬১৫

রেফা: BOB/GHODBA/NOVATECH/SARFAESI/2023-24 **তারিখ: ১৯.০৩.২০২৪**

গ্যারান্টরের প্রতি নোটিশ
(সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (২) এর অধীনে)

প্রতি
শ্রী সুকুমার ঘোষ, (মেসার্স নোভাটেক প্রজেক্টস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর)
ফ্ল্যাট নং ৯০৩, ৯ম ফ্লোর, এ উইং, বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধানচল ফেজ ৬/১ সিএইচএসএল, অফ পোখরান রোড নং ৩ বন্ধ, গ্রাম মাজিওয়াদে, জেলা থানে -৪০০৬১০
এবং ফ্ল্যাট ৬০১, ৬ষ্ঠ ফ্লোর , বিল্ডিং নং ১, পুষ্পমঙ্গল কমপ্লেক্স, পাঁচপাখাদি, বাবুসেঠ পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন, এলবিএস মার্গ, থানে (পশ্চিম) , ৪০০৬০১
এবং ফ্ল্যাট নং ১৭/১০৩, ফেজ ৩, সিদ্ধানচল কমপ্লেক্স, অফ পোখরান রোড নং ২, গ্রাম মাজিওয়াদে, তালুকা ও জেলা থানে - ৪০০৬১০।
শ্রী সৌম্যদীপ ঘোষ, ফ্ল্যাট নং ১০০৩, ১০ তম ফ্লোর , এ উইং, বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধানচল ফেজ ৬/১ সিএইচএসএল , অফ পোখরান রোড নং ৩, গ্রাম মাজিওয়াদে, জেলা থানে-৪০০৬১০
এবং ফ্ল্যাট নং ৯০৩, ১০ ফ্লোর , এ উইং, বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধানচল ফেজ ৬/১ সিএইচএসএল , অফ পোখরান রোড নং ৩ বন্ধ, গ্রাম মাজিওয়াদে, জেলা থানে -৪০০৬১০
এবং ৩০২, গোদাবরী সঙ্গম গার্ডেনস, তাঁতিগেরিয়া, মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১১০২।
শ্রী রাজদীপ ঘোষ, ফ্ল্যাট নং ১০০৩, ১০ম ফ্লোর , এ উইং, বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধানচল ফেজ ৬/১ সিএইচএসএল , অফ পোখরান রোড নং ৩, গ্রাম মাজিওয়াদে, জেলা থানে-৪০০৬১০।
এবং ফ্ল্যাট নং ৯০৩, ১০ ফ্লোর, এ উইং, বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধানচল ফেজ ৬/১ সিএইচএসএল, অফ পোখরান রোড নং ৩ , গ্রাম মাজিওয়াদে, জেলা থানে -৪০০৬১০।
শ্রীমতী মাধুরী ঘোষ, ফ্ল্যাট নং ১০০৩, ১০ম ফ্লোর , এ উইং, বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধানচল ফেজ ৬/১ সিএইচএসএল, অফ পোখরান রোড নং ৩, গ্রাম মাজিওয়াদে, জেলা থানে-৪০০৬১০।
এবং ফ্ল্যাট নং ৯০৩, ১০ম ফ্লোর , এ উইং, বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধানচল ফেজ ৬/১ সিএইচএসএল , অফ পোখরান রোড নং ৩ বন্ধ, গ্রাম মাজিওয়াদে, জেলা থানে -৪০০৬১০।
মেসার্স ডরভ প্রসেস ইকুইপমেন্টস প্রাঃ লিঃ, ফ্ল্যাট ৬০১, ৬ষ্ঠ ফ্লোর , বিল্ডিং নম্বর ১, পুষ্পমঙ্গল কমপ্লেক্স, পাঁচপাখাদি, বাবুসেঠ পেট্রোল পাম্পের সংলগ্ন, এলবিএস মার্গ, থানে (পশ্চিম) , ৪০০৬০১। **এবং** প্লট নম্বর এ-৪০, তালোজা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, তালুকা গ্রাম পেন্ধর, তালুকা পানভেল, জেলা রায়গড় - ৪১০২০৮।
এবং দোকান নং ৭, গ্রাউন্ড ফ্লোর , যশবন্ত সিএইচএসএল , সুইমিং পুলের কাছে, মনীষা নগর, কালওয়া থানে - ৪০০৬০৫।

প্রিয় মহাশয়,
রেফা.: মেসার্স নোভাটেক প্রজেক্টস(ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেডকে দেওয়া ক্রেডিট সুবিধার জন্য আপনার গ্যারান্টি।

***

১. যেহেতু আপনি অবগত আছেন, আপনার কাছে ০৯-১১-২০১৬ তারিখের একটি গ্যারান্টি রয়েছে, সমস্ত অর্থের দাবিতে নিশ্চিত অর্থ প্রদান এবং তারপরে বা তার পরের যে কোনও সময়ে **মেসার্স নোভাটেক প্রজেক্টস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড** দ্বারা আমাদের কে, মোট ক্রেডিট সীমা **২৩,৪০,০০,০০০.০০/- টাকা (তেইশ কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র)** তদুপরি সুদ সহ উল্লিখিত গ্যারান্টি নথিতে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্যারান্টি বাধ্যবাধকতা সুরক্ষিত করার জন্য আপনি আমাদের নিম্নলিখিত সিকিউরিটিজ প্রদান করেছেন
ভাটপাড়া পৌরসভা ওয়ার্ড নং. ৩২, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা অধীন সম্পত্তির সমস্ত সুবিধা এবং অন্যান্য অনুষঙ্গীর অধিকার সহ ছায়াযুক্ত কাঠামো সহ জমি সম্পত্তির উপর ন্যায়সঙ্গত বন্ধকের উপর ২৬.৬৭% পারিপাসু চার্জ, যা এডিএসআরও নৈহাটি এর অধীনে, মৌজা মাদ্রাইলের অধীনে হাবালী শহর পরগণাস, সম্পত্তিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ স্বার্থের অধীনে, জেএল নং ২ রেসা নং.১৪, তৌজি নং.১১৯৩, এবং সুকুমার ঘোষের মালিকানাধীন পি এন্ড এম এর অধীনে থাকা সম্পত্তির উপর রাজকীয়। জমি- ৯৩৯১ বর্গ মিটার, বিল্ডিং- ৩৫২০০ বর্গফুট
উপরোক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে :-
উত্তর- কানু পাল চৌধুরী — দক্ষিণ- মাদ্রাল পাম্প হাউস
পূর্ব- ২০' চওড়া রাস্তা — পশ্চিম- দাগ নং ১১৭৯ ও ১১৮৩
ফ্ল্যাট নং ৬০১, ৬ষ্ঠ ফ্লোর , বিল্ডিং নং ১, পুষামঙ্গল কমপ্লেক্স, বাবুশেঠ পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন পঞ্চপাখাদি, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ, থানে পশ্চিমে ১৮২০ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ১৩৪৮ বর্গফুট সুকুমার ঘোষ এবং মাধুরী ঘোষ মালিকানাধীন এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধকের উপর ২৬.৬৭% হারে পারিপাসু চার্জ।
ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট নং এ/৯০৩, ৩এ/১০০৩, সিদ্ধাচল, ফেজ-৬, অফ পোখরান রোড নং ২ থানে, গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ, এ-উইং, বিল্ডিং নম্বর ৩ , মাজিওয়াদা গ্রাম, সুপার বিল্ট-আপ এলাকা ১০৪৭ বর্গ. ফুট, সম্মিলিত কার্পেট এলাকা ২০৯৪ বর্গফুট ফ্ল্যাট নং.৯০৩ সুকুমার ঘোষ ও রাজদীপ ঘোষের মালিকানাধীন এবং ফ্ল্যাট নং. ১০০৩ সৌমদীপ ঘোষ এবং মাধুরী ঘোষের মালিকানাধীন এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধকের মাধ্যমে এর উপর ২৬.৬৭% এর পারি পাসু চার্জ ।
২. আমরা আপনাদেরকে জানাছি যে ঋণগ্রহীতা তার দায় পরিশোধে খেলাপি করেছে এবং ফলস্বরূপ তার অ্যাকাউন্টটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সংযুক্ত আছে সিকিউরিটাইজেসন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট ,২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীন১৯.০৩.২০২৪ তারিখের নোটিশের একটি অনুলিপি ঋণগ্রহীতার কাছে আমাদের দ্বারা পাঠানো । যেহেতু ঋণগ্রহীতা খেলাপি করেছে, গ্যারান্টির পরিপ্রেক্ষিতে আপনি আমাদের কাছে ঋণ/ক্রেডিট সুবিধার বকেয়া পরিমাণ **১৭,২০,৫৪,১৯৪.৬৬/- টাকা (সতেরো কোটি কুড়ি লক্ষ চুয়ান্ন হাজার একশো চুরানব্বই টাকা ছেষট্টি পয়সা মাত্র)** + অপ্রয়োগিত সুদ এবং আদায়ের তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য চার্জ যদি থাকে পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ হয়েছেন। এবং আমরা এতদ্বারা গ্যারান্টি আহ্বান করছি এবং আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ১৯.০৩.২০২৪ তারিখের নোটিশের অনুচ্ছেদ ১-এ উল্লিখিত হারে ঋণগ্রহীতার সুদ জমা হতে থাকবে (কপি সংযুক্ত)।
৩. আমরা আপনাকে আরও জানাতে চাই যে ঋণগ্রহীতার দ্বারা ঋণ এবং অগ্রিমের যথাযথ পরিশোধের জন্য আপনার গ্যারান্টি দায়বদ্ধতাগুলি সুরক্ষিত করার জন্য আপনার দ্বারা প্রদত্ত নিরাপত্তার বিষয়ে, ৬০ দিনের এই নোটিশটি সিকিউরিটাইজেসন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট ,২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীন নোটিশ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। আমরা আপনাকে আরও নোটিশ দিচ্ছি যে পেমেন্টের তারিখ পর্যন্ত সুদের সাথে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে, আমরা উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে সমস্ত বা যেকোনো অধিকার প্রয়োগ করার স্বাধীনতায় থাকব, যা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন।
৪. আমরা উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১৩) এর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার শর্তে আপনি বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় (অন্যান্য ব্যবসার সাধারণ কোর্সের চেয়ে), আমাদের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই করতে পারবেন না। আমরা যোগ করতে পারি যে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(১৩) এ থাকা উপরোক্ত বিধানের সাথে অ-সম্মতি, আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
৫. আমরা উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮) এর প্রতি আরও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার শর্তে আপনি সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করতে পারেন, যদি ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ বকেয়া পরিমাণ টেন্ডার করা হয় আপনার দ্বারা, সর্বজনীন নিলাম/আমন্ত্রণ কোটেশন/দরপত্র/ব্যক্তিগত চুক্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে যেকোনো সময়ে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরের মত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে, আপনার সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার অধিকার পাওয়া যাবে না।
৬. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই ডিমান্ড নোটিশটি আমাদের কাছে বকেয়া অর্থের বিষয়ে আরও দাবি করার অধিকার সহ, সীমাবদ্ধতা ছাড়াই আমাদের থাকতে পারে এমন অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের মওকুফ হিসাবে বিবেচিত হবে না এবং এটিকে বিবেচিত করা হবে না।

আপনার বিশ্বস্ত,
স্বা/-
চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত অফিসার

মালদার রূপকার গনিখান চৌধুরি আজ নেই, তবে স্মরণে রয়েছেন প্রত্যেক রাজনীতিবিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার রূপকার হিসেবেই পরিচিত প্রয়াত প্রাক্তন রেলমন্ত্রী এবিএ গনিখান চৌধুরি। বয়স জনিত কারণে ১৮ বছর আগে ২০০৬ সালে মারা গিয়েছিলেন গনিখান চৌধুরী। তবুও আজকের দিনেও নির্বাচন আসলে গনি বিনে গীত নেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর। লোকসভা নির্বাচনের মুখে মালদার দুটি কেন্দ্রেই এখন যেন বিরোধী দলগুলোর সেই গনিখান চৌধুরি ভরসা। যদিও জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সীর দাবি, গনিখান চৌধুরি স্মরণীয় একজন ব্যক্তিত্ব। তিনি একসময় উন্নয়ন করেছেন। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মানুষের ঘরে ঘরে যেভাবে উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে তা বিগত দিনের সব কিছু উন্নয়নকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত বলেন, আজকের দিনে গনি মিথ সম্ভব নয়। একসময় গনিখান নিঃসন্দেহে মালদার রূপকার ছিলেন। আজকের বর্তমান কংগ্রেসের প্রজন্ম গনির সেই কাজ কোনওদিনই করতে পারবে না।

এদিকে কংগ্রেসের দক্ষিণ মালদার প্রার্থী তথা গনিখানের ভাইপো ইশাখান চৌধুরির বক্তব্য, গনিখান চৌধুরির বিকল্প নেই। মালদা শুধু নয়, গোটা বাংলাকে উন্নয়নের রূপ দেখিয়ে গিয়েছিলেন গনিখান চৌধুরী। তাই নির্বাচন আসলে বিভিন্ন দলগুলি তাঁকে চর্চায় রাখেন।

উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালে অবিভক্ত মালদা লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রথমবার জিতে সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছিলেন আবু বরকত আতাউর গনিখান চৌধুরী। সেই শুরু একটানা আটবার মালদা থেকে সাংসদ হিসাবে অপরাজেয় থাকার রেকর্ড করেন বরকত সাহেব। ২০০৬ সালে তার মৃত্যুর পর নির্বাচন হয় এই লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হন বরকত সাহেবের ভাই আবু হাসেম খান চৌধুরি (ডালু)। তাকেও খালি হাতে ফেরায়নি মালদার মানুষ। অবিভক্ত মালদা এবং পরবর্তীতে দক্ষিণ মালদা মিলিয়ে একটানা পর পর চারবার সাংসদ নির্বাচিত হন ডালুবাবু। এবিএ গনিখান চৌধুরি তিনি কয়লা মন্ত্রী, রেলমন্ত্রী থাকাকালীন জেলায় বহু উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছেন। যেটা মালদার মানুষ এখনো তাকে ভুলতে পারেনি। তবে সময়ের সঙ্গে রাজনৈতিক গতিবিধিও পরিবর্তন হয়েছে। গনিখান চৌধুরি আজ নেই। তবে এখনো মালদার মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করেন। গনিখান ম্যাজিক বা তার নামে ভোট প্রচার করে বিভিন্ন দলগুলি। গনিখান চৌধুরি প্রয়াত হওয়ার পর মালদা শহরের বিভিন্ন এলাকায় কোথাও পূর্ণবয়ব মূর্তি আবার কোথাও আবক্ষ মূর্তি বসানো হয়েছে।

রাজ্য যুব কংগ্রেসের সম্পাদক কুনাল ভ্রান্তি চৌধুরী বলেন, বরকত সাহেব শুধু মালদার কাজ করেননি। গোটা পশ্চিমবঙ্গে কাজ করে গিয়েছেন। কলকাতার মেট্রোরেলে চালুর বিষয়ে বরকত সাহেবের অবদান রয়েছে। আজও তার নামেই ভোট হয়ে আসছে। বিভিন্ন দলগুলি গনিখান সাহেবের নাম প্রচারে তুলছেন।

ইংরেজবাজার শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি বলেন, মালদা জেলায় গনিখান চৌধুরির নাম সব সময় থাকবে। কারণ, তিনি মালদার রূপকার। লোকসভা নির্বাচনে তার নাম থাকবে এটাও সত্য। তবে মানুষ এখন ভরসা করছে দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জিকে। আজকের দিনে বাংলার আদি কেউ উন্নয়ন করতে পারেন তার নাম মমতা ব্যানার্জি। একসময় গনিখান চৌধুরির সঙ্গে মমতা ব্যানার্জির ভালো সম্পর্ক ছিল। মালদার মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস গনিখান চৌধুরীর পর যদি কেউ উন্নয়ন করতে পারে সেটি হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু, বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতির অভিযোগে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রবিবার সকালের ঝড় বৃষ্টির জেরে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে হুগলি জেলার পুরশুড়ার বলরামপুর গ্রামে মর্মান্তিক ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতির অভিযোগ তুলে উত্তেজিত জনতা পথ অবরোধ করে। আর এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃত ব্যক্তির নাম আনন্দ পাড়ুই। বাড়ি বলরামপুর এলাকায়। জানা গিয়েছে, এদিন ঝড়ে ওই এলাকায় বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গিয়েছিল। এলাকায় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা সারাইয়ের কাজ করছিল। বিদ্যুতের পোলগুলিতে বিদ্যুতের তার লাগানোর পর বিদ্যুৎ সংযোগ দিতেই তার ছিঁড়ে দুর্ঘটনা ঘটে। বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে আনন্দ পাড়ুই নামে বছর চল্লিশের এক ব্যক্তির ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। আহত হয় আরও দুই জন। আহত ব্যক্তির নাম প্রণবেশ পাড়ুই। তিনি পুরশুড়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই দুর্ঘটনার পরে বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে লাইন

তদারকির গাফিলতির অভিযোগ তুলে গ্রাম সংলগ্ন সামন্তরোড অবরোধ করেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া মাত্রই তারটি ছিঁড়ে আনন্দের গায়ে পড়ে জড়িয়ে যায়, তার কোলে থাকা শিশুটি ছিটকে পড়ে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তার ভাই বাঁচাতে গেলে আহত হন। এরপর উত্তেজিত জনতা সামন্ত রোড অবরোধ করে। এই বিষয়ে একজন অবরোধকারী বলেন, বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতির জন্য একজন মানুষের প্রাণ চলে গেল। কাঁচা তারের বদলে কেবল তার লাগানোর প্রয়োজন। অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বিদ্যুৎ দপ্তরকে। ক্ষতিপূরণের দাবিতেই এই পথ অবরোধ করা হয়। তবে পুলিশ গিয়ে অবরোধ তুলে দেয়। যদিও পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তর। সবমিলিয়ে এই ঘটনায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লেও পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

এনআইএর সঙ্গে গোপন বৈঠকের দাবিতে মামলার হুঁশিয়ারি জিতেন্দ্রর

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: এনআইএর সঙ্গে জিতেন্দ্র তিওয়ারির গোপন বৈঠক হয়েছে বলে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলে সাংবাদিক বৈঠক করলেন রাজ্য তৃণমূলের নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও তৃণমূলের রাজ্য নেতা কুনাল ঘোষ। এক সপ্তাহের মধ্যে এনআইএ নিয়ে যে আপত্তিজনক মন্তব্য তৃণমূল করেছে, তা প্রত্যাহার না করলে মানহানির মামলা করার হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি।

কলকাতায় রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব সাংবাদিক বৈঠক করে জিতেন্দ্র তিওয়ারির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, ২৬ মার্চ জিতেন্দ্র তিওয়ারি, ধনরাম সিং, এসপি, এনআইএর বাসভবনে বৈঠক করেছিলেন। ৬ এপ্রিল ভূপতিনগর ষড়যন্ত্রও পরিকল্পিত হয় বলে অভিযোগ তোলা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জিতেন্দ্র তিওয়ারির স্পষ্ট দাবি, 'আমি কার সঙ্গে দেখা করব, আর কার সঙ্গে দেখা করব না, সেটার উত্তর কি তৃণমূলকে দেব?' এক সপ্তাহের মধ্যে তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্ব যদি তাঁর বিরুদ্ধে তোলা এনআইএ নিয়ে আপত্তিকর অভিযোগ প্রত্যাহার না করে, তা হলে মানহানির মামলা করবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন জিতেন্দ্র।

তাঁর দাবি, তৃণমূল ভোটের আগে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে চাইছে এটা তিনি হতে দেবেন না। রবিবারের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের কাঁটাবেড়িয়া এলাকায় বিজেপির এক সাংগঠনিক কর্মিসভায় উপস্থিত হয়ে বলেন তিনি। পাশাপাশি তিনি আরও জানান যে, তাঁর বিরুদ্ধে ভোটের আগে তৃণমূল বেসামাল হয়ে এই কথা বলছে।

বীরভূমের রামপুর অঞ্চলের কুলকুড়ি গ্রামে প্রচারে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধর।

চাপড়ায় গোষ্ঠীকোন্দলে তৃণমূল কর্মীকে কোপানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ার চাপড়ায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক তৃণমূল কর্মীকে এলোপাথাড়ি কোপানোর অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর বিরুদ্ধেই। আহত তৃণমূল কর্মীব শরিফুল বিশ্বাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার জেরে গ্রেপ্তার একজন।

সূত্রের খবর, শনিবার সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ চাপড়া থানার ছোট আন্দুলিয়া এলাকায় শরিফুল বিশ্বাস নামে এক তৃণমূল কর্মীকে রাস্তা থেকে মাঠের ভিতরে নিয়ে গিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে থাকেন বলে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চাপড়া থানার পুলিশ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তৃণমূল কর্মীকে উদ্ধার করে চাপড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। আহতের পরিবারের পক্ষ থেকে ১২ জনের নামে চাপড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ শনিবার রাতেই বাকের শেখ নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে রবিবার আদালতে পাঠায়।

শরিফুলের দাদা অয়িদুল্লা বিশ্বাসের দাবি, 'ভাইকে কয়েকজন মাঠে নিয়ে গিয়ে কুপিয়েছেন। অন্ধকারে মুখ বেঁধে এসে ওঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে মেরেছে। কেন মারল জানি না। তবে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়েছেন।' ওঁরা সাত-আটজন ছিলেন বলে দাবি করেন আহত ব্যক্তির দাদা। তিনি আরও দাবি করেন, একটি ভ্যান গাড়িতে গোরু নিয়ে যাচ্ছিল ভাই। মাঝ রাস্তায় পথ আটকায়। মোবাইল ফোনটা কেড়ে নেন। তারপর মারধর শুরু করেন। ভাই তৃণমূল কংগ্রেস দল করে। পার্টি করাটাই অপরাধ হল কিনা বুঝতে পারছেন না আহত ব্যক্তির দাদা।

তবে হামলাকারীদের এখনও চেনা যায়নি বলেও দাবি তাঁর। পুলিশ তাঁর ভাইকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে খবর পেয়ে বাড়ির লোকেরা যান। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে নদিয়ার চাপড়ায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল এই প্রথম নয়। গত দু'দিন আগেই মহুয়া মৈত্রর নির্বাচনী প্রচারে গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল। প্রচার থামিয়ে সেই গোষ্ঠীকোন্দল মেটাতে আসরে নামতে হয় তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রকে।

বিজেপিকে বিসর্জন দিন : অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: যারা ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান সহ বাংলার জন্য কিছু করেনি, সেই বিজেপিকে বাংলা থেকে বিসর্জন দিতে হবে। রবিবার ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী দীপক অধিকারীর (দেব) সমর্থনে জনসভায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে এভাবে আক্রমণ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘাটালে জনসভা করার আগে রোড শো ও মিছিল করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় তিনি ঘাটালবাসীর উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা বিজেপির কেউ ভোট চাইতে এলে দুটো প্রশ্ন করবেন। প্রথমে জিজ্ঞেস করবেন ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের জন্য দশ বছরে বিজেপি সরকার কী করেছে? আশি শতাংশ টাকা দেওয়ার কথা কিন্তু দেয়নি কেন? এরপরে বলবেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি উত্তর কলকাতায় বিজেপির মিছিল থেকে ভাঙা হয়েছিল কেন? যারা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙতে পারে তাদেরকে বাংলা বিরোধী বলা যায়।'

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মেদিনীপুরের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন কৃষকদের উন্নয়নে বিজেপি সরকার বদ্ধপরিকর। কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া এবং হুগলি জেলার কৃষকদের চোখে জল কেন? কেন দু'দিন বৃষ্টি হলে এসব এলাকা চাষিদের চোখের জল থামতে চায় না। দামোদর, কংসাবতী, কপালেশ্বরী নদীর জল এক জায়গায় হয়ে এখানকার কৃষকদের সমস্ত চাষাবাদ নষ্ট করে দেয়। এইসব কথা ভেবে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান কী কেন্দ্র সরকার করতে পারে না?'

অভিষেক বলেন, '১০ বছর সাংসদ থাকার পরেও কেন্দ্র সরকারকে বারবার বলে যখন ঘাটার মাস্টার প্ল্যান হয়নি তখন অভিমানী দীপক অধিকারী বলেছিলেন আর তিনি রাজনীতি করবেন না ভোটেও দাঁড়াবেন না। তখনই তাঁকে বলেছিলাম যে কেন্দ্রের সরকার মানুষের ১০০ দিনের কাজের টাকা এবং বাড়ি তৈরির টাকা দেয়নি। তারা ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের জন্য টাকা দেবে না। টাকা আমরাই দেব সুতরাং অভিমান না করে ঘাটালে প্রার্থী হতে হবে। এপ্রিলের মধ্যে কেন্দ্র থেকে সদুত্তর না পেলে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান আমরাই করে দেব। এটাই দিদির গ্যারান্টি।

৫৯ লক্ষ গরিব মানুষের ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র সরকার, আমরা সেই টাকা দেওয়ার বিকল্প ব্যবস্থা করেছি। এই এপ্রিল মাসের ১ তারিখ থেকে ৫০০ টাকার বদলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ১০০০ করে অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। তপশিলি উপজাতিরা পাচ্ছেন বারোশো টাকা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে আমরা যদি ২৫ হাজার কোটি টাকা দিতে পারি, তা হলে পনেরশো কোটি টাকা খরচ করে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান আমরাই করতে পারব।'

তাঁর দাবি, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বছরের মধ্যে অনেকবার এসে জেলায় জেলায় পরিষেবা দিয়ে যান কিন্তু বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আপনাদের এলাকায় আসেন না। তারা এজেন্সি লাগিয়ে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি যাঁকে দাঁড় করিয়েছে ছয় মাস আগে সে আমার কাছে গিয়েছিল দরজা খুলিনি। তিনি খড়গপুরের বিধায়ক কিন্তু খড়গপুরের জন্য কিছু করেনি সে আবার ঘাটালে দেবকে হারাবে। আগে খড়গপুর সামলাক তারপরে ঘাটাল সামলাতে আসবে।'

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্র সরকারের নোটবন্দি নিয়েও কটাক্ষ করে বলেন, 'বিজেপি ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারে কিন্তু তারা করে না। বিজেপির সবকিছু আছে শুধু তাদের পাশে মানুষ নেই। আর তৃণমূলের কিছুই নেই কিন্তু আমাদের পাশে মানুষ আছে। যারা বাংলার জন্য কিছু করেনি তাদেরকে বিসর্জন দিন। ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের জন্য দীপক অধিকারীকে ভোট দিন। দেবকে ভোট দেওয়া মানেই ঘাটালে মাস্টারপ্ল্যান হওয়া।'

ইসকনে হাতিকে খাবার দিতে গিয়ে মৃত্যু মাহুতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ার মায়াপুর ইসকনে হাতিকে খাবার দিতে গিয়ে হাতি পিষে মারল মাহুতকে। ঘটনায় আহত আরও একজন মাহুত। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার মায়াপুর ইসকনের হাতিশালায়। মৃত মাহুতের নাম সমুদ্র রাভা। বয়স আনুমানিক ২৭ বছর। তাঁর বাড়ি অসমের কামরূপ জেলার ডুলিয়া গ্রামে।

সূত্রের খবর, শনিবার রাতে হাতিকে খাবার দিতে গিয়েই এই বিপত্তি ঘটে। ঘটনার পর মাহুতকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় মায়াপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মাহুতকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় অন্য আরও একজন মাহুত অজয় রাভা আহত হয়ে প্রথমে মায়াপুরের বেসরকারি হাসপাতালে, সেখান থেকে কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

জানা গিয়েছে, রাতে হাতিকে খাবার দিতে গিয়ে মাহুতকে পিলারে পিষে দেয় মায়াপুর ইসকনের একটি ছোট হাতি। হাতির এমন বেগতিক পরিস্থিতি দেখে অন্য আরও একজন মাহুত ওপর থেকে লাফ দেন। তাঁরও গুরুতর আঘাত লাগে। ঠিক কী কারণে এবং কী ভাবে মৃত্যু হয়েছে মাহুতের তার তদন্ত শুরু করেছে মায়াপুর ফাঁড়ি সহ নবদ্বীপ থানার পুলিশ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বনবিভাগের কর্তারা। তাঁরা এসে দেখেন হাতিটি বর্তমানে সুস্থ আছে।

এ প্রসঙ্গে মায়াপুর ইসকন মন্দিরের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস মহারাজ জানান, সরকারি সব নিয়মকানুন মেনে প্রায় কুড়ি বছর ধরে লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া নামের দু'টি হাতি মায়াপুর ইসকন মন্দিরে পোষা হচ্ছে। এদের মধ্যে একটি হাতির বয়স আনুমানিক ২৭ ও অপরটির ৩০ বছর। প্রতিবছর নিয়ম মেনে রাস পূর্ণিমা থেকে শুরু হয়ে দোল পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেলে মন্দির প্রাঙ্গণে বিগ্রহ নিয়ে হাতির পরিক্রমা করা হয়। এছাড়াও প্রতিদিন দু'বেলা মাহুতরা হাতিদের মন্দির চত্বর ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাতে নিয়ে যান। অসম থেকে এসে মাহুতদের চারটি পরিবার দীর্ঘদিন ধরে এখানে থেকে পালা করে হাতিগুলির দেখভাল করে। এর আগে মন্দিরে গোলাপ কলি নামের একটি পূর্ণবয়স্ক হাতি ছিল। ২০০০ সালের বন্যার সময় বয়সজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে সেটি মারা যায়। পরে অসম থেকে এই দু'টি হাতিকে ইসকন মন্দিরে নিয়ে আসা হয়েছিল।

এছাড়াও তিনি জানান, এদিন সন্ধ্যাতেও একই ভাবে হাতিশালা থেকে মাহুতরা হাতি দু'টিকে ঘোরাতে নিয়ে গিয়েছিল। পরে হাতিশালায় ফিরে গিয়ে ছোট হাতিটি অজ্ঞাতকারণবশত হঠাৎ করে সমুদ্র রাভা নামের ওই মাহুতকে আক্রমণ করে বসে। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে আহতহন অপর একজন মাহুত। তৎক্ষণাৎ তাঁদেরকে উদ্ধার করে অ্যাম্বুল্যান্সের মাধ্যমে চিকিৎসার জন্য মায়াপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সমুদ্র রাভাকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

হাতিশালাটি সংরক্ষিত হওয়ার কারণে মূল মন্দির থেকে বেশ কিছুটা দূরে ও লোকালয়ের বাইরে বলে দুর্ঘটনার কথা প্রথমে কেউ জানতে পারেননি। পরে ঘটনাটি জানতে পেরে মন্দিরের পক্ষ থেকে সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আহত মাহুতকে চিকিৎসার জন্য কল্যাণী এইমস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর আঘাত গুরুতর না হলেও বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

জঙ্গল থেকে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় হুগলি জেলার গোঘাটের মান্দারণ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙামাটি এলাকায়। ওখানকার একটি জঙ্গলে স্থানীয়রা এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবতীর মৃতদেহ দেখতে পায়। এরপরেই এলাকায় চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছয় গোঘাট থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে। মৃত যুবতীর নাম এবং পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনা প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীদের অনুমান

পরিকল্পিতভাবে বাইরে থেকে এনে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। লোকসভা ভোটের আগে এই ঘটনা নিয়ে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গোঘাটের রাঙামাটি এলাকায় স্থানীয় একটি জঙ্গলে যুবতীর দেহটি দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, যুবতীর গলাটি গাছের সঙ্গে বাঁধা আছে বসে থাকা অবস্থায়। তা দেখেই স্থানীয়দের অনুমান হয়তো বাইরে থেকে নিয়ে এসে এই রকম একটি ফাঁকা জায়গায় জঙ্গলে সম্ভবত রাতের বেলায় এই যুবতীকে ধর্ষণ করে খুন করে গাছের সাথে বেঁধে রেখে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। আর এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। স্থানীয় মানুষ উজ্জ্বল সাঁতরা বলেন, ঘটনাটা দেখে যেটা অনুমান করা যাচ্ছে ধর্ষণ করা হয়েছে। আমরা এসে দেখি গলাতে ওড়না বাঁধা। এই জঙ্গলে রান্নার জন্য প্রতিদিন মানুষ পাতা কুড়াতে আসে। তারা এসে দেখে একজন মহিলাকে গাছের গোড়াতে বসিয়ে রাখা হয়েছে, ওড়না বাধা, জামা প্যান্ট ছেঁড়া। সবমিলিয়ে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

লকেটের গাড়ির ওপর হামলার প্রতিবাদে মগরা থানায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাঁশবেড়িয়ায় হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের গাড়ির ওপর হামলার প্রতিবাদ। মগরা থানার সামনে জিটি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ বিজেপির। বেশ কিছুক্ষণ অবরোধের পর পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ সরিয়ে দেয়।

বিজেপি হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তুষার মজুমদার বলেন, 'প্রার্থীকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল ভয় পেয়েছে তাই আক্রমণ হচ্ছে।' বাঁশবেড়িয়া ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে কালী পুজোয় যোগ দিয়ে ফেরার সময় লকেট চট্টোপাধ্যায়ের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ করে তৃণমূল। কালো পতাকা নিয়ে গো-ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়।

তৃণমূলের দাবি, পাঁচ বছর সাংসদ ছিলেন লকেট, তাঁকে দেখা যায়নি, তাই সাধারণ মানুষের এই বিক্ষোভ। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসসি প্রিয়ব্রত বক্সি বলেন, 'বিজেপি প্রার্থী বলাগড় থেকে চুঁচুড়ায় ফিরছিলেন। হঠাৎ তিনি বাঁশবেড়িয়া পুরসভার ১৭ নং ওয়ার্ডে একটি কালী পুজোয় যান। যার কোন তথ্য পুলিশের কাছে ছিল না। সেখানে পুজো দিয়ে ফেরার পথে তৃণমূল সমর্থকরা স্লোগান দেন। পালটা বিজেপি সমর্থকরাও স্লোগান দেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যায়। এই ঘটনায় বিজেপি প্রার্থীর গাড়ির কোনও ক্ষতি হয়নি বা শারীরিক ভাবে তিনি কোন আঘাত পাননি।'

বিজেপি প্রার্থীর তরফে লিখিত অভিযোগ এখনও পর্যন্ত কোনও

থানায় করা হয়নি। তবে ঘটনায় বিজেপি সমর্থক দেবাশিস মুখোপাধ্যায় বাঁশবেড়িয়া পুরসভার ভাইস চেয়ারপারসন শিল্পী চট্টোপাধ্যায়-সহ ১৭ জনের নামে একটা অভিযোগ দায়ের করেছেন মগরা থানায়। পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এখনও কেউ আটক হয়নি। নির্বাচন কমিশন যদি পুলিশের থেকে কোনও বিষয়ে কিছু জানতে চান, তা হলে পুলিশ সেই অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করবে বলে জানান পুলিশ কর্তা। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনায় ৩২৩, ৩৪১, ৫০৬ ও ৩৪ ধারায় মামলা রুজু হয়।

তারকেশ্বরে বাজ পড়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: রবিবারের সকাল থেকেই প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে বজ্রপাতের জেরে বলি এক যুবক। তারকেশ্বরের পিয়াসাড়া এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম লক্ষ্মণ মালিক (২৬)। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার সকালবেলা কৃষিজমিতে কাজ করছিলেন। আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে দেখেই বাড়ি ফেরার চেষ্টা করেন তিনি। সেই সময় হঠাৎই শুরু হয় বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি। বজ্রপাতে গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ওই যুবক। এবার পথচলতি যে সকল লোকজন ফিরছিলেন তাঁরাই তড়িঘড়ি তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতাল ভর্তি করেন। সেখানেই যুবককে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। মৃতের পরিবারের এক সদস্য বলেন, 'ও তো কাজে গিয়েছিল। সকাল থেকেই আকাশ কালো করেছিল। এবার যখন দেখছে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে সেই সময় ও মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু হঠাৎ করে বাজ পড়ে। আর বজ্রাঘাতেই মৃত্যু হয়।'

ক্লোজ ক্যাম্পেনিংয়ে জোর হাওড়ার বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: লোকসভা নির্বাচনের প্রচার চলছে। রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের মতো করে প্রচার করছে। হাওড়ায় লোকসভা নির্বাচন পঞ্চম দফার নির্বাচনের দিন অর্থাৎ ২০ মে হবে। তাই রাজনৈতিক দলগুলির হাতে সময় রয়েছে বেশ খানিকটা। উলুবেড়িয়া লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি, তৃণমূল ও আইএসএফ প্রার্থী দিলেও কংগ্রেস জোটের প্রার্থী বেশ কিছুটা সময় হাতে পাচ্ছেন। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সাজদা আহমেদের এটি তৃতীয় নির্বাচন। বিজেপি প্রার্থী অরুণউদয় পাল চৌধুরী ভোটের ময়দানে নতুন। উলুবেড়িয়া কলেজের প্রাক্তনী পঞ্চাশোর্ধ অরুণবাবু প্রচারে গিয়ে ইতিমধ্যেই সকলের নজর কাড়ছেন।

রাজনৈতিক মহলের অভিমত, এক একটি রাজনৈতিক দল এক একটি স্টাইলে প্রচার করে। সাধারণত ভোটের ময়দানে আসা নতুন প্রার্থীরা একটু একটু করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। গত লোকসভার প্রচারে বিজেপি প্রার্থীর জনসংযোগের ক্ষেত্রে গ্রাসরুট লেভেল সেন্টিমেন্ট গড়ে তুলতে পারেননি। ফলে খামতি ছিল ক্লোজ ক্যাম্পেনিংয়ের। কিন্তু এবার প্রথম ভোটের ময়দানে নেমেই ঘরের ছেলে হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিজেপি প্রার্থী

অরুণউদয় পাল চৌধুরীর। প্রচারের মাঝে মাঝে কোনও শিশুকে কোলে নিয়ে নিচ্ছেন, তো কাউকে আবার কর্মীদের বেড়াজাল টপকে প্রণাম করছেন। কোথা ও নিজের গলার মালা খুলে চায়ের দোকানে বসে থাকা বয়স্ক মানুষকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন। ক্লোজ ক্যাম্পেনিংয়ে জোর দিচ্ছেন তিনি।

ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, বিজেপির প্রচার কৌশলের বাইরে গিয়ে গ্রাসরুট টাচ স্ট্র্যাটেজি নিয়ে প্রচার করছেন অরুণবাবু। রাজনৈতিক মহলের অনেকেই এই ধরনের প্রচারকে নয়া কৌশল বলে জানাচ্ছেন। যদিও এই ধরনের প্রচার কৌশলকে গিমিক বলে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না তৃণমূল কংগ্রেস।

আত্মঘাতী প্রৌঢ়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: মানসিক অবসাদে গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক প্রৌঢ়। মৃত ওই প্রৌঢ়ের নাম মহেশ মণ্ডল। বয়স ৫৫বছর। বাড়ি পুরুলিয়ার আদ্রা থানার পলাশকলা গ্রামে।

ঘটনা সূত্রে জানা যায়, শনিবার মহেশবাবুর পরিবারের সদস্যরা কেউ বাড়িতে ছিলেন না। তাঁরা শনিবার সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফিরে ঘটনাটি দেখেই রাতের দিকে তাঁকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে ওই হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিবার খবর পেয়ে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে তাঁর দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে।

বজ্রাঘাতে মৃত কৃষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: কৃষি জমিতে কাজ করার সময় বাজ পড়ে মৃত্যু হল এক কৃষকের। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার বর্ণবেড়িয়া এলাকায়। কৃষকের মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায়। মৃত কৃষকের নাম নেপাল হালদার (৩৮) বর্ণবেড়িয়ার বাসিন্দা তিনি। মৃত কৃষকের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। নেপাল হালদারের দুই ছেলে স্ত্রী ও মাকে নিয়ে অভাবের সংসার।

বজ্রপাতে মৃত্যু এক ব্যক্তি ও গোরুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: রবিবার সকালে প্রবল ঝড় বৃষ্টির মধ্যে মাঠে গোরু আনতে গিয়ে বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম ভিম কর, বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তরগত পাল্লা ২ নম্বর ক্যাম্প এলাকায়।পরিবার সূত্রে জানা যায়, রবিবার সকাল ৬টা নাগাদ হঠাৎই শুরু হয় প্রবল ঝড় বৃষ্টি। পাল্লা দিয়ে শুরু হয় বজ্রপাত। এরই মধ্যে স্থানীয় সূর্যনগর মাঠে গোরু আনতে যান ভীম কর। সেই সময় হঠাৎই বজ্রপাতের বিকট আওয়াজ শুনে পরিবারের লোকজন ছুটে যান মাঠের দিকে। তাঁরা দেখেন ভীম ও তাঁর গোরুটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছেন। এরপরই ভীমকে সেখান থেকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিনই বেলা বারোটা নাগাদ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় বর্ধমান মেডিক্যালের পুলিশ মর্গে।

খাড়গের কাশ্মীর মন্তব্যের পাল্টা আক্রমণ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল: কংগ্রেসের ইস্তাহারে রয়েছে 'টুকরে টুকরে' মনোভাব, দেশ ভাঙার মন্ত্রণা। যা নিয়ে শনিবারই তোপ দাগেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার কাশ্মীর নিয়ে মন্তব্য করায় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে আক্রমণ করলেন মোদি। তিনি বলেন, রাজস্থানে খাড়গে যে মন্তব্য করেছেন তা আসলে দেশ ভাঙার মানসিকতা।

কংগ্রেসের সভায় খাড়গে বলেন, রাজস্থানে এসেও মোদি কাশ্মীর ধুয়ো তুলছেন। ভূস্বর্গ থেকে ৩৭০ ধারা বাতিলের কথা বলে ভোট চাইছেনয যদিও ওই ইস্যুর সঙ্গে রাজস্থানবাসীর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। ৩৭০ বলতে গিয়ে ৩৭১ বলে ফেলেন খাড়গে। খাড়গের এই মন্তব্যই পছন্দ হয়নি মোদির। রবিবার বিহারের নওদায় প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য, 'লজ্জাজনক' মন্তব্য করেছেন খাড়গে। তিনি বলেন, 'মোদি কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিলের গ্যারান্টি দিয়েছিল। ফল কী হয়েছে? আমরা করে দেখিয়েছি। ওরা (ইন্ডিয়া জোট) বাবাসাহেব আম্বেদকরের সংবিধান রক্ষার কথা বলে, কিন্তু তারা জম্মু ও কাশ্মীরে তা বাস্তবায়ন করেনি।'

কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে মোদি বলেন, 'ওরা কথায় কথায় সংবিধান নিয়ে গান গায়। অথচ এই মোদিই এত বছর পর বাবাসাহেব আম্বেদকরের সংবিধান জম্মু-কাশ্মীরে লাগু করেছে।' প্রধানমন্ত্রী আর বলেন, 'আমি ওই বক্তব্য শুনে লজ্জিত বোধ করছি। কংগ্রেসের আমার কথা শোনা উচিত। রাজস্থান ও বিহারের যুবকরা জম্মু ও কাশ্মীরকে রক্ষা করতে তাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন। আর আপনি বলছেন কাশ্মীর সে কেয়া লেনাদেনা। এটাই টুকরা টুকরা গ্যাংয়ের মানসিকতা।' মোদির এমন মন্তব্যে অস্বস্তিতে পড়েছে কংগ্রেস।

কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে গণ অনশনের ডাক আপ-এর

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল: আবগারি দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। প্রতিবাদে এবার দেশজুড়ে গণ অনশনে আপ কর্মী ও সমর্থকরা। রবিবার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আম আদমি পার্টির এই কর্মসূচির কথা জানান দলীয় নেতা গোপাল রাই।

রবিবার সকালে সারাদিনব্যাপী অনশন কর্মসূচিতে অংশ নিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে জড়ো হন সমস্ত আপ বিধায়ক। যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। যদিও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে রাজধানীর শাসক দল। উল্লেখ্য, দলীয় নেতাদের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে আম আদমি পার্টি গত মাসেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবন ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিল। সম্প্রতি দিল্লির রামলীলা ময়দানে সভা করেছিল ইন্ডিয়া জোট। সেখানেও কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে সোচ্চার হন বিরোধী নেতারা।

রাহুল গান্ধি-সহ বিরোধী নেতারা অভিযোগ করেন, 'ম্যাচ ফিক্সিং' করতেই বিরোধী দলের নেতাদের জেলে ভরছে মোদি সরকার। কার্যত ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চায় তারা। রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া জোটের মেগা র‍্যালিতে অংশ নেয় কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ অধিকাংশ বিরোধী দল। সেখানেই নিজের বক্তব্যে রাহুল বলেন, 'আজ আইপিএল খেলা হচ্ছে। যেখান আম্পেয়ারদের চাপ রাখা হয়, টাকার বিনিময়ে খেলোয়াড়দের কেনা হয়, আবার অধিনায়কদের ম্যাচ জেতার জন্য হুমকি দেওয়া হয়, ক্রিকেটে এমন অবস্থাকেই ম্যাচ ফিক্সিং বলা হয়। সামনে লোকসভা ভোট। আম্পায়ার পছন্দ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। খেলা শুরুর আগেই আমাদের খেলোয়াড়দের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।'

কেরলে টানা ২৯ ঘণ্টা র‍্যাগিংয়ে মৃত ডাক্তারি পড়ুয়া

তদন্তে সিবিআই

তিরুঅনন্তপুরম, ৭ এপ্রিল: এবার র‍্যাগিংয়ের বলি কেরলে। অভিযোগ, টানা ২৯ ঘণ্টা পাশবিক অত্যাচারে কেরলে মৃত্যু হয়েছে এক ডাক্তারি পড়ুয়ার। ওয়েনাড় জেলার মেডিক্যাল কলেজ লাগোয়া হস্টেলে থেকে উদ্ধার হয়েছে ওই পড়ুয়ার দেহ। এই ঘটনায় বাম ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় ছাত্রের রহস্য মৃত্যুর তদন্তের দায়িত্ব সিবিআইকে দিয়েছে রাজ্য সরকার।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত সিদ্ধার্থান জেএস পশু চিকিৎসা পড়াশোনা করছিলেন। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি হস্টেলের বাথরুম থেকে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগ, নৃশংস র‍্যাগিংয়ের জেরে মৃত্যু হয়েছে সিদ্ধার্থানের। বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের সদস্যরা এবং অন্য সহপাঠীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন পরিবারের সদস্যরা। ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় শুরুতে তদন্ত চালাচ্ছিল কেরল পুলিশ। তাদের বক্তব্য, কলেজে সিনিয়র এবং সহপাঠীরা একটানা ২৯ ঘণ্টা অত্যাচার চালায় সিদ্ধার্থানের উপর। এর পরই হস্টেলের ঘরে ঢুকে আত্মহত্যা করেন তিনি। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলা করেছিল পুলিশ। এদিন সেই ফাইল সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সাব-ইন্সপেক্টর প্রশভ পি ভি বলেন, 'শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার হয়েছে পড়ুয়ার উপরে।' ১৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টা থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি রাত ২টো অবধি চলে পাশবিক অত্যাচার। হাত ও বেল্ট দিয়ে মারধর করা হয়। এর পর ১৮ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে বারোটা থেকে ১টা ৪৫-এর মধ্যে হস্টেলের বাথরুমে গলায় ফাঁস আত্মহত্যা করেন পড়ুয়া।

তদন্তভার হাতে নিয়ে প্রাথমিকভাবে ২০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে সিবিআই। এই ২০ জন অপরাধের দিন হস্টেলে ছিলেন। উল্লেখ্য, র‍্যাগিংয়ে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় বাম ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় অস্বস্তিতে পড়ে কেরলের বাম সরকার। বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের আক্রমণের পরে গত ৯ মার্চ সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। সেই মতো তদন্ত শুরু করেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি।

ব্রিটেনে স্ত্রীকে খুন করে দেহের ২০০ টুকরো ফ্রিজে রাখল যুবক

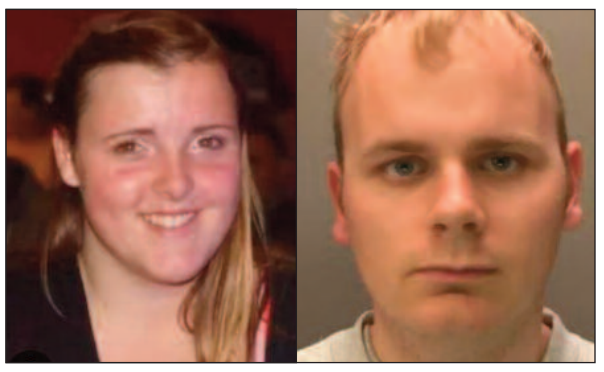

লন্ডন, ৭ এপ্রিল: দিল্লিতে লিভ ইন পার্টনার শ্রদ্ধা ওয়ালকারের দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখার অভিযোগ উঠেছিল প্রেমিক আফতাব পুনাওয়ালার বিরুদ্ধে। প্রায় একই ধরনের ঘটনা এ বার প্রকাশ্যে এল ব্রিটেনে। স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করার পর তাঁর দেহ টুকরো টুকরো করে কাটলেন যুবক। প্লাস্টিকের ব্যাগে মুড়ে সেগুলি রেখে দিলেন ফ্রিজে। তার পর মোবাইলে সার্চ করলেন, 'কেউ মরে যাওয়ার পর ভূত হয়ে ভয় দেখাতে আসে কি?'

নৃশংস হত্যাকাণ্ড প্রকাশ্যে আসার পর ব্রিটেনে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গত মার্চে স্ত্রীকে খুন করেন অভিযুক্ত ২৮ বছরের নিকোলাস মেটসন। দেহ কাটেন ২০০-র বেশি টুকরো করে। সেগুলি ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলেন। এক বন্ধুর সাহায্য নিয়ে দেহের টুকরোগুলি তিনি ফেলে দেন নদীতে। পরে সেখান থেকে তা উদ্ধার করে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত ২২৪টি টুকরো উদ্ধার করা গিয়েছে। আরও কিছু টুকরোর সন্ধান মেলেনি।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর থেকে দিনের পর দিন পুলিশকে বিভ্রান্ত করে এসেছেন যুবক। জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী স্থানীয় একটি সংগঠনের সঙ্গে কোনও বিশেষ কাজে গিয়েছেন। হাসিঠাট্টাও করেছেন অফিসারদের সঙ্গে। তরুণীর পরিবারের অভিযোগ, ১৬ মাস আগে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল এবং তার পর থেকেই তরুণীর উপর নানা ভাবে অত্যাচার করতেন তাঁর স্বামী। বিবাহবিচ্ছেদের পথেই হাঁটছিলেন তাঁরা। তার আগেই স্ত্রীকে খুন করেছেন অভিযুক্ত। পুলিশ জানতে পেরেছে, স্ত্রীকে শোয়ার ঘরেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করেন যুবক। তার পর স্নানঘরে নিয়ে গিয়ে কাটা হয় দেহ। বাড়ি থেকে রক্তমাখা কাপড়, বিছানার চাদর উদ্ধার করা হয়েছে। দেহ পচার গন্ধ ঢাকতে ঘরে অ্যামোনিয়ার কড়া গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন অভিযুক্ত। খুনের পর মোবাইলে তিনি দু'টি বিষয় সার্চ করেছিলেন। স্ত্রী মারা গেলে স্বামী কী কী সুবিধা পেতে পারেন, তা জানার জন্য গুগলের সাহায্য নিয়েছিলেন তিনি। কেউ মারা গেলে ভূত হয়ে ভয় দেখাতে আসতে পারে কি না, তা-ও সার্চ করেন।

মৃতের পরিবারের অভিযোগ, এর আগে তরুণীর পোষ্য কুকুর এবং হ্যামস্টারগুলিকেও নৃশংসভাবে খুন করেছেন ওই যুবক। শুক্রবার ব্রিটেনের আদালতে স্ত্রীকে খুনের কথা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। তার সাজা ঘোষণা স্থগিত রয়েছে। অভিযুক্তের আইনজীবীর দাবি, যুবক জটিল মানসিক রোগে আক্রান্ত। সেই কারণেই এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন।

ভোট প্রচারে মঞ্চ কাঁপিয়ে নাচলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৭ এপ্রিল: ভোট প্রচারে মঞ্চ কাঁপিয়ে নাচলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে এবার তেমনই মুডে ধরা দিলেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা। সেই ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। রাজনৈতিক দলাদলির ঊর্ধ্বে উঠে তাঁর নাচের প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটিজেনরা।

লোকসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে রাজ্যজুড়ে জোরকদমে প্রচারে নেমে পড়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। শনিবার অসমের জোরহাটে প্রচারসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। ভিভিআইপি অতিথি মঞ্চে উপস্থিত হতেই বেজে ওঠে অসম বিজেপির থিম সং 'আকৌ এবার মোদি সরকার' অর্থাৎ (আবকি বার মোদি সরকার)। প্রথমে গানের সুরে গলা মেলাতে দেখা যায় তাঁকে। এর পরই মঞ্চে উপস্থিত সকলকে চমকে দিয়ে নেচে ওঠেন হিমন্ত। দর্শকদেরও নাচে উৎসাহ দেন। খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে নাচতে দেখে মেতে ওঠেন সভায় উপস্থিত বাকি সদস্যরা। তুমুল হর্ষধ্বনি শোনা যায় দর্শক আসনেও। সেই ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতে নিজের নাচ নিয়ে মুখ খুলেছেন হিমন্ত। লিখেছেন, 'আমরা মোদির পরিবার। আমাদের জনসভায় আমরা নাচ-গানও করি।'

অবশ্য মঞ্চে উঠে হিমন্ত বিশ্বশর্মার নাচ এই প্রথমবার নয়। এর আগেও ২০১৯ সালে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে গানের তালে নাচতে দেখা গিয়েছিল অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে। ৫ বছর পর ফের সেই ছবি ধরা পড়ল ক্যামেরায়। উল্লেখ্য, নাচের পাশাপাশি সভামঞ্চে মোদি সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে জনতার কাছে বিজেপি প্রার্থীকে জেতানোর আবেদন জানান হিমন্ত। অসমের ১৪টি লোকসভা আসনের মধ্যে এবার ১৩টি আসন এনডিএর দখলে যেতে চলেছে বলে দাবি করেন তিনি। প্রসঙ্গত, ১৯ এপ্রিল, ২৬ এপ্রিল ও ৭ মে প্রথম ৩ দফায় এবার অসমে হতে চলেছে নির্বাচন। সেখানে ১৩ টি আসনে লড়ছে এনডিএ। এর মধ্যে ১১ টি আসনে বিজেপি ও বাকি দুটি আসনে সহযোগী দল অসম গণপরিষদ ও ইউনাইটেড পিপলস লিবারেশন পার্টিকে ছেড়েছে তারা।

মাঝ রাত থেকে ভূমিকম্পে কাঁপল আফগানিস্তান থেকে লাদাখ

কার্গিল, ৭ এপ্রিল: আবার ভূমিকম্প দেশে। বৃহস্পতিবার হিমাচল প্রদেশে ভূমিকম্পের পর এবার ভূমিকম্প লাদাখে। রবিবার সকালেই ভূমিকম্প হয় লাদাখে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৩.৪। শুধু লাদাখেই নয়, জম্মু-কাশ্মীরেও এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। অন্যদিকে, আফগানিস্তানেও মধ্য রাতে জোরাল ভূমিকম্প হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানানো হয়েছে, প্রথম ভূমিকম্পটি আফগানিস্তানে হয়েছে। রাত ২টো ২৬ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪.৩। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১২০ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল। আফগানিস্তানের পাশাপাশি তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিস্তানেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর কয়েক মিনিট বাদেই, রাত ২টো ৪৭ মিনিট নাগাদ জম্মু-কাশ্মীরেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়। জম্মু-কাশ্মীরের কিশতওয়ার অঞ্চলে ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

রবিবার সকালে, লাদাখে ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল কার্গিল। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানানো হয়েছে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৩.৪। যদিও কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি।

ফ্লোরিডার পানশালায় বন্দুকবাজের হামলায় মৃত ২

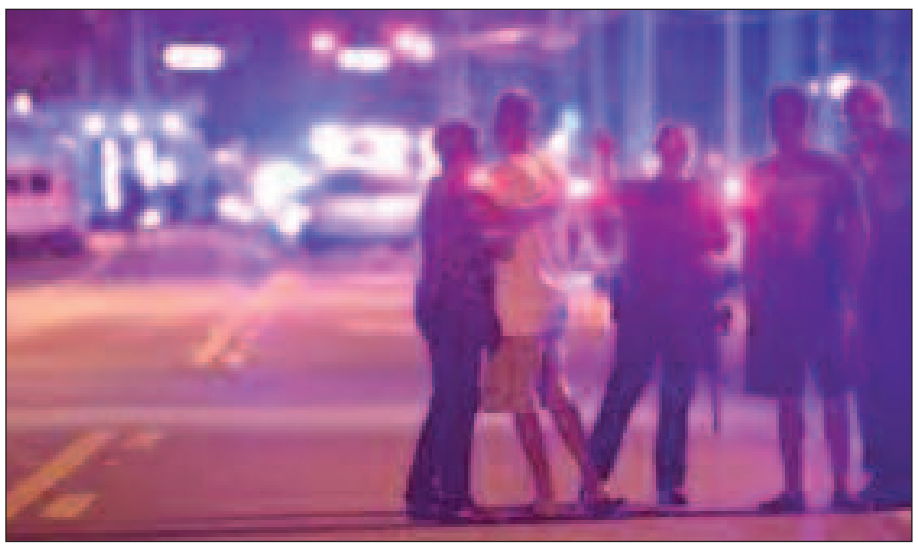

নিউ ইয়র্ক, ৭ এপ্রিল: ফের আমেরিকায় বন্দুকবাজের হামলা। এবার ফ্লোরিডার এক পানশালায় চলল গুলি। অন্তত ২ জনের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে। তার মধ্যে একজন হামলাকারী। এক পুলিশ আধিকারিক-সহ জখম ৭। আমেরিকার স্থানীয় সময় রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ ওই হামলা হয়।

জানা যাচ্ছে, এক নিরাপত্তা রক্ষীর সঙ্গে অভিযুক্ত বন্দুকবাজের বচসা শুরু হয়। এর পর আচমকাই সে বন্দুক বের করে গুলি চালায়। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় ওই নিরাপত্তা রক্ষীর। গুলিতে জখম হন আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সাতজন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এক পুলিশ অফিসারও। তাঁর পায়ে গুলি লেগেছে। পরে অভিযুক্তের মৃত্যু হয় পুলিশের গুলিতে।

বছরখানেক আগে ওই পানশালা যে মলের ভিতরে অবস্থিত সেখানে বন্দুকবাজের হামলা হয়েছিল। তার পর থেকেই এই ধরনের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশ কর্তা এডউইন লোপেজ জানাচ্ছেন, সেই প্রস্তুতিই কাজে এসেছে। যে কারণে আহত পুলিশ অফিসার শেষপর্যন্ত প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। তিনি দ্রুত গুলি লাগা স্থানটিকে সঠিক ভাবে বেঁধে ফেলেন বলেই রেহাই পান।

বছর কয়েক ধরেই একের পর এক বন্দুকবাজের হামলা হয়েছে আমেরিকায়। পুলিশ ও প্রশাসনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই থামছে না এমন ঘটনা। ২০২২ সালে বহুচর্চিত আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিলে সই করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। জানা গিয়েছিল, বন্দুক কেনার আগে ক্রেতার রেকর্ড আরও বেশি করে খতিয়ে দেখা হবে এবার থেকে। সেই সঙ্গে খদ্দেরকে বেশকিছু শর্তও পূরণ করতে হবে। কিন্তু নতুন আইনেও পরিস্থিতি বিশেষ বদলায়নি তা এদিনের ঘটনায় ফের স্পষ্ট হল।

ইজরায়েলে সরকার বিরোধী মিছিলে গাড়ি ঢুকে পিষে দিল বিক্ষোভকারীদের!

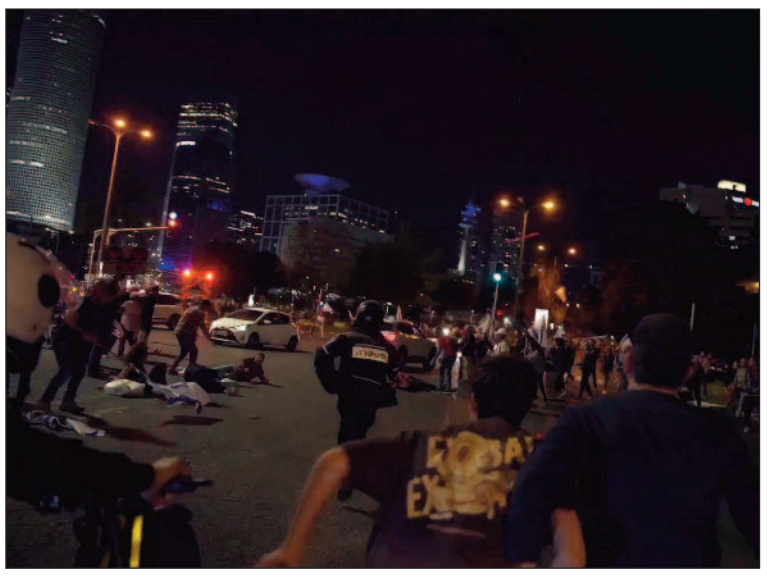

তেল আভিভ, ৭ এপ্রিল: গাজায় সরকার বিরোধী মিছিলে উত্তাল ইজরায়েল। রাজধানী তেল আভিভের পথে নেমে বিক্ষোভে সামিল আমজনতা। সেই প্রতিবাদ মিছিলে সজোরে ঢুকে পড়ল গাড়ি। পিষে দিল বিক্ষোভকারীদের। তেল আভিভের এই ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

৬ মাস ধরে গাজায় হামাস বিরোধী অভিযান চালাচ্ছে ইজরায়েলি সেনা। তার প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই একাধিকবার বিক্ষোভ হয়েছে দেশের অন্দরে। প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন আমজনতা। গত শনিবারও সেরকমই একটি জমায়েত হয় তেল আভিভে। অন্তত ৪৫ হাজার মানুষ এই জমায়েতে অংশ নিয়েছিলেন বলে খবর। তবে আয়োজকদের দাবি, সেখানে হাজির ছিলেন এক লক্ষেরও বেশি প্রতিবাদী। নতুন করে দেশে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন হোক, এই দাবিতে সরব হন সকলে।

সেই মিছিলেই আচমকা গাড়ি নিয়ে ছুটে আসেন এক ব্যক্তি। সোজা বিক্ষোভকারীদের পিষে দেন। এমনকী, গাড়ি থেকে বেরিয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে তর্কাতর্কিও করতে থাকেন গাড়ির চালক। গোটা ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত গাড়িচালককে করা হয়েছে। কেন এভাবে হামলা চালাল ওই ব্যক্তি, সেই নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। গাড়ির ধাক্কায় আহত অন্তত ৫ জন। তার মধ্যে একজনের অবস্থা শোচনীয়। তবে বাকিদের সেভাবে আঘাত লাগেনি।

এই ঘটনার পরেই ইজরায়েলে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। সেদেশের যোগাযোগ মন্ত্রী শলোমো কারহি বলেন, এই হামলার নেপথ্যে রয়েছে দেশের বামপন্থীরা। সরকারের মধ্যে বা বাইরে থাকা দলের নেতারা এর সঙ্গে জড়িত। পালটা দিয়ে ইজরায়েলের বিরোধী ইয়ায়ির লাপিদ বলেন, দেশে লাগাতার হিংসা ছড়ানোর জন্য দায়ী নেতানিয়াহুই। উল্লেখ্য, তেল আভিভের পথে যাঁরা নেমেছেন, তাঁদের একটা বড় অংশই পণবন্দিদের আত্মীয়। সকলেরই অভিযোগ, পণবন্দিদের দ্রুত মুক্ত না করতে পারাটা নেতানিয়াহুর ব্যর্থতা।

শেফার্ডের এক ওভারেই ম্যাচ জিতে নিল মুম্বই

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৯ ওভার শেষে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের রান ছিল ৫ উইকেটে ২০২। ১৯ ওভার শেষে দিল্লি ক্যাপিটালসের রান ৫ উইকেটে ২০১।

শেষ ওভারের আগপর্যন্ত রান সংখ্যায় প্রায় সমান হলেও ম্যাচটা জিতেছে মুম্বাই। কারণ শেষ ছয় বলেই ব্যবধান গড়ে দিয়েছেন রোমারিও শেফার্ড। মুম্বাইয়ের শেফার্ড ২০তম ওভার থেকে একাই তুলেছেন ৩২ রান। ৪টি ছক্কা, ২টি চার।

কিন্তু রানতাড়ায় নামা দিল্লির হয়ে শেষ ওভারে কেউ শেফার্ড হয়ে উঠতে পারেননি। শেষ ছয় বলে মাত্র ৪ রান ওঠায় দিল্লি হেরেছে ২৯ রানের ব্যবধানে।

এবারের আসরে পাঁচ ম্যাচে দিল্লির চতুর্থ হার এটি। আর চতুর্থ ম্যাচে এসে প্রথম জয় মুম্বাইয়ের।

দিল্লির হয়ে শেষ ওভারে শেফার্ডের মতো ইনিংস খেলার সম্ভাবনা ছিল ত্রিস্তান স্টাবসের। দক্ষিণ আফ্রিকার এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান মাত্র ২৫ বলেই তুলে ফেলেছিলেন ৭১ রান। ৭টি ছয় আর ৩টি চারে যেভাবে ঝড় তুলেছেন, তাতে শেষ ওভারেও বড়

শটের অপেক্ষায় ছিলেন দিল্লি সমর্থকেরা।

কিন্তু জেরাল্ড কোয়েৎজির করা শেষ ওভারে স্ট্রাইকেই যেতে পারেননি স্টাবস। ললিত যাদব প্রথম দুই বলে দুই রান নেওয়ার পর তৃতীয় বলে ক্যাচ দেন উইকেটের পেছনে। নেমেই পরের বলে আউট ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড় কুমার কুশাগরা। পঞ্চম বলে ঝাই রিচার্ডসন দুই রান নিয়ে ষষ্ঠ বলেই আউট।

একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে স্টাবস শুধু হারই দেখে গেলেন দলের।

স্টাবসের আগে দিল্লিকে ভালো শুরু এনে দিয়ে যান পৃথ্বি শ ও অভিষেক পোরেলরা। শ ৪০ বলে ৬৬ আর পোরেল ৩১ বলে ৪১ রান করে ফেরার পর স্টাবসই এগিয়ে নেন দলকে।

এর আগে মুম্বাইকে ২৩৪-এ পৌঁছে দেওয়ার পথে প্রথম কাজটি করেন দুই ওপেনার রোহিত শর্মা ও ঈষান কিষান। রোহিত ২৭ বলে ৪৯ আর কিষান ২৩ বলে ৪২ করে ফেরার পর অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া খেলেন ৩৩ বলে ৩৯ রানের ইনিংস।

এরপরও অবশ্য ১৬ ওভার শেষে মুম্বাইয়ের রান ১৫০। সেখান থেকে শেষ চার ওভারে ৮৪ রান যোগ করেন টিম ডেভিড ও শেফার্ড। ডেভিড খেলেন ২১ বলে ৪৫ রানের অপরাজিত ইনিংস। তাঁকে এক পাশে আটকে রেখে ২০তম ওভারের পুরোটা ব্যাট করেন শেফার্ড। গায়ানার ২৯ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান আনরিখ নর্কিয়ার প্রথম বলে চার, এর পরের তিন বলে টানা তিন ছয় মারেন। পঞ্চম বলে আরেকটি চারের পর ষষ্ঠ বলে আবারও ছয়। ৬ বলে ৩২ রান তুলে দলকে দেন জয়ের ভিত্তি, নিজে অপরাজিত থাকেন ১০ বলে ৩৯ রানে।

শেষ পর্যন্ত এই পারফরম্যান্সই তাঁকে এনে দেয় ম্যাচসেরার স্বীকৃতি। দলও পায় মৌসুমের প্রথম জয়।

কোহলিকে জুনায়েদের খোঁচা

‘মন্থরতম সেঞ্চুরির জন্য অভিনন্দন’

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেঙ্গালুরুর বোলিং লাইনআপ বরাবরই দুর্বল। এবারও তাদের আক্রমণভাগে ওই অর্থে কোনো ‘এক্স ফ্যাক্টর’ নেই। কোহলির সঙ্গে একগাদা ব্যাটসম্যান খেলিয়ে বড় রান সংগ্রহই তাদের কৌশল। তবে ১৮৩ রান নিঃসন্দেহে সেই বড় সংগ্রহ নয়। গত ২৯ মার্চ কোহলির ৫৯ বলে ৮৩ রানের ইনিংসে কলকাতার বিপক্ষে ১৮২ রান করেছিল বেঙ্গালুরু, যা কলকাতা তাড়া করে অনেকটা ‘পার্কে হাঁটার অনুভূতি’ নিয়ে, ১৯ বল আর ৭ উইকেট হাতে রেখে। আইপিএলের প্রথম ম্যাচেও বেঙ্গালুরু রান তুলেছিল ১৭৩, যা ৮ বল হাতে রেখে তাড়া করে চেন্নাই। অর্থাৎ বেঙ্গালুরুর এই বোলিং লাইনআপের জন্য ১৮০-১৮৫ রান আসলে যথেষ্ট নয়, চোখ রাখতে হবে আরও বড় সংগ্রহের দিকে। সে ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৫ ম্যাচে ৩১৬ রান করার পরও কোহলি তাঁর খেলার ধরন নিয়ে নতুন করে ভাবতেই পারেন!

বিরাট কোহলির ব্যাটে রানের ধারা বইছে। এবারের আইপিএলে ৫ ম্যাচ খেলে রান করেছেন ৩১৬, যা এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ। গতকাল রাজস্থান রয়্যালের বিপক্ষে ম্যাচেও করেছেন সেঞ্চুরি, যা সর্বশেষ ৭ ম্যাচে তাঁর তৃতীয়। তবে গতকালের সেঞ্চুরিতে অনাকাঙ্ক্ষিত এক রেকর্ডও গড়েছেন কোহলি।

১০০ রান করতে তিনি কাল খেলেছেন ৬৭ বল, আইপিএল ইতিহাসে যা যৌথভাবে মন্থরতম সেঞ্চুরি। তিন অঙ্কে যেতে ৬৭ বল খেলার আগের রেকর্ডটি মনীষ পাণ্ডের, ২০০৯ আইপিএলে বেঙ্গালুরুর হয়ে। এ নিয়ে এক্সে কোহলিকে খোঁচাই দিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক পেসার জুনায়েদ খান।

এক্সে জুনায়েদ লিখেছেন, ‘অভিনন্দন কোহলি, আইপিএল মন্থরতম সেঞ্চুরির জন্য।’ গতকাল কোহলির সেঞ্চুরিতে প্রথমে ব্যাট করে বেঙ্গালুরু তোলে ৩ উইকেটে ১৮৩ রান, যেখানে ৭২ বলে ১১৩ রানই কোহলির। কিন্তু জস বাটলার, সঞ্জু স্যামসনের সৌজন্যে রাজস্থান জয় তুলে নেয় ৫ বল আর ৬ উইকেট হাতে রেখেই। ম্যাচ হারার পর এক্সে আরেকটি টুইটে জুনায়েদ লিখেছেন, ‘কার কারণে আরসিবি হেরেছে?’

গতকাল ৫৮ বলে সেঞ্চুরি করেছেন বাটলার। আর স্যামসন ৪২ বলে করেছেন ৬৯। বাটলারের স্ট্রাইক রেট ছিল ১৭২ আর স্যামসনের ১৬৪। সেখানে কোহলির স্ট্রাইক রেট ছিল ১৫৬, শেষ দিকে সেঞ্চুরির জন্য কিছুটা সতর্ক হয়েও খেলেছেন। আরেকটি টুইটে বাটলার ও স্যামসনের প্রশংসা করেছেন জুনায়েদ, ‘১৬৪ স্ট্রাইক রেটে স্যামসন আর ১৭২ স্ট্রাইক রেটে জস বাটলারের ম্যাচজয়ী জুটি।’

ভারতের সাবেক ওপেনার বীরেন্দর শেবাগও কোহলির স্ট্রাইক রেট নিয়ে কথা বলেছেন। ক্রিকবাজে এই সাবেক ক্রিকেটার বলেছেন, ‘বিরাট কোহলির স্ট্রাইক রেট আরও বাড়তে পারত। যখন আপনি ৩৯ বলে ফিফটি করেন, এরপর আপনার স্ট্রাইক রেট দুই শর কাছাকাছিও যেতে পারে। তবে অন্য ব্যাটসম্যানরা কিছু করতে পারেনি। সব চাপ ছিল কোহলির ওপর।’

গ্রুপিং, শঙ্কার মধ্যে দলীয় সংহতির গান গাইলেন বাবর

নিজস্ব প্রতিনিধি: অধিনায়ক বদল ঘিরে পাকিস্তান ক্রিকেটে অন্তর্দ্বন্দ্বের যে শঙ্কা চারপাশে, তার মধ্যেই বাবর আজম শোনালেন দলীয় সংহতির গান। পাকিস্তানের সাদা বল ক্রিকেটের নতুন অধিনায়ক বলেছেন, সামরিক একাডেমির ক্যাম্পে খেলোয়াড়েরা শুধু ফিটনেস নিয়েই কাজ করেননি, পরস্পরের মধ্যে একতা ও সংহতি বৃদ্ধিতে কাজ করেছেন তাঁরা।

বাবরের এই বক্তব্য এসেছে এমন সময়ে, যার দুই দিন আগে ক্যাম্পে থাকাবস্থায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট দিয়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। গত মাসের শেষ দিকে শাহিনকে সরিয়েই বাবরের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেয় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এ ঘটনায় পাকিস্তান দলে অন্তর্দ্বন্দ্বের শঙ্কা প্রকাশ করেছেন সাবেকদের কেউ কেউ।

পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় ২৯ ক্রিকেটার নিয়ে অ্যাবোটাবাদের সামরিক একাডেমিতে ১১ দিনের ক্যাম্প করেছে পিসিবি। ক্যাম্প শেষে এর সঙ্গে যুক্ত প্রশিক্ষক ও সামরিক কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন কয়েকজন ক্রিকেটার। পিসিবি প্রকাশিত ওই ধন্যবাদ জ্ঞাপন বিবৃতিতে অধিনায়ক বাবর ছাড়াও কথা বলেছেন আমের জামাল, আজম খান, ইমাদ ওয়াসিম, নাসিম শাহ, শাদাব খানরা।

বিবৃতিতে বাবর এটি তাঁর তৃতীয় বুট ক্যাম্প উল্লেখ করে বলেন, ‘এবার আমাদের মনোযোগ ফিটনেস ছাড়িয়ে দলীয় সংহতি বৃদ্ধি এবং পারফরম্যান্সের উন্নতিবিষয়ক বক্তব্যেও প্রসারিত ছিল। কারণ, কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়ার জন্য দলের পরিবেশের জন্য এসব উপাদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’

বাবররা ক্যাম্পে ছিলেন ২৬ মার্চ থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যেই আফ্রিদিকে সরিয়ে বাবরকে ওয়ানডে ও টি,টোয়েন্টির অধিনায়ক করা হয়। গত নভেম্বরে বাবর অনেকটা বাধ্য হয়ে তিন সংস্করণের নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর টি,টোয়েন্টি অধিনায়ক করা হয়েছিল আফ্রিদিকে।

তবে জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে পাঁচ ম্যাচের টি,টোয়েন্টি সিরিজই শুধু নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন তিনি। সেই সিরিজে পাকিস্তান ৪,১ ব্যবধানে হারলে এবং পরবর্তী সময়ে

আফ্রিদির নেতৃত্বাধীন কোয়েট গ্লাডিয়েটরস পিএসএলের প্লে,অফে উঠতে ব্যর্থ হলে পাকিস্তান দলের অধিনায়ক বদল নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত মার্চের শেষ সপ্তাহ আনুষ্ঠানিক ঘোষণাতেই পিসিবি আফ্রিদিকে সরিয়ে বাবরকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা জানায়। পরিস্থিতি আরও বেগতিক হয়ে ওঠে পিসিবির এক বিজ্ঞপ্তিতে।

যেখানে আফ্রিদি বাবরকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলে মন্তব্য করেছেন বলে জানানো হয়। কিন্তু আফ্রিদির ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, পিসিবি নিজেদের মনগড়া কথা বিবৃতিতে বসিয়ে দিয়েছে। পরে গত শুক্রবার আফ্রিদি ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। যেখানে উচ্চারিত হয়, ‘আমাকে এমন পরিস্থিতিতে কখনোই দাঁড় করাবে না, যেখান থেকে আমাকে নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতা দেখাতে হয়। আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়ো না।’

মাত্র এক সিরিজ পরই আফ্রিদিকে সরিয়ে দেওয়ায় পাকিস্তান দলে অন্তর্দ্বন্দ্বের শঙ্কা প্রকাশ করেছেন অনেকে। সাবেক ক্রিকেটার রমিজ রাজা ও রশিদ লতিফও যা উড়িয়ে দেননি। তবে ক্যাম্পে একতা বৃদ্ধি ও ফিটনেসে উন্নতিতে যা কিছু করা হয়েছে, তাতে খেলোয়াড়েরা প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে আরও ফিট, আরও মানসিকভাবে শক্ত থাকবেন বলে বিশ্বাস বাবরের। উদাহরণ দিতে গিয়ে পাকিস্তান অধিনায়ক যোগ করেন, ‘আমরা রুম শেয়ার করেছি, যাতে দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। একসঙ্গে থাকার সময়ে কৌশলগত পরিকল্পনা থেকে শুরু করে ক্রিকেটের বিবর্তন, ক্রীড়াঙ্গনের নতুন উদ্ভাবন, প্রতিপক্ষ বিশ্লেষণসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।’

৪০ বছরের অপেক্ষা শেষে কোপা দেল রে জিতল বিলবাও

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোপা দেল রের ইতিহাসে দ্বিতীয় সেরা দল তারা। এ প্রতিযোগিতায় শিরোপা জয়ে তারা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়েও এগিয়ে। শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার ৩১ শিরোপার বিপরীতে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের শিরোপা ২৪টি, যার সর্বশেষটি এসেছে গতকাল রাতে, ৪০ বছরের অপেক্ষা শেষে। শিরোপা জয়ের লড়াইয়ে ১২০ মিনিটের খেলা ১-১ ব্যবধানে ড্র থাকার পর পেনাল্টি শুটআউটে মায়োর্কাকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে বিলবাও।

১৯৮৩-৮৪ মৌসুমে সর্বশেষ কোপা দেল রে জিতেছিল বিলবাও। সেটি ছিল তাদের ২৩তম কোপা দেল রে শিরোপা। তখন বিলবাও ছিল এ প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি শিরোপা জেতা দল। কিন্তু এরপরই শুরু হয় লম্বা শিরোপা-খরা।

পরবর্তী সময়ে ছয়বার কোপা দেল রের ফাইনাল খেললেও আর কোনো শিরোপার দেখা পায়নি বিলবাও। এমনকি ২০১৫ সালে স্প্যানিশ সুপার কাপ জেতার আগে আর কোনো শিরোপাই জেতেনি দলটি। তাই সেভিয়ার মাঠে মায়োর্কার বিপক্ষে বিলবাওয়ের চ্যালেঞ্জটা মোটেই সহজ ছিল না।

মাঠের খেলায় অবশ্য বিলবাওয়ের দাপটই ছিল বেশি। ম্যাচে ৬৯ শতাংশ বলের দখল রেখে ৩০টি শট নেয় বিলবাও। বিপরীতে ৩১ শতাংশ বলের দখল রাখা মায়োর্কা নেয় ১৩ শট। বলের দখল ও আক্রমণে পিছিয়ে থাকলেও গোল আগে মায়োর্কাই পায়। ২১ মিনিটে ড্যানি রদ্রিগেজ গোল করে এগিয়ে দেন মায়োর্কাকে। প্রথমার্ধ পিছিয়ে থেকেই শেষ করে বিলবাও।

৫০ মিনিটে আইহান সানচেতের গোলে সমতায় ফেরে বিলবাও। এরপর নির্ধারিত সময়ে ও অতিরিক্ত দাপট দেখিয়েও জয়সূচক গোলটি আদায় করতে পারেনি বিলবাও। টাইব্রেকারে বিলবাওয়ের প্রথম চার খেলোয়াড়ের প্রত্যেকেই গোল করেন।

কিন্তু মায়োর্কার মানু মোরলানেস এবং নেমানিয়া রাদোনিক গোল করতে ব্যর্থ হন। মোরলানেসের শট বিলবাও গোলকিপার হুলেন আগিরেবালা ঠেকিয়ে দেন আর বল লক্ষ্যে রাখতে ব্যর্থ হন রাদোনিক, যা শেষ পর্যন্ত বিলবাওয়ের হাতে তুলে দেয় শিরোপা।

এ ম্যাচে দারুণ খেলে বিলবাওয়ের শিরোপার জয়ের অন্যতম নায়ক নিকো উইলিয়ামস। ম্যাচসেরাও হয়েছেন ২১ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। দলকে শিরোপা জিতিয়ে উচ্ছ্বসিত উইলিয়ামস বলেছেন, ‘এটা অবিশ্বাস্য, আমরা ইতিহাস গড়েছি। দল অনেক পরিশ্রম করেছি। সমর্থকেরা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এটা তাঁদের প্রাপ্য। আমি লম্বা সময় ধরে এটির স্বপ্ন দেখে আসছিলাম।’

ফিরেই মেসির গোল, তবু জেতেনি মায়ামি

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিওনেল মেসি চোটে পড়ার পর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে চার ম্যাচ খেলে কোনোটিতেই জয় পায়নি ইন্টার মায়ামি। একটি ড্রয়ের বিপরীতে ছিল তিন হার। মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) কলোরাডোর বিপক্ষে তাই অন্তত ১০ মিনিটের জন্য হলেও মেসিকে পেতে চেয়েছিল ইন্টার মায়ামি। ১০ মিনিট নয়, আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে পাওয়া গেল ৪৫ মিনিটের জন্য। আর মেসি নামতেই বদলে গেছে ম্যাচের দৃশ্যপট।

মাঠে নামার ১২ মিনিটের মধ্যে গোল করে পিছিয়ে থাকা মায়ামিকে সমতাতেও ফেরান মেসি। তবে মেসির গোলের পরও শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি মায়ামি। ২-২ গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে তাদের।

মেসির স্কোয়াডে ফেরার ঘোষণা দেয় মায়ামি। তবে চোট কাটিয়ে ফেরা আর্জেন্টাইন অধিনায়ক যে পুরো ম্যাচ খেলবেন না, তা অনেকটা নিশ্চিতই ছিল। বাংলাদেশ সময় আজ ভোরের ম্যাচটিতেও অনুমেয়ভাবেই বেঞ্চ থেকেই শুরু করেন মেসি। শুধু মেসিই নন, সের্হিও বুসকেতস এবং জর্দি আলবাকেও বেঞ্চে রেখে শুরু করে মায়ামি।

দলের সেরা তারকাদের ছাড়া মাঠে নামা মায়ামির বিপক্ষে প্রথমার্ধে

বেশ ভালোই খেলে কলোরাডো। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি থেকে গোলও আদায় করে নেয় তারা। পিছিয়ে পড়া দলকে খেলায় ফেরাতে বিরতির পরপরই মেসিকে নামায় মায়ামি। মাঠে নেমেই দলকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করে তোলেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন তারকা। এরপর ৫৭ মিনিটে গোল করে দলকে সমতাতেও ফেরান মেসি।

ফ্রাঙ্কো নেগরির কাছ থেকে নিচু এক ক্রস পেয়ে শট নেন মেসি। বল পোস্টে লেগে জালে জড়ায়, ইন্টার মায়ামি ফিরে আসে ম্যাচে। মেসির গোলের পর উজ্জীবিত মায়ামির এগিয়ে যেতে সময় লাগে ৩ মিনিট। এই গোলেও ছিল মেসির অবদান। তাঁর তৈরি করা আক্রমণ থেকেই ডেভিড রুইজের পাসে গোল করেন লিওনার্দো আফোনসো।

এরপর অবশ্য একাধিকবার গোলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন মেসি, তবে কখনো প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের নৈপুণ্যে, আবার কখনো পোস্টের বাধায় দ্বিতীয় গোলটি পাওয়া হয়নি মেসির। এর মধ্যে অবশ্য ম্যাচের শেষ মুহূর্তে কোল বাসেতের গোলে সমতা ফেরায় কলোরাডো। এই গোলেই মূলত জয়বঞ্চিত হয় মায়ামি।

এ ড্রয়ের পর এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছে মায়ামি। ৮ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১২।

কোহলির ব্যাটে রানের ধারা বেঙ্গালুরুকে জেতাচ্ছে, নাকি হারাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রিকেট এত নিষ্ঠুর কেন!

এক ম্যাচে এত কীর্তি গড়লেন। আইপিএলে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির নিজের রেকর্ডটাই আরও সমৃদ্ধ করেছেন, পেয়েছেন অষ্টম সেঞ্চুরি, যা আবার সর্বশেষ ৭ ম্যাচের মধ্যে তৃতীয়। গতকাল রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে বিরাট কোহলি রান করেছেন দলের ৬২ শতাংশ। মানে দলের ১৮৩ রানের ১১৩-ই তাঁর।

তবে এত কিছুর পরও সিদ্ধি লাভ আর হয়নি। হেরেছে কোহলির দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সেঞ্চুরি করেও এ নিয়ে আইপিএলে তিনবার হারতে হলো কোহলিকে। এখন গতকালের হারের দায়ও কিছুটা নিতে হচ্ছে কোহলিকে। অন্তত অনেকেই সেটা মনে করছেন। ওই যে প্রতিবেদনের শুরুতেই বলা হয়েছে;ক্রিকেট নিষ্ঠুর!

দায় কোহলির গায়ে কেন পড়ছে? কারণ, আইপিএলে এটিই মন্থরতম সেঞ্চুরি। ১০০ রান করতে খেলেছেন ৬৭ বল, আইপিএলের ইতিহাসে যা যৌথভাবে মন্থরতম শতক। তিন অঙ্কে যেতে ৬৭ বল খেলার আগের রেকর্ডটি মনিষ পান্ডের;২০০৯ আইপিএলে, এই বেঙ্গালুরুর হয়েই।

৩৯ বলে ফিফটি করা কোহলি গতকাল সেঞ্চুরি পান ১৯তম ওভারে। সেঞ্চুরির জন্য সেই ওভারে কিছুটা বাড়তি সতর্কও থেকেছেন তিনি। এই যেমন ১৯তম ওভারের প্রথম বলটা। কোহলি তখন ব্যাট করছিলেন ৯৮ রানে, নন্দ্রে বার্গারের ফুলটসে তিনি বড় শট খেলতে চাইলেন না। গ্যাপ খুঁজে সেঞ্চুরিই বোধ হয় লক্ষ্য ছিল। তবে বল গেল সোজা কাভার ফিল্ডারের হাতে, ডট বল। সেই ওভারের চতুর্থ বলেও ফুলটসে বোলারের মাথার ওপর দিয়ে মেরে এক রান নেন কোহলি, পান সেঞ্চুরি। কোহলির সেঞ্চুরি পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে সেই ওভারে বার্গার রান দেন মাত্র ৪।

বর্তমানে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিশেষ করে আইপিএলে প্রতিটি বলই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ডেথ ওভারে তো কিছু বল খেলার জন্যই অনেকে ক্রিজে আসেন। ধরে নিতে পারেন, তাঁরা সবাই ডেথ ওভার ব্যাটিং বিশেষজ্ঞ। রাজস্থানের রাহুল তেওয়াতিয়া কিংবা বেঙ্গালুরুর দীনেশ কার্তিক, তাঁদের কাউকেই বড় ইনিংস খেলার জন্য দলে নেওয়া হয়নি! তাঁদের কাজ একটাই;শেষে গিয়ে প্রতিটি বল কাজে লাগানো। সেটা হতে পারে ৪ বা ৫টি বলও। তাই আইপিএল সেঞ্চুরির জন্য বাড়তি সতর্ক হয়ে নিরাপদ শট খেলার সুযোগ কতটুকু আছে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই যায়।

শেষ ৫ ওভারে বেঙ্গালুরু রান করেছে ৫৪, যা আইপিএলে খুব একটা বেশি নয়। এটা ঠিক যে কম বল খেলে বেশি রান করার দায়িত্ব কোহলির একার নয়। দলের অন্য ব্যাটসম্যানদেরও দায়িত্ব সমান। তবে সেটা তারা করতে পারেনি, যার ফল ১৮৩। কিন্তু ক্রিজে থিতু ব্যাটসম্যান হিসেবে কোহলিরই মূল দায়িত্বটা নেওয়া উচিত ছিল।

বেঙ্গালুরুর ইনিংসের ১২০ বলের ৭২টিই খেলেছেন কোহলি। সব মিলিয়ে তাই দলের ১৮৩ রান আর কোহলির ইনিংস নিয়ে খুব একটা খুশি হতে পারেনি বেঙ্গালুরুর সমর্থকেরাও। প্রথম ইনিংসের পর রাজস্থান রয়্যালসের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্ট দেখলেও সেটা মনে হবে অনেকের। ‘১৮৪ রান ভালোই মনে হচ্ছে, যখন ২০০,এর বেশি রানও হতে পারত’;পোস্টটিতে পরোক্ষে কোহলিকেই হয়তো খোঁচা দেওয়া হয়েছে।

কোহলি অবশ্য এই রানকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। ইনিংস, বিরতিতে কোহলি বলেছেন, বাইরে থেকে উইকেট ব্যাটিংয়ের জন্য সহজ মনে হলেও আদতে সতর্ক হয়ে খেলতে হয়েছে। এই সংগ্রহ জয়ের জন্য যথেষ্ট মনে হচ্ছে তাঁর। তবে জয়পুরের সাওয়াই মানসিংহ স্টেডিয়ামে ম্যাচটিতে কোহলির ধারণা ঠিক ছিল না।

একে তো এবার রাজস্থান রয়্যালস দুর্দান্ত ছন্দে; জিতেছে টুর্নামেন্টে খেলা আগের তিন ম্যাচেই, সেটা আবার দলের সেরা ক্রিকেটার জস বাটলারের ব্যাটে রান ছাড়াই। তো বাটলার আর কত দিন রান না করে থাকবেন! গতকাল করলেন সেঞ্চুরি। শুরুর দিকে কিছুটা লড়াই করলেও সেঞ্চুরি করেছেন ৫৮ বলে, ১৭২ স্ট্রাইক রেটে। যার মানে বাটলার সেঞ্চুরি করেছেন কোহলির চেয়ে ৯ বল কম খেলে। টি-টোয়েন্টিতে কোনো ম্যাচে দুই দলের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিতে যেটা যথেষ্টের চেয়ে বেশি! বাটলারকে সঙ্গ দেওয়া অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন করেছেন ৪২ বলে ৬৯। ম্যাচ কী আর থাকে! শেষ পর্যন্ত রাজস্থান জিতেছে ৫ বল হাতে রেখে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**